অরিসিংহ

(ঐতিহাসিক নাটক।)

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,

৬৭ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৩।

মূল্য ১৲ একটাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,
বাণী প্রেস,
১২।১ নং চোরবাগান লেন,—সিমলা, কলিকাতা।

উৎসর্গ।
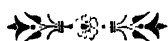
যাঁহাদের একান্ত অনুরোধ ও উৎসাহে

এই

পুস্তকখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে

আজ

হৃষ্টচিত্তে

তাঁহাদের করে

"অরিসিংহ"

অর্পণ করিলাম।

নিবেদন।

কয়েক জন সৌখীন নাট্যামোদী প্রবাসী বন্ধুর একান্ত অনুরোধ ও উৎসাহে এই পুস্তক খানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। বলা বাহুল্য আমি নিপুণ নাট্যকার নহি---এবং নাটক লিখিতে এই আমার প্রথম উদ্যম। সুতরাং চরিত্র চিত্রণে স্থানে স্থানে বোধ হয় অনেক প্রকার ত্রুটী ও ভুল রহিয়া গিয়াছে। আমার হিতৈষী বন্ধুগণের কেহ ত্রুটীগুলি প্রদর্শন করিলে আমি ভবিষ্যতে সেই সকল সংশোধন করিয়া দিব। পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠায় যে গীতটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পুস্তক খানি যদি কাহারও অনুমাত্র ও মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি।

ছাপরা (শারণ)
দোল-পূর্ণিমা
১৩২৩

বিনীত
রচয়িতা

(ঐতিহাসিক নাটক।)

চরিত্রগণ

পাত্র।

অরিসিংহ	...	...	মীবারের রাণা।
হামির	...	...	ঐ পুত্র।
অমরচাঁদ	...	...	রাজমন্ত্রী।
রতনসিংহ	...	...	রাজ্যাভিলাষী অপ-নৃপতি।
রঞ্জন	...	...	ক্রূরচরিত্র রাজ-কর্ম্মচারী।
জালিমসিংহ	...	...	রাজভক্ত দেশহিতৈষী প্রজা।
রঙ্গরা	...	...	রাজকার্য্যে অবসর প্রাপ্ত সৈনিক।
মাধাজী সিন্ধিয়া		...	মহারাষ্ট্রপতি।
অজিত	...	...	হার-রাজকুমার ও রতনসিংহের বাল্যসখা।

রাজ-বয়স্য, ক্ষেত্রপাল (কৃষক), অনুচরগণ, পারিষদগণ, দৈবজ্ঞ,
রাজপুত সর্দ্দারগণ, পথিকদ্বয়, মন্ত্রী, দিল্লীর বাদসাহ, উজীর,
প্রহরীগণ, দূতগণ, প্রজাগণ, নাগরিকগণ, জনৈক উন্মাদ,
পাঠান সৈনিকগণ, জনৈক ব্যক্তি, রাজপুত সৈন্যগণ,
ভীলগণ, দস্যুদ্বয়, প্রণিধি, চারণগণ ইত্যাদি।

পাত্রী।

শক্তিমতী	...	...	জনৈক কৃষিজীবি রাজপুতের কন্যা (পরে মীবারের রাজ-মহিষী।
অলকা	...	...	ঐ বাল্যসখী।
অঞ্জনা	...	...	অরিসিংহের গোপনে পরিণীতা স্ত্রী।
রামপিয়ারী	...	...	রঞ্জনের রক্ষিতা স্ত্রীলোক (পরে মীবার-রাণীর সহচরী।)
মনিয়া	...	...	রামপিয়ারীর জনৈক প্রতিবেশিনী।

কৃষক-পত্নী, কৃষককন্যাগণ, সখিগণ, নর্ত্তকীগণ,
জনৈক বালিকা, জনৈক রাজপুত-রমণী,
ভীলরমণীগণ ইত্যাদি।

(ঘটনাস্থল—মীবার-উদয়পুর। সম্বৎ ১৮১৮—১৮২৮)

অরিসিংহ

(ঐতিহাসিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক
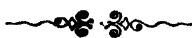
প্রথম দৃশ্য

[গিরি প্রদেশ। একটি অরণ্যপার্শ্ববর্ত্তী নদীতটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের উপর রাণা অরিসিংহ, তদীয় বয়স্য ও কয়েকজন অনুচর উপবিষ্ট। অরিসিংহ ব্যতীত সকলের দৃষ্টি সম্মুখদিকে নিবদ্ধ। অরিসিংহ চিন্তাপরায়ণ। গিরি-শৃঙ্গের অন্তরালে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতে-ছেন। গিরি-নদীতে বিরাট ভাস্করের কতক প্রতিচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। সন্ধ্যা আগত প্রায়।]

রাজ-বয়স্য। (চিন্তাকুল মহারাণার প্রতি) মহারাণা! এত কি ভাব্‌ছেন?

অরিসিংহ। কি অদ্ভুত কৌশল! কৃষক-বালা সামান্যা রমণী নয়! বীর-গর্ব্বে, বীরদর্পে, তীক্ষ্ণ বল্লম হস্তে অবিরত বনে বনে ভ্রমণ করে, যে

আরণ্য পশুরে বধ কর্‌তে পার্‌লাম না—বালিকা অনায়াসে তুচ্ছ এক দণ্ডের আঘাতে তার প্রাণ হরণ কর্‌লে! কি চমৎকার অব্যর্থ লক্ষ্য! সে লক্ষ্য দেখে, মনে মনে বালিকাকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করেছি; কিন্তু তা'তেও যেন মন তৃপ্ত হ'চ্ছেনা। ইচ্ছে হয় আবার সেখানে গিয়ে বালিকাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা'র মনস্তুষ্টি করে আসি।

রা-ব। (চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে) না মহারাণা! দোহাই আপনার, এই চোপরদিন ক্লান্ত হ'য়ে ভরা সন্ধ্যাবেলা আবার সেই জঙ্গলে আজ আর গিয়ে কাজ নাই। কাল না হয় আর একবার আসা যাবে। কি বল্‌বো রাণা, বল্‌লে হয়ত বিশ্বাস কর্‌বেন না, ও বরাহটার অদৃষ্টে ঠিক ঐ সময় মৃত্যু লেখা ছিল, তা' আর কে খণ্ডাবে বলুন! কাজেই সহস্র চেষ্টাতেও আগে ওটা মর্‌ল না। আমিও ঠিক সেই সময় মনে করেছিলাম যে একটা বর্ষা মারি—অম্‌নি দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মেয়েটি তীর ছুড়লে। আর ওরও প্রাণের মায়ায় সমস্তদিন ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে প'ড়ে মরবার সময় ঘ্‌নিয়ে এসেছিল, তীরটা না ছুড়লেও ও আপনা হ'তেই মর্‌তো! এতে সাধুবাদ করবার ত কিছুই দেখিনে!

[নেপথ্যে অশ্বের কাতর হ্রেষারব শ্রুত হইল।

জনৈক অনুচর। হায়! হায়! ক্লান্ত হ'য়ে অশ্বী বুঝি জীবন ত্যাগ কর্‌লে। নতুবা এখন তুরঙ্গিনী এত কাতর স্বরে চীৎকার কর্‌লে কেন। মহারাণা! অনুমতি দিন আমি একবার দেখে আসি।

অরিসিংহ। আর অনুমতির প্রয়োজন নাই। যাও বীর সত্বর সংবাদ ল'য়ে এস। আমার মনে মনে অমঙ্গল আশঙ্কা হ'চ্ছে। আজ যদি কোনও কারণে অশ্বিনী প্রাণত্যাগ করে, তবে ভবিষ্যৎ মৃগয়া উৎসব বড় শুভ হ'বে না।

রা—ব ! রসো, রসো, আর বোধ হয় যেতে হ'বে না। মহারাণা ! আপনি সাধুবাদ করতে যাচ্ছিলেন, ঐ দেখুন সেই মেয়েটি যেন তীরের মত ছুটে এদিকে আস্‌ছে। (জনান্তিকে) প্রাণের টান যাবে কোথায় ! একবার আস্‌ছে দেখুন না !

(ব্যস্তভাবে একটি কৃষক-বালার প্রবেশ)

কৃষক-বালা। মহারাণা আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি। আজ অকারণে হয়ত আপনার ঘোটকী নিহত হ'য়েছে। ক্ষেত্রমধ্যে শস্যমঞ্চের উপর আরোহণ করে, বন্য পশুগণকে একে একে তাড়না করতে, বল্‌তে পারিনে কি জানি কেমন অন্যমনস্ক হ'য়েছিলাম। তাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে, একখানি বিষম প্রস্তর আপনার অশ্বিনীর একপদে আঘাত কর্‌লে। আমার আশঙ্কা হয়, সে পুনরায় মীবারে ফিরে যেতে অক্ষম। আমি অপরাধী, মহারাণা ! আমি সমুচিত শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি।

[কৃষক-বালার নত মস্তকে অবস্থান]

রা—ব। শাস্তি কিগো বাছা ? সাধুবাদ—সাধুবাদ ! অন্য কেহ হ'লে, হয়ত তা'কেও ঘোড়ার মতই এখনি কাত হ'তে হ'ত—এ যে বাছা তুমি ! তোমার কপালে সাধুবাদ ! হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, ঐ স্পষ্ট লেখা সা-ধু-বা-দ !

অরি। ক্ষান্ত হও বয়স্য-প্রবর ! রমণী পরিহাসের পাত্রী নহে।

রা—ব। আজ্ঞে হ্যাঁ—হঠাৎ সেটা কেমন বিস্মরণ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

অরি। কৃষক-বালা ! তোমার সরলতার প্রশংসা করি। তোমার সাহসকেও ধন্যবাদ ! আমি সারাদিন ক্লান্ত হ'য়ে বনে বনে ভ্রমণ করে যে পশুকে হনন করতে পারি নি, তুমি কি অদ্ভুত শক্তিবলে নিমিষের মধ্যে তার প্রাণ হরণ কর্‌লে ! আজ তোমার কোনও অপরাধ গ্রহণ কর্‌বো না। মীবারের রাণা আজ তোমার ঋণপাশে বদ্ধ। রাজপুত অকৃতজ্ঞ নহে।

ধর, বালা—এই রত্নহার গ্রহণ কর—স্বয়ং মীবার-পতি আজ তোমায় এই ক্ষুদ্র উপহার প্রদান কর্‌ছে।

(অরিসিংহ কর্ত্তৃক কৃষক-বালার গলদেশে রত্নহার প্রদান।

কৃ বা। (ত্বরিতে হার উন্মোচন করতঃ) ক্ষমা করুন মহারাণা! আমি আপনার এ রত্নহার গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম। আমরা দীন শস্যজীবি হ'লেও সম্ভ্রান্ত চন্দানোকুলে আমার জন্ম। আমি অপরাধ স্বীকার ক'র্‌তে এসেছি। যৌতুক গ্রহণ কর্‌তে আমার আগমন নয়। মহারাণা অনুমতি দিন, আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি।

(রাণার পদতলে রত্নহার প্রত্যর্পণ।)

অরি। যাও তবে সুলোচনা। প্রয়োজন হলে অরিসিংহকে স্মরণ ক'রো! (স্বগত) মরি! মরি! কি রূপ মাধুরি!

কৃষক-বালার প্রস্থান।

কি ললিত অনুপম তনু রতি জিনি—
অপরূপা ষোড়শী সুন্দরী!
পাটল কপোলদেশ, নীলাব্জ নয়ন,—
চঞ্চল কুরঙ্গীসম ;— যেন ক্ষণে ক্ষণে,
সৌদামিনী করে খেলা প্রশান্ত অম্বরে!
পূর্ণচন্দ্র-নিভাননী। রক্তিম অধর,
রমণীয় শ্রুতিপুট শালিনী সুন্দরী!
কমল-কলিকাকৃতি উরোজ যুগল,

* * * *

ভুজলতা সুললিত অতি।

* * * *

ফুল্ল কমলারুণ সদৃশ চরণ।
কি অপূর্ব্ব রমণী রতন!
যাও বালা—যাও গৃহে ফিরে,
বিধিলিপি জানিব অচিরে,
কেবা আছে হেন ভাগ্যবান--
যার তুমি তুষিবে পরাণ।

[অরিসিংহের প্রস্থান।

রা-ব। (জনান্তিকে) বাঃ—বাঃ এত মজা মন্দ নয়। দু'একটা ঘোড়া মার্‌লে যদি হাতে হাতে অমন নগদ রত্নহার পাওয়া যায়, তবে ও ব্যবসাটি আরম্ভ কর্‌লে হানি কি? দু'দিনেইত রাজ্যখানি ঘোড়াশূন্য কর্‌তে পারি! আহা! এ সময় গৃহিণী বেঁচে থাকলে মুক্তোর মালায় ডুবিয়ে রাখতাম! আচ্ছা আজ ত যাওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) আসুন মন্ত্রী-মশায়—মহারাণাত চলে গেলেন—আমরাও পথ দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর।

[প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র—মধ্যস্থলে একটি শস্যমঞ্চ। দূরে রাণা অরিসিংহের আহত ঘোটকী শায়িত]

শক্তিমতী (কৃষক-বালা) ও অন্যান্য কৃষক-কন্যাগণ

গীত।

ঐ ডুব্‌লো রবির কিরণ নীলিমায়—
চলে আয়—চলে আয়।
সাঁজের তারা উঠ্‌ছে ফুটে নীল গগণের গায়॥

নীড়ে এলো পাখীরা ফিরে,
ধরণী ছায় তিমিরে ধীরে,
পরিমল বিলিয়ে দিয়ে বইছে মৃদুল বায় ॥
হেসে কুটী দেখ্‌লো তারাফুল,
যেন শতেক ফোটা ফুল,
তুলে রূপের লহরী লো মধুর হেসে চায় ।।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—ঃ০ঃ—

কৃষকের কুটীর ।
(কৃষক ও কৃষক-পত্নী)

কৃ-প । দেখ্‌তে দেখ্‌তে শক্তিমতীর বয়স ও ত কম হ'ল না । তুমি এতটা গা ঢিলে দিলে হ'বে কেন ? একটু চেষ্টা দেখ ; সত্যি সত্যি মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা যায় না !

কৃ । কি বল্‌বো বল ! আমার কি ইচ্ছা যে মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো হ'য়ে ঘরে থাকে । চেষ্টার ত কিছুই ত্রুটি নাই—না জুটলে আর কি করবো ?

(নেপথ্যে জনৈক রাজদূত) । বিশেষ প্রয়োজনে মহারাণা আপনাকে স্মরণ করেছেন । বলেছেন আমার সঙ্গে এখনি যেতে হ'বে ; বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না ।

কৃ । যাই । যতক্ষণ না ফিরি, ঘরে থেকো, মেয়েটাকে মাঠে যেতে দিও না । একটু সাবধানে থাক্‌তে বলো' । দেখি কপালে কি আছে !

[কৃষকের প্রস্থান ।

রু-প। শক্তি—ও শক্তি—

(নেপথ্যে)। যাই গো—যাই—যাই—

(হাসিতে হাসিতে শক্তিমতীর প্রবেশ।)

রু-প। মরণ আর কি! অত হাস্‌ছিস কেন?

শ। ওমা! কাল্‌কের কথাটা বুঝি তোমাকে বলিনি?

রু-প। কৈ না! কি কথা লো?

শ। শুন্‌বে মা শুন্‌বে? (হাস্য)

রু-প। কি শুনি। আঃ মলো! অত হেসে মরছিস্ কেন?

শ। শোন মা। কাল আমি মহারাণার একটা ঘোড়াকে হঠাৎ এমন জোরে একটা ঢিল মেরেছিলাম যে, সে আর উঠে যেতে পারি নি। আমি বড় ব্যস্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইতে গেলাম, তা' বল্‌লে কি, তোমার কোনও দোষ নেই; আবার—

রু-প। আবার কি লো?—চুপ কর্‌লি কেন?—

শ। আবার একছড়া রত্নহার দিতে এসেছিল।

রু-প। নিয়ে এলি নে কেন হতভাগী। কাল হয় ত মহারাণা তা'তে অপমানিত হ'য়ে থাকবেন, তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছেন। সর্ব্বনাশী তুই কাল মালা ছড়াটা নিয়ে এলে ত এ সর্ব্বনাশ টা হ'ত না।

শ। কেন তাই হ'য়েছে কি? তুমি সর্ব্বনাশটা দেখ্‌লে কোথায়?

রু-প। কি হ'বে গো! হয়ত তা'র আর ঘরে ফিরে আস্‌তে হ'বে না। কি সর্ব্বনাশ টা কর্‌লি রে হতচ্ছাড়ি! ওমা! মিন্সে যদি না আসে ত একটা এতবড় আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে কি করে একলা থাক্‌বো গো— আমার যে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে ইচ্ছে কর্‌ছে।

শ। তবে কাঁদ বসে। আমি ততক্ষণ একবার মাঠ থেকে আসি। মর্‌তে বলেছিলাম! [প্রস্থান।

কৃ-প। ওরে যাস্‌নে রে যাস্‌নে। আর তোর একলা মাঠে যেতে হ'বে না। সর্ব্বনাশের ওপর আর সর্ব্বনাশ করিস্‌নে হতভাগী! দেখ্‌লে গা, মেয়েটা কথা শুনলে না। সত্যি সত্যি চলে গেল। যাই, ফিরিয়ে আনি—আবার কি একটা কাণ্ড করে বস্‌বে!—শক্তি—ও—শক্তি—

[প্রস্থান।

(অপরদিক দিয়া বিরক্তভাবে শক্তিমতীর পুনঃ প্রবেশ।)

শ। মাঃ—মাঃ—মাঃ—মা'র জ্বালায় গেলাম! কেবল শক্তি—শক্তি—কোথায় গেলি—কোথায় গেলি—বেশ হ'য়েছে! খুঁজে মরুক গে। আমার অত শত ভাল লাগে না, হ্যাঁ!

(নেপথ্যে)। ওলো শক্তি! শক্তি লো!—

শ। শক্তি মরেছে!

(হাসিতে হাসিতে অলকার প্রবেশ।)

অলকা। বালাই! মর্‌বে কেন? আমি শুনলাম শক্তি রাজরাণী হ'য়েছে! তা হ্যাঁ লা! রত্নহার ত ফিরিয়ে দিলি, সঙ্গে সঙ্গে বিকিয়ে এলিনে ত!

শ। তো'র যেন আর কথা নেই—

(শক্তি অলকার মুখ টিপিয়া দিল।)

অ। সত্যি ভাই! আমরা হ'লেত পরে বাঁচতাম!

শ। তা' যা না; তুই পর গে যা—যা—যা—

(শক্তি অলকাকে সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দিল।)

অ। আচ্ছা ভাই! মাথা খাস্‌ সত্যি কথা বল্‌তো, রত্নহার কেন ফিরিয়ে দিলি?

শ। এম্‌নি দিলাম; তো'র ইচ্ছে হয়, তুই যা না লো!—

অ। আচ্ছা ভাই! রাণা এখন যদি তো'কে বিয়ে কর্‌তে চান?

শ। বেশ ত!

অ। তুই তা হ'লে করিস্?

শ। তা আর করিনে?—অমন বর!—

অ। সত্যি ভাই! তুই তা হ'লে বিয়ে করিস্?

শ। যা আর বল্‌তে পারি নে।

অ। না ভাই! মাথার দিব্বি—সত্যি ক'রে বল, তুই তা' হ'লে বিয়ে করিস্?

শ। দূর হ পোড়ার মুখী, আমি মনের ভুলে কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছি!

অ। শোন ভাই!—

[কৃষক-পত্নীর প্রবেশ ও অলকার প্রস্থান।

কৃ-প। হ্যাঁ লা! শক্তি ডেকে ডেকে গলা পড়ে গেল, একটা কথার জবাব দিতে নেই?—

শ। দিইচি ত।　　　　[বিরক্ত চিত্তে প্রস্থান।

কৃ-প। এমন মেয়ে ও হ'য়েছিলে!　　　　[শক্তির পশ্চাৎগমন।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

রাজ-প্রাসাদের একটি কক্ষ।

(অমর চাঁদ, রঞ্জন প্রভৃতি পারিষদগণ ও রাজ বয়স্য আসীন;
জনৈক বৃদ্ধ দৈবজ্ঞ গণণায় নিযুক্ত।)

(অরিসিংহের প্রবেশ।)

রা-ব। এই যে মহারাণা এসেছেন। বলে ফেল—বলে ফেল—গুণ্‌তে এত দেরী হ'চ্ছে কেন?

দৈ। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) আমার গণনা বড় শুভ নয়। কৃষক-কন্যা যদি রাজমহিষী হ'ন, তবে সমগ্র রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকবে না—প্রজাকুল রাজদ্রোহী হ'বে। রাণার অপমৃত্যু সম্ভাবনা।

অ। এ সব বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কি বল্‌তে পারি!

দৈ। মহারাণা! দৈববাণী অবিশ্বাস করবেন না। তবে বলি শুনুন—বিধাতার কঠোর বিধানে কৃষককুমারীই মীবারের রাজমহিষী হবেন। তাঁর গর্ভে আপনার এক বীর তনয় জন্ম গ্রহণ করবে, কিন্তু তার শিশুকালে গুপ্ত শত্রু হস্তে মহারাণার—

অ। আমার আর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে প্রয়োজন নাই। আমি এত কাপুরুষ নহি যে গ্রহবিপ্রের কথায় ভীত হ'য়ে কোনও অভিপ্সীত কার্য্য থেকে পরাঙ্মুখ হব। যাও দ্বিজ ইচ্ছা মত পুরস্কার গ্রহণ করে বিদায় হও।

দৈ। যে আদেশ মহারাণা—(জনান্তিকে) এ বিবাহ সংঘটন হ'লে রাজ্যের পতন হ'তে বিলম্ব হ'বে না। [প্রস্থান।

অ। পারিষদগণ! দৈবজ্ঞ-বচনে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। শুধু বয়স্যের অনুরোধে আমি গ্রহবিপ্রকে আহ্বান করেছিলাম। তবে কৃষক-বালার পাণিগ্রহণ যুক্তি সঙ্গত কি না তোমাদের অভিমত জানতে ইচ্ছা করি।

অমর। মহারাণা! এর ফলাফল সত্য কি মিথ্যা বল্‌তে পারি না। কিন্তু বাস্তবিকই যদি দৈব বাম হয়, তবে তা'র প্রতিকূল-আচরণ অনুচিত। আর এক কথা, সামান্যা কৃষককন্যা মীবারের সাম্রাজ্ঞী হ'লে, রাজ্যে বোধ হয় রাজভক্তি তেমন অটুট থাকবে না।

অ। এ কি বল্‌চো সব তোমরা! তোমাদের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির বৃথা কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করা অনুচিত। মীবার-রাজ ত তুচ্ছ ভয়ে কখনও ভীত নয়।

রঞ্জন। মহারাণা! প্রজার বিদ্রোহ তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। কৃষক-বালা যদি মীবারের রাণী—

অ। (একান্ত বিরক্ত হইয়া) ছি! ছি! বীরকুল গ্লানি—তোমরা, তোমাদের মতামতে আমার প্রয়োজন নাই।

রঞ্জন। মহারাণা! তবে আমাদের এখানে আহ্বান করে অকারণ এ অপমান করলেন কেন? রাজপুত অপমান সহ্য করতে জানে না। যদি রাণার দুর্ম্মতি হ'য়ে থাকে, তবে প্রজাগণ কখনও তার দোষভাগী হ'বে না। আজ যদি মীবারের দুর্গতি উপস্থিত হয়, তা হ'লে নিশ্চয় জানবেন মহারাণা! হীনমতি সম্রাটের সাহায্য করতে কেহই অগ্রসর হ'বে না। আপনি একটু ভেবে দেখুন।

অ। দাম্ভিক রাজ-পুরুষ! রাজ সমক্ষে রাজ অবমাননার কি কঠিন শাস্তি তা' জান?

রঞ্জন। জানি মহারাণা! বিকৃত মস্তিষ্ক সম্রাটের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র।

অ। রাজ-সচিব! এই ধৃষ্ট রাজপুত সৈনিকের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ভার তোমার উপর অর্পণ করলাম।

রঞ্জন। উত্তম কথা। যায়, রাজ্য রসাতলে যা'ক—যা' ভাগ্যফল আছে তা' শীঘ্রই ফলবে।

[রঞ্জন ও তাহার ইঙ্গিত ক্রমে অমর চাঁদ ব্যতীত অন্যান্য পারিষদগণের প্রস্থান।

অ। (কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া) বয়স্য! এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।

রা-ব। কি জানি রাণা! আমিও মনে মনে ঠিক ঐ কথাই ভাবছি।

(নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ—ঐ—ঐ বুঝি মহারাণা—দূতের সঙ্গে চাষার পো আস্‌চে। কেমন—না—মন্ত্রীম'শায়।

(দূতের সহিত কৃষকের প্রবেশ)

[রাণাকে অভিবাদনান্তে দূতের প্রস্থান।

অ। দরিদ্র কৃষক! তোমার সংসার-ললামভূতা কন্যা অকারণে আমার ঘোটকীর প্রাণ সংহার করেছে; বল তবে, অরিসিংহকে কি সে তুষ্ট কর্‌বে।

কৃ। হা অদৃষ্ট। মহারাণা। আমার কি আছে—আমি কি দিয়ে আপনার এ ক্ষতি পূরণ করবো? আমার একমাত্র কন্যা যদি আজ রাজপদে অপরাধী, কৃপা করে তা'কে ক্ষমা কর্‌বেন। যা' সমুচিত শাস্তি হয়, এ বৃদ্ধ নতশিরে তা গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত আছে।

অ। এ গুরুতর অপরাধের যোগ্য শাস্তি কি আছে তা জানি না। কিন্তু শোন, যদি অঙ্গীকার কর্‌তে পার যে রাণার ঈপ্সীত ধন তা'কে প্রদান কর্‌বে তবেই তোমার কন্যা অব্যাহতি পা'বে।

কৃ। মহারাণা! শস্যজীবি দরিদ্র কৃষক যদি আজ অপরাধী হয়ে রাজসমীপে উপস্থিত, তবে দণ্ড বিনিময়ে তা'র সঙ্গে উপহাস করছেন কেন রাজ্যেশ্বর।

অ। উপহাস নয়। শোন বলি, তুমি দরিদ্র কৃষক হলেও এক দুর্লভ অমূল্য রত্নের অধিকারী। আজ মীবার-রাজ তোমার সে অপূর্ব্ব রত্ন লাভ কর্‌তে একান্ত অভিলাষী! বল, তুমি প্রদানে সম্মত আছ কি না!

কৃ। মহারাণা! দরিদ্রের সঙ্গে কি হেতু এমন ছলনা কর্‌ছেন। আমি দুঃখী—আমার দরিদ্রা কন্যা ত রাজরাণী হবার যোগ্যা নয়। যদি কৃপা করে অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, তবে অনুমতি দিন মহারাণা গৃহে ফিরে যাই। আমি আপনার এ প্রস্তাব রাখ্‌তে অক্ষম।

অ। নির্ব্বোধ কৃষক! যাও তবে—এ সৌভাগ্য তোমার অদৃষ্টে নাই—

[অভিবাদন পূর্ব্বক কৃষকের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) উঃ এ যে দারুণ পিপাসা! দেখ্‌তে হবে--এ আশা পূর্ণিত হবা'র অন্য পথ আছে কি না!— [প্রস্থান।

রা-ব। মন্ত্রী মহাশয়, চাষার পোর লাঙ্গলের জোর কি শক্ত! কিছুতেই রাজী হ'লো না!—

অ। বিধিলিপি কে খণ্ডন কর্‌বে! এই রাবার পতন অবশ্যম্ভাবী। আজ হ'তে তার সূচনা— [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

অঞ্জনার গৃহ সংলগ্ন উদ্যান।

[উদ্যান মধ্যে কৃত্রিম সরোবর। একটি পুষ্প বৃক্ষতলে, এক মর্ম্মবেদীর উপর বসিয়া অঞ্জনা গান করিতেছে; অঞ্জনা রূপসী লাবণ্যময়ী; এদিকে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। অঞ্জনার সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না কিরণ পড়িয়া তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছে।]

গীত।

(আজি) মধুরাতি।
শুভ্র জ্যোছনা, শোভে তারকা পাঁতি॥
চন্দ্র কিরণ কিবা মধুর মনোহর,
মন্দ সমীর ধায় তর তর্ তর্ তর্,

বিকশিত ফুল কুল, শুভ্র নিরমল,
উল্লাস-আকুল আমোদে মাতি ॥
ছল ছল কল কল, উছলে সর-জল,
প্রাণ বঁধু বিনে পরাণ চঞ্চল,
কোথা তুমি হে প্রিয়, কর মুগ্ধ হৃদয়,
বিতরি বিমল প্রেম-কিরণ ভাতি ॥

ঐ দূরে—দূরান্তরে—নীলিম অম্বরে
হাসিছে চন্দ্রমা। তার স্নিগ্ধ-কর রাশি,
নীরবতা ভেদ করি বিশ্ব অন্ত হ'তে
সুপ্ত মেদিনীর পরে পড়েছে লুটায়ে!
নিস্তব্ধ প্রকৃতি। যেন সৌন্দর্য্যের মোহে,
গভীর অলসে মগ্ন! জ্বলে ঝিকি মিকি
অসংখ্য নক্ষত্র। যেন স্বপ্নরাজ্যে কোন (ও)
সাজায়েছে থরে থরে কনক-প্রদীপ—
দেব-বালা গণে! আজি এ সুখ নিশীথে,
জাগে কত মধুময় কল্পনার স্মৃতি
নিভৃত মরম পুরে। পরাণ ব্যাকুল
যেন এক শাশ্বত মিলন আশায়!
কোথা এস হৃদয়েশ! অতৃপ্ত পিয়াস
পূর্ণ কর অফুরন্ত প্রেম সুধা স্রাবে!

গীত।

শান্ত শশী-কিরণে
এস কোমল মৃদু চরণে।
(আজি) কৌমুদী প্লাবিত ধরা, হৃদয়ে পিয়াসা ভরা।
এস, পরাণ-আকুল করা স্বপনে জাগরণে।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি ! আজ এত করুণ সঙ্গীত কেন প্রেয়সি !

অ। মহারাণা ! তুমি ত জান না, তোমার অদর্শনে কত দুঃখ সহ্য করি ! তুমি মীবার-ঈশ্বর, আমার মত কত জনে তোমার চরণপ্রয়াসী ! আজ যে মনে পড়েছে, বহু ভাগ্য ব'লে মানি প্রাণনাথ ! সত্য বটে অভাগিনীর সঙ্গে গোপনে পরিণয় হ'য়েছে, তাই কি প্রাণেশ ক্ষণেকের তরে ও দর্শন দিতে এত কাতর ! প্রাণেশ্বর ! হৃদয় আসন ত তোমার জন্যই পেতে রেখেছি। বল নাথ ! তুমি যদি অবহেলা কর, তবে রমণীর আর জীবনে কি ফল !

অরি। অঞ্জনা ! আমি ত চিরদিনই তোমার প্রণয়ে আবদ্ধ আছি। দেখা দিতে ত অরিসিংহ কুণ্ঠিত নয়। রাজকার্য্য ব্যপদেশে বিলম্ব হ'য়েছে, তাই কি সুলোচনা এত অভিমান! কখনও ত অনাদর করিনি'।

অ। প্রাণনাথ ! স্বীকার করি আমার মত কেহ সুখী নয়। কিন্তু ভাগ্যবলে তুমি এখন মীবারের ছত্রপতি ! তাই ক্ষণে ক্ষণে মনে ভয় হয়, এত স্নেহ, এত প্রীতি, এমনি অনুরাগ চিরদিন কি অধিনীর প্রতি অক্ষুণ্ণ থাকবে ?

অরি। এ তোমার অমূলক আশঙ্কা সতি ! তোমাকেই ত হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্টাত্রী দেবীরূপে বরণ করেছি অঞ্জনা ! (স্বগতঃ) এ কি ! অন্তর যেন উপহাস করছে। এ কি ভাব ! যেন কার প্রতিবিম্ব ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় দর্পণে এসে দেখা দিচ্ছে। কা'র ?——অঞ্জনা !—

(নেপথ্যে) মহারাণা ! সাবধান হউন। আপনার রূঢ় আচরণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে পারিষদগণ এক যোটে শীঘ্রই বিদ্রোহ অনল প্রজ্জ্বলিত করবে।

অরি। মিথ্যাকথা। মীবারের গুরুরাজ্যভারে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত প্রায় দেখে এ নিশ্চয়ই কোনও শত্রুর অযথা কৌতুক-পরিহাস ! যায় রাজ্য

রসাতলে যা'ক। কুমারিকা হ'তে হিমাচল পর্য্যন্ত সকলে যদি এক সঙ্গে বিদ্রোহ অনল প্রজ্জ্বলিত করে, তাতেও অরিসিংহ ক্ষুব্ধ হবে না। এস তবে প্রণয়িণী অঞ্জনা আমার— (আলিঙ্গনোদ্যত।)

অ। (আত্মসম্বরণ করিয়া) প্রাণ কেন শিউরে উঠ্‌লো! মহারাণা! শিশোদীয়কূলে জন্মলাভ করে, শুধু ভাগ্যবলে আজ যে মীবারের অধিপতি, সামান্য রমণীর জন্যে তাঁর এ দুর্ব্বলতা শোভা পায় না! এ ঘোষণা সত্য কিম্বা মিথ্যা হ'ক (তাই যেন করেন মা ভবানী) তোমার অচিরে প্রকৃত তত্ত্ব জানা উচিত। রাজ্য যদি রসাতলে যায়—বল নাথ! তোমার প্রাণের অঞ্জনা কোথায় গিয়ে আশ্রয় লাভ ক'রবে? ছি! ছি! নাথ আমি তুচ্ছ নারী। তা'র জন্যে রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রোনা। তোমার অখ্যাতি রট্‌লে, অঞ্জনা রাজপুতরমণী, কেমন ক'রে প্রাণে পতির অপবাদ সহ্য কর্‌বে! যাও নাথ! এ কথা অলীক হ'লে কুশলে ফিরে এস। কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপছে।

অরি। ছি! ছি! ধিক! আমাকে শতধিক! অরিসিংহ হীনবীর্য্য—তাই আজ সামান্য রমণীরও তিরস্কারভাজন হয়েছে। অঞ্জনা! যাই তবে—চিরদিনের মত যাই—আর অরিসিংহের দর্শন পাবে না।

[প্রস্থান।

অ। (দৃঢ়স্বরে) এতদিন যদি তোমার পায়ে মতি স্থির রাখ্‌তে পেরে থাকি, তবে অবশ্য আবার দেখা হবে। অঞ্জনা কলঙ্কিনী নয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রতনসিংহের বাটী।

(রতনসিংহ, রঞ্জন ও অন্যান্য কতিপয় রাজপুত সর্দ্দার।)

রঞ্জন। একটু ভেবে দেখুন, দিনে দিনে রাণার ব্যবহার কি কর্কশ হ'য়ে উঠছে! এর কি কোনও প্রতীকার নাই! যে বীরের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানেনা, সে রাজপদের উপযুক্ত কেমন ক'রে বলি।

১ম সর্দ্দার। শুধু তাই নয়। আমি এক গূঢ় তত্ব অবগত হইছি, মীবারের সিংহাসন লাভ করতে অরিসিংহ জঘন্য উপায়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজসিংহের প্রাণ হরণ করেছে। অবশ্য এর সত্য মিথ্যা প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না।

২য়—স। আমারও এক নিবেদন শুনুন। মীবারের রাজাসন অধিকার করবার কোনরূপ ক্ষমতাই অরিসিংহের ছিল না। শিশোদীয় কূলের রাজকুমার বলে বার্ষিক ত্রিংশৎ সহস্র টাকার ভূমি বৃত্তি ভোগ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারগণের মধ্যে গণনীয় হ'তেন। তাঁর অনেক উচ্চে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তবে বলুন দেখি, যে জন রাজোচিত গুণে বিভূষিত নহে, যে অনুক্ষণ কামুক—বিলাসপ্রিয়, প্রজাগণ যা'র ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয় তা'র কাছে কেমন ক'রে নত শির হ'ব?

রতন। আপনাদের সকলের কথাই ত শুনলাম; কিন্তু আমাদ্বারা আপনাদের কি উপকার সাধিত হ'বে বুঝতে পারি না। আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি? আপনাদের কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বলুন।

রঞ্জন। আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে আমরা সঙ্কল্প করেছি। অবিশ্বাস করবেন না—আত্ম-পরিচয় ভুলে যা'বেন না। রাজসিংহের ঔরসে গোগুণ্ডা সর্দ্দারের কন্যার গর্ভে আপনার জন্ম। কিন্তু আমরা

ঘোষণা প্রচার করেছি আপনার জননী, রাজসিংহের শাস্ত্রমত পরিণীতা ছিলেন। রাজ-সিংহাসনে আপনিই ন্যায্য উত্তরাধিকারী। আপনাকে আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলাম; আপনি এখন এ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য ইচ্ছা অনুরূপ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

রতন। যদি প্রত্যাখ্যান করি—

রঞ্জন। তবে বুঝবো, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার প্রতিকূল! কিন্তু আমরা সঙ্কল্প-চ্যুত হ'ব না।

রতন। গ্রহণ করতে সম্মত আছি;—কিন্তু তৎপূর্ব্বে একমাত্র অঙ্গীকার চাই।

রঞ্জন। কি?

রতন। বলুন, আমাকে যথোচিত সাহায্য দানে কখনও বিমুখ হ'বেন না।

রঞ্জন। না—

রতন। প্রতিজ্ঞা করুন—

রঞ্জন। কথায় অবিশ্বাস করবেন না;—আমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত আপনার পক্ষ ত্যাগ করবো না।

রতন। বেশ! আমি আশ্বস্ত হ'লাম। এখন কর্ত্তব্য কি?

১ম—স। বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

রতন। বিবেচনা করে দেখুন মতিমান্! মাধাজী আমাদের মহাশত্রু। তা'র সৈন্ধবী সেনা ভীম—পরাক্রমশালী। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তা'রা এ সুযোগ কখনও পরিত্যাগ করবে না। তা'তে অরিসিংহ যদি কোনও করদ নৃপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে, তবে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী প্রজাবল নিয়ে আমরা কতক্ষণ তা'র সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হ'ব? আমার মতে বিদ্রোহ-অনল জ্বালিয়ে কাজ নাই।

রঞ্জন। কিন্তু অত্যাচারী প্রশ্রয় পেলে, ইচ্ছামত উৎপীড়ন কর্‌তে বিরত হ'বে না। তখন জ্বালা যে দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌বে।

রতন। হতাশ্বাস হ'বার কারণ নাই। আমি বলি শুনুন, আপনারা সকলে ভাণ করে রাজভক্তি প্রদর্শন করুন। অহর্নিশি রাণার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করে দেখান, যেন আপনারা সকলে তাঁর অত্যন্ত অনুগত! যেন জনে জনে আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হ'ক। তা'র পর বোধ হয় শুনে থাকবেন, সেই কৃষক কন্যার সহিত রাণার পরিণয় সম্ভাবনা। সে সময় অবশ্য আপনারা মহারাণার নিকট যথারীতি পুরস্কার প্রত্যাশা করেন। তখন ধন রত্ন ব্যতীত অন্য কিছুর প্রার্থী হ'বেন না। নব প্রণয়িনী পেয়ে মহারাণা অলস বিলাসে মত্ত প্রযুক্ত—কোনও প্রকার দ্বিধা না মেনে অকুণ্ঠিতভাবে রত্ন অলঙ্কার প্রদান কর্‌বেন। সেই অর্থ মাধাজীকে উৎকোচ প্রদান করে অরিসিংহের পদচ্যুতি প্রার্থনা কর্‌বো। অর্থলিপ্সু মাধাজী নিশ্চই আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর্‌বে।

১ম—স। মাধাজী যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়।

রতন। অবশ্য তখন আমরা অন্য উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে পার্‌বো।

২য়—স। উত্তম যুক্তি যোড়শ-সর্দ্দার আজ হ'তে অবনত শিরে আপনার আজ্ঞা পালন কর্‌বে।

রঞ্জন। যথেষ্ট অপমান সহ্য করেছি—এইবার তা'র প্রতীকার হ'বে—

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

রতন। হৃদয় স্থির হও! তোমার উচ্চ আশা ফলবতী প্রায়। দেখ, যদি সময়ে সুফল ফলে, তবে মীবারের সিংহাসনে একমাত্র তুমিই অধীশ্বর!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

-*-

কুটীর।

(কৃষক-পত্নী ও শক্তিমতী)

কৃ-প। হ্যাঁ লো শক্তি! এখনও ফিরে আসেনি?

শ। না—গো—না—

কৃ-প। তুই একবার ভাল করে সব দেখিছিস্?

শক্তি। হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ—

কৃ—প। ও মা! মাঠে যায় নি ত? তুই যতক্ষণ মাঠে ছিলি ততক্ষণ দেখিস্ নি?

শ। যাও;—আমি একশবার এক কথায় উত্তর দিতে পারিনে।

কৃ—প। মা এই বিপদের সময় কেন অমন করিস্ মা! একটু বুঝতে হয়! অত বড় আইবুড়ো মেয়ে আমার ঘাড়ে পড়্লি, একটু বুঝতে হয়। কি কর্‌বো বল দেখি মা!

শ। কেন হয়েছে কি?

কৃ—প। হ'য়েছে কি আর জাননা? সে এখনও ফিরে এলোনা! আর কি সে আছে? ওগো—কোথায় গেলে গো—একবার বলে গেলেনা, কোথায় যাচ্ছ গো! আমি একলা মানুষ—আইবুড়ো—হ্যাঁলা শক্তি কার পায়ের শব্দ শুন্‌চি না!

শ। না—গো—না! তুমি কি পাগল হ'লে?

কৃ—প। ওরে, আমি কেন পাগল হ'ব রে?—আর মাঠে গিয়ে তার মত তেতে পুড়ে কে ঘরে আস্‌বে গো—ওগো তুমি কেন—ও শক্তি, শক্তি—লক্ষ্মী মা আমার একবার দেখ্‌না কে যেন আস্‌ছে—

শ। মা!—মা!—মা!—একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! (নেপথ্যে চাহিয়া) হঁ্যা—আস্‌ছেন। ওই বাবা আস্‌ছেন—আমি চল্লাম।

[প্রস্থান।

কৃ—প। ওরে! এমন দিন কি হ'বে গো!—সে কি আর জ্যান্ত ফিরে আস্‌বে গো!—আমি যে—(নেপথ্যে চাহিয়া) ওমা! তাইত! সত্যি সত্যি—মিন্‌সে আস্‌ছে যে—

(কৃষকের প্রবেশ)

কৃ। কি হয়েছে কি?—অত চেঁচাচ্ছিলে কেন?

কৃ—প। হঁ্যাগা—তুমি সত্যি সত্যি ফিরে এলে! তোমার কিছু করেনি ত?

কৃ। কি! কর্‌বে কি?

কৃ-প। এই গরদান কাটা—শূলে দেওয়া।

(কৃষক অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।)

কৃ—প। ওগো! তুমি কেন চুপ করে থাক্‌লে গো! বলনা!—আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করে কাঁপচে! ওগো! ওগো! তোমার কিছু হয় নি ত? বল—বল—আমি কিছু বুঝতে পারছিনে!

কৃ। না—গো - না! কিছু হয় নি! এই দ্যাখনা, জলজ্যান্ত মানুষ, সুস্থ শরীরে তোমার সমুখে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছে!

কৃ—প। মহারাণা তোমায় কিছু বল্‌লে না গা?

কৃ। না—

কৃ—প। তবে শুধু শুধু তোমায় কেন ডেকে নিয়ে গেল! কি বলেছে বল না।

কৃ। কি বলেছে তবে শুন্‌বে?

কৃ—প। বলই না—শুনবো না কেন?

কৃ। বলেছেন যে রাণা তোমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌বেন—

কৃ—প। নাও—নাও—ঠাট্টা রাখ!

কৃ। ওগো ঠাট্টা না! সত্যি সত্যি। আবার রাণা যতুক বলে একছড়া রত্নহার দিতে চাচ্ছিলেন!

কৃ—প। তুমি কি বল্‌লে?

কৃ। কি আর বল্‌বো! রত্নহার ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম যে রাণা আমরা গরীব মানুষ! গরীবের মেয়ে কি করে তাঁর করে সমর্পন করি। তা'র পর আস্তে আস্তে সোজা পথে বাড়ী ফিরলাম!

কৃ—প। ছি! ছি! তুমি বড় নির্ব্বোধের মত কাজ করেছ! এমন সম্বন্ধও হাত ছাড়া কর্‌তে আছে গা? নিজের ত দেখে শুনে বিয়ে দে'বার এক কড়া ক্ষমতা নেই—একজন, আবার যে সে একজন নয়—দেশের রাজা ইচ্ছে করে, বিয়ে কর্‌তে চাইলে, তুমি কি না অস্বীকার কর্‌লে! ছি! ছি! পুরুষ হয়ে কেন তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল! ছি!

কৃ। কেন অস্বীকার করলাম তা'ত তুমি জান না, জান্‌লে বোধ হয় এ কথা বল্‌তে না। কেন অস্বীকার কর্‌লাম?—তবে শোন। সে দিন—মহারাণা যখন আমাকে আহ্বান করেছিলেন,তার পূর্ব্বে তিনি তাঁর নিজের ভাগ্যফল গণণা করান।; তখন দৈবজ্ঞ কি বলেছিলেন জান? শুনলাম, দৈবজ্ঞ বলেছেন, সামান্য কৃষক-বালা যদি রাণার গৃহিণী হয়, তবে রাজ্যে রাজভক্তি শিথিল হ'বে—প্রজাকুল অসন্তুষ্ট হ'বে—দেশময় অরাজকতা ব্যাপ্ত হ'বে! তবে বল দেখি—যদি শুধু পোড়া স্বার্থের খাতিরে দেশের কাছে—দশের কাছে লাঞ্ছিত হ'তে হয়, তা'র অপেক্ষা মৃত্যুও কি শ্রেয় নয়? দেশের অকল্যাণ করা—তা'র চেয়ে মরণ ও যে ভাল!

কৃ—প। মরণও যে ভাল! ছি! ছি! তুমি এত নির্ব্বোধ তা ত জান্‌তাম না। এক গণৎকারের মিথ্যা কথায় আপনার অত বড় স্বার্থে

আঘাত কর্‌লে !—এক ভাবী অকল্যাণ মনে মনে কল্পনা ক'রে স্বেচ্ছায় মহারাণার রত্নহার ফিরিয়ে দিলে !

কৃ। (স্বঃ) হায় ! হায় ! আমি কি সুখের সংসার পাতিয়েছি ! ইচ্ছা করে, এ পাপ সংসার থেকে ছুটে গিয়ে, অন্য কোথাও প্রাণের জ্বালা জুড়াই !

কৃ-প। দেখ ! তুমি মনে মনে কি ভাব্‌ছো ? তুমি যাও—এখনও সময় আছে—যাও রাণার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করগে ; তা'র পর শক্তিকে তাঁর হাতে সমর্পন করো।

কৃ। (স্বঃ) হায় ! হায় ! এমন ভার্য্যা অপেক্ষা—বিপত্নীক হওয়া ও যে সহস্র গুণে শ্রেয় !

কৃ-প। যাও ! মিছে সময়ের অপব্যবহার করো না !

কৃ। তোমার কি ইচ্ছা যে রাণার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও !

কৃ-প। হ্যাঁ—এ কথা কতবার বল্‌তে হ'বে ?

কৃ। বুঝে দেখ—বেশ ক'রে বোঝ—সুখী হতে পার্‌বে ত !

কৃ-প। পারবো—পারবো—খুব পারবো—তুমি যাও—

কৃ। বেশ ! মেয়েকে ডাক ; কিন্তু আমার দোষ নেই—আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, রাণার হাতে হাতে সঁপে দিই গে !

কৃ-প। আচ্ছ !—শক্তি—

[উভয়ের প্রস্থান।

[কুটিরের অপর পার্শ্ব]

(অলকা ও শক্তিমতী)

গীত।

অলকা।　　কেন সাধ ক'রে লো সঁপিনু হৃদয়,
জানি সে আমার নয় !

এবে তার অদর্শনে, সখি লো মরি যে প্রাণে,

না হ'লে আঁখির দেখা হেরি শূন্যময়!

আপনহারা হ'য়ে বল কত আর সয়।

শক্তি। কেন সই আর মিছে জ্বালাতন কর্বিস্?

অ। কেন সই, তুই সাধ করে তা'রে যেচে দেখা দিলি! এখন তার অদর্শনে অহরহঃ জ্বলে মরিস্! সত্যি সই, তোরে বুঝে ওঠা ভার; সেই যদি তোর মনচোরে না বুঝে মন প্রাণ বিকিয়ে দিলি, তবে কেন সই সে রত্নহার গলায় না পরে' শূন্য প্রাণে ঘরে ফিরে এলি?

শ। কি জানি লো সই! আমি কি তখন জানি যে এমন করে আমার মন প্রাণ হারা'ব। তা' হলে কি সই আমি তারে যেচে দেখা দিই। এখন সই বুঝেছি—পুরুষ পরশ মণি—আমি অবলা রমণী, তা'র পরশে আমি আর যেন আমাতে নেই—শোন সখি, আমি এখনও নিত্য নিত্য সেই স্থানে যাই; ভাবি, বুঝিবা আর একবার দেখা পা'বো। কিন্তু কি বল্‌বো লো সই! নিত্যই উদাস মনে ঘরে ফিরে আসি। মনে করি তারে ভুলে যাই, তবু সই ভুলতে পারি না। প্রতি পলে যেন সেই মুখ মনে পড়ে! কেন এমন হ'ল সই!

অলকা। তুই অমন করে মিছে ভাবিস্‌নে লো সই। আমার মন বল্‌ছে, তুই রাজরাণী হ'বি।

(নেপথ্যে) শক্তি—ও শক্তি—

অ। যাই সখি আজ।

শ। মাথা খাস্—আবার আসিস্।

[সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অলকার প্রস্থান।

(কৃষক ও কৃষক-পত্নীর প্রবেশ)

কৃ-প। শক্তি—

শ। কেন মা!

কৃ। আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হ'বে।

শ। কোথায় ?—কেন ?

কৃ। রাণার কাছে, ক্ষমা চাইতে।

শ। চল। (মস্তকাবনত করিয়া শক্তি কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিল)

কৃ। তুমি তবে থাক আমরা যাই।

কৃ-প। তা থাক্‌চি, যাও—

[কৃষক ও শক্তিমতীর প্রস্থান।

দেখি, মিন্‌সে আবার কি করে আসে !

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:o:—

(অরণ্যপার্শ্ববর্ত্তী নদীতীর।)

অরিসিংহ ও রাজ-বয়স্য।

রা—ব। মহারাণা ! বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি চলুন এইবার ফেরা যা'ক। আর সন্ধ্যা 'ও ত প্রায় হ'য়ে এল।

অরি। মরি মরি ! কি দৃশ্য মহান !
ডুবে রবি ধীরে ধীরে গিরি-অন্তরালে,
হেমাভ কিরণ তা'র পড়েছে ছড়ায়ে
দূরে ঐ অভ্রভেদী গিরিচূড়া প'রে !
সুবর্ণ রঞ্জিত ওই পশ্চিম গগণে
লোহিতাভ ক্ষুদ্র মেঘগুলি

রুদ্ধ করি গতি যেন ক্ষণেকের তরে,
মুগ্ধ হ'য়ে দেখিতেছে দিনেশ প্রয়াণ !
কে বলিবে ! কোথা কোন্ অজানা-প্রদেশে—
স্বপনের অগোচর—দিগন্তের পারে—
কোন্ আশে চিরদিন ভেসে যায় তারা !

রা—ব। আহা! কি ভাবময়! বলি মহারাণা! শুনছেন কি? আপনি এত ভাবুক হ'লেন কবে থেকে? সেই মৃগয়াউৎসবের পর থেকে দেখ্‌ছি আপনার ভাবটা কিছু বেশী উথলে পড়েছে—বলি এটা স্বভাবের ভাব না অভাবের ভাব! শুনুন মহারাণা! আপনার মীবারটা কিছু ভাব-রাজ্য নয়—আর এটাও কল্পনার উপবন নয়। এ সব বাস্তব জগতের মধ্যে। এখানে এত ভাব্‌তে গেলে কি চলে? আর আপনার এত ভাবনাই বা কিসের মহারাণা!

অরি। কেমনে বুঝাব তোমা',
কি ভাবনা দিবানিশি অন্তরে আমার ॥
মনে হয় অনন্ত সংসার এই
ধূ—ধূ করে অনন্ত মরুভূপ্রায় !
হৃদয়ের স্তরে স্তরে মর্ম্মগ্রন্থি মাঝে,
শুধু যেন আছে গাঁথা অতৃপ্ত পিয়াস,
নাহি কোথা বিন্দুমাত্র স্নেহ-প্রেমনীর
তুষিবারে পিপাসিত প্রাণ !
উঠে শুধু তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, শুধু হা হুতাশ
যেন মনে হয়,
আছি চেয়ে কার পানে
চিরদিন শুধু এক বিফল প্রয়াসে !

রা—ব। মহারাণা!. সবুরে মেওয়া ফলে! এত অধৈর্য্য হ'লে চল্‌বে না। যখন প্রাণে একটা টান এসেছে, তখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি প্রয়াসটা আর বিফল থাক্‌বে না, সফল হ'বেই—তবে যদি শেষে কুফল ফলে তা বল্‌তে পারি না। রাজারাজড়ার সাম্‌নে সুন্দরী স্ত্রীলোক পড়াও দেখ্‌ছি দায়। যদি ঝাঁ করে মনে ধরলো তবে হয় তার, না হয় রাজার—একের নাকানি চোবানি নিশ্চয়! তবু এখনও বলা যায় না কিসে কি হয়!

অরি। (স্বগতঃ) কভু ভাবি কত যেন অপরাধ আমি
করিয়াছি তার কাছে।
ছিল সে আমার—
মনে করি ভাবিবনা আর—প্রেম স্মৃতি তা'র—
ইচ্ছা হয় নভচ্যুত তারকার প্রায়
বক্ষ হ'তে ছিঁড়ে ফেলি দূরে।
ধীরে ধীরে হৃদয় মাঝারে
ঘনাইয়া আসে যেন অশান্তির ছায়া।
একি তার মায়া!
তারই প্রেমগীতি যেন শুনি নিশিদিন,
তারই ভালবাসা যেন জাগে অহরহঃ
মনমাঝে, অন্তঃশীলা ফল্গুনদী প্রায়।
একি শুধু প্রহেলিকা শুধু এ স্বপন!
(প্রকাশ্যে) কেন হ'য়েছিল বিশ্বে নারীর সৃজন!

রা—ব। ঐটে বুঝতেই মহারাণা আমার বড় ভুল হয়! বিশ্বে নারীর সৃজন হয়েছিল, কি নারীই সয়ে সয়ে এই বিশাল বিশ্বের সৃজন করেছেন ঐটে এখনও বুঝ্‌তে পারিনি! নারী না থাক্‌লে এত বড় বিশ্বটার সৃষ্টিত হ'তই না আমার বোধ হয় তা হ'লে বিধাতা পুরুষকেও এই পুঁজিপাটা

তুলে নিয়ে এতদিন অন্য পথ দেখতে হ'ত। কিন্তু যাক্ ওকথা। মহারাণা দেখ্ছেন কি চারিদিকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে। এই শাপদসঙ্কুল অরণ্যটা বোধ হয় প্রেম চর্চ্চার উপযুক্ত স্থান নয়। চলুন ঘরে ফেরা যাক।

অরি। চল বয়স্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—০—

নিভৃত রাজপথ।

(রতন ও রঞ্জনের প্রবেশ।)

রতন। বুঝ্‌তে পেরেছি রঞ্জন, এ রাজ্যে রাজা কিছুই নয়। অমরচাঁদের মত বুদ্ধিমান ও সুচতুর সচীবের মন্ত্রণা বলেই যেন রাজ্যটা একরকম চলে যাচ্ছে। তা' না হ'লে ভাব, যেখানে রাজা রমণীর রূপলালসায় বিভোর হ'য়ে প্রজার দুঃখাপনোদনে এমন উদাস, সেখানে প্রজারা কেন যে বিদ্রোহী হয় না তাই আশ্চর্য্য।

রঞ্জন। হাঁ, অমরচাঁদ যে খুব কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

রতন। তা হ'লে রঞ্জন ভাবো, এ হেন মন্ত্রী যে রাজ্যে বর্ত্তমান—সেখানে আমাদের সমস্ত যুক্তি—সব কল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে ত!

রঞ্জন। যা বলছেন, তা একেবারে অসম্ভব নয়—

রতন। তবেই ভাবো—অমরচাঁদ বর্ত্তমান থাক্‌তে এ—এ—কিন্তু একথা কেন আমায় পূর্ব্বে জ্ঞাত করাওনি রঞ্জন ?

রঞ্জন। আপনার অভিপ্রায় কি স্পষ্ট করে বলুন—

রতন। অভিপ্রায় কি বল্‌বো রঞ্জন—রাজমন্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে—

রঞ্জন। আচ্ছা—বুঝ্‌তে পেরেছি—

রতন। কি বুঝেছ রঞ্জন !

রঞ্জন। রাজমন্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তে—

রতন। তা' হ'লে বুঝেছ রঞ্জন ! তোমার প্রতিশ্রুতি বলে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইছি।

রঞ্জন। বেশ ! আমি সে প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ হ'ব না।

রতন। তা' হলে—(নেপথ্যে জনরব শুনিয়া) বোধ হয় কারা আস্‌ছে রঞ্জন —একটু নেপথ্যে যাই চল। আজকাল প্রত্যেক প্রজার স্বাধীন মনোভাব জেনে রাখা মন্দ নয়।

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থান।

পথিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। আমোদ উৎসব হ'ল বটে, কিন্তু যতটা ভাবা গিছলো তা কিছুই হ'ল না ! এ যেন অনেকটা গোপনে গোপনে বিয়ে করা হ'ল ! তা—যাক্‌— আমিত আর বিয়ে করিনি—রাজা রাজড়ায় যা করে, তাই শোভা পায় ! তার জন্যে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আবার না ভেবেও ছাই পারিনে ! এ যেন দেখ্‌তে কেমন কেমন হ'ল না ? যাক্‌গে— যাক্‌গে—মনে করি ভাব্‌বো না, তবু ছাই কেমন যে বদ স্বভাব, না ভেবেও থাক্‌তে পারিনে !

২য়। তুইও যেমন ; তাই এত মাথা ব্যথা ! দেখিস্‌ কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে সব খাট্‌বে ! মনে আছেত—সেই গণকে কি বলেছিল—

১ম। আমিও তাই বল্‌ছি—

২য়। চুপ্ চুপ্—কে যেন আসছে —

১ম। কই—? (নেপথ্যে চাহিয়া) ফুর্—র্—র—বেটার মাথা খারাপ হয়েছে—সেই চাষাটা আস্‌ছে রে!—কিছু বলিস্‌নে ভাই—একটু মজা কর্‌তে হ'বে!

(কৃষকের প্রবেশ).

কিহে ক্ষেত্রপাল! কোথায় গিছ্‌লে? আর কি ভাই আমাদের সঙ্গে কথা কবে? তা' ক'বে কেন? যখন দিন ছিল, তখন কথাও কইতে—এখন হ'চ্ছ তুমি রাণার শ্বশুর, আর আমরা সামান্য গ্রাম্যলোক, আমাদের সঙ্গে কথা ক'বে কেন ভাই!

কৃ। ভাই! স্বীকার করি আমি রাণার শ্বশুর—কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি আমি সুখী নই—

২য়। এঁ্যা—বল কিহে! এও কখন সম্ভব —

১ম। মেয়ে হ'ল রাজ-রাণী—

২য়। আর তুমি অসুখী প্রাণী!—

১ম। আমরা ত ভাই ভাগ বাটোয়ারা চাচ্ছিনে—তবে অত ভয় কেন?

কৃ। ভয় নয় ভাই! আমি দরিদ্র কৃষক ছিলাম এখনও তাই—মিথ্যা ব'লে, সত্যের অপলাপ কখনও করিনি'—এখনও করবনা—বাস্তবিকই আমি কন্যার সৌভাগ্যে সুখি নই?

২য়। (জনান্তিকে) বলে কি? বোধ হয় একেবারে রাজ-সম্মান পেয়ে, মাথা খারাপ হয়েছে!—তাই আবোল তাবোল বক্‌চে—

১ম। আচ্ছা, তুমি অসুখী কেন? আমরা হ'লে ত পরম সৌভাগ্য ব'লে মানি!

কৃ। কি জানি ভাই কেন ?—বল্‌তে পার্‌ছি নে। আমার যেন মনে হচ্ছে কাজটা ভাল হ'ল না। বুঝি দেশের অকল্যাণ করলাম। মেয়ের বিয়েতে প্রজাকুল অসন্তুষ্ট ! বোধ হয় এর চেয়ে দরিদ্রের ঘরে মেয়েকে দিতে পারলে আরও সুখী হ'তাম '

১ম। (জনান্তিকে) কি বক্‌চে ?

২য়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সব বেটাই ও রকম বলে থাকে—পাছে আর কেউ ভাগীদার হয় !—এ দিকে মনে মনে কত যে কল্পনা আঁটা হ'চ্ছে—তার কুল কিনারা নেই—থাই পাওয়া যায় না !

(জনৈক রাজদূতের প্রবেশ)

রা—দূ। (কৃষকের প্রতি) এই যে আপনি এখানেই—ভালই হ'ল. আমার আর বেশী দূর যেতে হল না ! রাণীজীর হুকুম তাঁর একটী সহচরী চাই—তা' আপনাকেই একটু চেষ্টা দেখ্‌তে হ'বে।

কৃ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) চল ! [রাজদূতের সহিত কৃষকের প্রস্থান।

১ম। বাস্তবিকই, ভাই এতে আর মানুষ সুখী হ'বে কেমন করে !—আর মেয়েকেও বলিহারি যাই বাবা !—রাজরাণী হ'য়েই বাপের উপর হুকুম ! মখমলের গদি পেয়ে—কুঁড়ে ঘরের সেই ছেঁড়া কাঁথা মাদুরের কথা ভুলে গিয়েছে ! খুব মেয়ে বটে !

২য়। ওহে, চল আমরা সরে পড়ি—যখন সহচরী দেখবার হুকুম হয়েছে, কি জানি ঘরের মাগী গুলো পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়ে—শেষে আমাদের ওপর তলব না পড়ে ভাই ! বুঝেছিস্‌—

১ম। আঃ—তোর দরদ আছে, তুই যা ! আমার ত ত্রিকুলে কেউ নেই—আমি একরকম নিশ্চিন্ত আছি। তবে, সেই—সেইটীর কথা যদি বলিস্‌—তা—তা—একবার গিয়ে, দেখে আসা—বড় মন্দ কথা নয় ! হাত ছাড়া হলেও ত হতে পারে ! আয় তবে— [উভয়ের প্রস্থান।

(রত্তন ও রঞ্জনের প্রবেশ)

রতন। রঞ্জন! শুনেছ ত। কিন্তু যাক্ যা বল্লাম তার কোনও উপায় কর্‌তে—পার্‌বে ?—ঠিক বোঝ—

রঞ্জন। আজ্ঞে রঞ্জন যদি এ সব না পার্‌বে—তবে আর পার্‌বে কে ? দেখুন না, আমি আরও কি করি—শুনলেন ত রাণীর সহচরী চাই, আমি এখনি গিয়ে তার ও বন্দোবস্ত কর্‌ছি।

রতন। বেশ!—যাও—তবে আর বিলম্ব ক'রোনা।—আমিও আজই সিদ্ধিয়ার কাছে যা'বার উদ্যোগ কর্‌ব। দেখি সেখানে গিয়ে কোন ও প্রতিকার প্রত্যাশা কর্‌তে পারি কি না। কিন্তু বুঝলে রঞ্জন তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত—স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মরণ হয়ো না। যাও—বিলম্বে কার্য্যহানি ঘট্‌তে পারে আচ্ছা—আরও একটা কথা বলি—শোন—

(উভয়ের চুপি চুপি পরামর্শ)

রতন। বুঝেছ—এ সব কার্য্য কর্‌তে হলে প্রথমেই কিছু অর্থ আবশ্যক; তার কি কোনও উপায় কর্‌তে পার্‌বে ?—

রঞ্জন। খুব—; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি শুনেছি মৃগয়া উপলক্ষে পাঠান এসে সীমার উত্তরে শিবির স্থাপন করেছে। পাঠানের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করব। শুধু—একটা দারুণ প্রলোভন আবশ্যক!

রতন। পার্‌বে ?

রঞ্জন। খুব পার্‌বো—চলুন। যখন জলে ডুবেছি তখন পাতাল না দেখে উঠ্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—০—

(প্রমোদ কানন।)

[কানন মধ্যে স্বচ্ছসলিলা সরোবর। স্থানে স্থানে পদ্ম ফুটিয়া আছে। দু'একটি রাজহংস রাজহংসী মধ্যে মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিতেছে। সরোবর কুলে সখিরা ফুল তুলিতেছে ও গান করিতেছে।]

গীত।

আজ এমন মধুর রাত্‌টি লো কেমন চমৎকার।
শশী ঢাল্‌ছে সুধার ধার।
নীল গগণে দিচ্ছে উকি চাঁদ
পেতেছে যেন প্রেমের ফাঁদ
ছল করে সই হেসে আকুল প'রে তারা-হার।
হৃদয়ে উঠ্‌ছে কিসের টান,
কি জানি কি আশায় নাচে প্রাণ,
আপনি যেন বেজে ওঠে কোমল বীণার তার
আজ, এমন মধুর রাত্‌টি লো কেমন চমৎকার। (নৃত্য)

[নৃত্য শেষে সকলের পুষ্পচয়ণ করিতে করিতে অন্তরালে গমন।]

(দৃশ্যান্তর)

[সরোবর জলে ধীরে ধীরে বায়ুহিল্লোলে ভাসমান একখানি তরণীর উপর অরিসিংহ ও শক্তিমতী। তরণী খানি বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে শক্তিমতী ভাববিহ্বলার ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া আছে; চন্দ্রকিরণ শক্তিমতীর মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছে; অরিসিংহ মুগ্ধ হইয়া শক্তিমতীর মুখের প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন।]

অরি। (স্বগত) কি শোভা সৌন্দর্য্য আজি নয়নে আমার!
চারিদিকে বহে যেন আনন্দ লহরী!

মুগ্ধ আমি ঃ—এত সুখ—এত প্রীতিরাশি,
কল্পনা অতীত এ যে স্বপ্ন-অগোচর।
কিন্তু কেন ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে প্রাণে
জীর্ণ এক অতীতের প্রণয়-কাহিনী !
মনে হয় যেন কোন উপেক্ষিত প্রাণ
ধীরে ধীরে খুলি মোর মরমের দ্বার
জাগাইয়া দেয় হৃদে অতীত স্বপন !
আচম্বিতে হেরি যেন আঁখি পরে আসে
কার এক অনাদৃত বিষাদ মুরতি !
যেন পুনঃ না পড়িতে চ'খের পলক
মিলাইয়া যায় কোথা প্রহেলিকা সম
রাখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ে আমার—
নিভৃত মরম ব্যথা তার।

শক্তি। নেহার চাঁদিনিরাতি—নীরব প্রকৃতি
নির্ম্মল আকাশে ভাসে পূর্ণ শশধর।
চিরদিন যেন কোন অতৃপ্ত পিয়াসে,
প্রশান্ত অম্বরে বসি—ক্ষুদ্র দীপ্ত তারা,
আঁখির পলক তুলি রহিয়াছে চাহি
নিস্পন্দ নির্ব্বাক ভাবে ! শুভ্র মেঘমালা
যেন কোন সৌন্দর্য্যের তীব্র পিপাসায়
অজানা অজ্ঞাত পথে দিশাহারা প্রায়
চলিয়াছে কোন খানে। চঞ্চল সমীর
ভ্রমিতেছে অবিরাম দিগ দিগন্তরে
যেন কার প্রেম মোহে হয়ে অভিভূত !

পরশে তাহার ফোটে ফুল—গায় নদী
পিক তুলে' স্বর—যেন করে কা'র এক
আবাহন গান। যেন উঠে চারিদিকে
কি এক অনন্ত প্রীতিপূর্ণ সুখোচ্ছাস!
ঐ সরোবর কুলে সহচরীগণে
কুসুমভূষণে সাজি—করে কত খেলা।
যেন আমোদের মেলা, প্রকৃতি সুন্দরী
বসায়েছে খুলি' তার সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার
নীরব ধরণী'পরে! আজি জলে স্থলে
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য মরি!

অরি। শোন প্রাণেশ্বরী!

কি ছার, সৌন্দর্য্য এই বিশ্বপ্রকৃতির
তব রূপ-প্রভা কাছে। আনন তোমার
শত সুধাকর সম;—হেরি শশী লাজে
ঢাকে মুখ মেঘ অন্তরালে! ম্লান আজি
কৌমুদী-কিরণ, হেরি তব নিরুপম
সৌন্দর্য্যের রাশি! আমি যত দেখি চেয়ে
তত যেন রয়ে যায় অতৃপ্ত পিয়াস!

[অরিসিংহ পুনরায় বাহ্যজ্ঞান রহিতের ন্যায় শক্তিনতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তরণীখানি ভাসিতে ভাসিতে কুলে আসিয়া লাগিল। অমনি কুসুম ভূষণা প্রমোদিনীগণ আসিয়া নাচিয়া গহিয়া উঠিল]

দেখলো সই, বুঝি লো আজ মনের ভুলে,
এসেছে প্রেমের তরী লেগেছে কূলে।

তালে তালে নাচে সরসী জল, নাচে লো তরী করে কত ছল,
এদিক ওদিক ছুট্‌ছে সমীর হ'য়ে চঞ্চল—
পরশে তার কুসুম রাণী পড়ে লো ঢুলে।
পিউ পিউ যায় পাপিয়া গেয়ে, প্রেমিক ঐ প্রিয়ার মুখ চেয়ে,
প্রেমিকা নীল গগণে রেখেছে আঁখি তুলে।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

রঙ্গরার বাটী।

অন্তপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

(রঙ্গরা ও রঞ্জন)

রঙ্গরা। আমি আপনার সে উপকার ত জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

রঞ্জন। সে সব কথা ভুলে যাও রঙ্গরা—সে সব কথা ভুলে যাও। যা বলতে এসেছি, ইচ্ছা কর্‌লে তুমি তা কর্‌তে পার। কিন্তু রঙ্গরা—

রঙ্গরা। কি বল্‌বেন বলুন। আপনার কোন ও সন্দেহ হচ্ছে।

রঞ্জন। না। বল্‌চি। রঙ্গরা !—

রঙ্গরা। আজ্ঞে—,

রঞ্জন। শুন্‌লাম ক্ষেত্রপালের সঙ্গে তোমার বেশ সদ্ভাব আছে।

রঙ্গরা! আছে।

রঞ্জন। তা'র ওপর তোমার কোনও আধিপত্য আছে রঙ্গরা ?

রঙ্গরা। বন্ধুর ওপর বন্ধুর যতটুক থাক্‌তে পারে, আশা করি তা' আছে।

রঞ্জন। তা হলেই হ'ল। তুমি শুনেছ, আমাদের মহারাণার নব পরিণীতা রাণী ক্ষেত্রপালের কন্যা ?

র-রা। শুনেছি।

র-ন। তাঁর একটী সহচরী চাই। ক্ষেত্রপালের ওপরই তা'র একটা বন্দোবস্ত করবার আদেশ হয়েছে!

র-রা। আপনার অভিপ্রায় কি?

র-ন। আমার একটি অনুগত স্ত্রীলোক, যা'বার জন্য বড় উৎসুক হ'য়েছে। তুমি বোধ হয় একটু চেষ্টা করলে এ কার্য্যটী হ'তে পারে।

র-রা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি ইতোমধ্যে কেহ সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তবে আপনার আশাই পূর্ণিত হ'বে। এতটুক ক্ষমতা আমি ক্ষেত্রপালের ওপর রাখি।

র-ন। আমি জানি রঙ্গরা এ পর্য্যন্ত কেহই সাব্যস্ত হয় নি।

র-রা। বেশ! আমি প্রতিশ্রুত হ'লাম আজই তা'র উপায় ক'র্ব। কিন্তু এত আপনার উপকারের তুলনায় অতি তুচ্ছ কথা। আমি ভেবেছিলাম, না জানি কি এক কঠিন কার্য্য করতে আমাকে আদেশ করবেন।

র-ন। কঠিন কার্য্য কি করতে পারবে রঙ্গরা!

র-রা। কেন পারবো না। কি করতে হ'বে বলুন।

র-ন। আমার বোধ হয়, তোমার ততদূর সাহস এখন হ'বে না। কিন্তু একদিন সে সাহস তোমার ছিল।

র-রা। কি বলুন। আমি অকৃতজ্ঞ নহি। উপকারীর উপকার আমি ভুলে যাই নি। যখন একবার অঙ্গীকার করেছি, আমি প্রাণ দিয়েও আপনার কোনও কার্য্য করবো, তখন আপনি বলতে এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছেন কেন?

র-ন। সত্যই কি রঙ্গরা, তুমি প্রাণ দিয়েও আমার কোন ও কার্য্য করতে পার?

র-রা। আপনি অবিশ্বাস করছেন কেন?

র-ন। তুমি বুঝে দেখ। আমি যা বলবো—তা' অতি কঠিন কার্য্য। কিন্তু তুমি তা করতে পার। আর করতে পারলে বুঝবো, তুমি তোমার

প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওনি—বুঝবো উপকারীর উপকার তুমি বিস্মরণ হওনি। জান্‌বো, তুমি কপট—মিথ্যাবাদী নও।

র-রা। আপনি কি আমার হৃদয় পরীক্ষা কর্‌ছেন! আমি কপট নহি—আমি প্রবঞ্চনা, ছল কি তা জানিনে। আমার হৃদয় কোমল হ'লেও এক কঠিন বর্ম্মের আচ্ছাদনে তা' আবৃত আছে। সহজে কিছু সে কঠিন আবরণ ভেদ করে সে কোমলতায় আঘাত কর্‌তে পারে না। আপনার কোনও কঠিন কার্য্যই আমার অসাধ্য নয়।

র-ন। রঙ্গিয়া! তবে আমি যা বল্‌বো, তা' কর্‌বে?

র-রা। কর্‌বো।

র-রা। হাজার কঠিন হ'লেও।

র-রা। হাজার কঠিন হ'লেও।

র-ন। এই অসি স্পর্শ করে বল—

র-রা একবার বলেছি। তবুও আবার বল্‌ছি (অসি স্পর্শ করিয়া) যতক্ষণ অক্ষত শরীর থাক্‌বো, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাম্মুখ হ'বনা।

র-ন। বেশ, নিশ্চিন্ত হ'লাম। তবে শুন্‌বে এস।

[রঞ্জনের ইঙ্গিতক্রমে রঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসিল—
রঞ্জন তাহার কাণে কাণে কি বলিল—শুনিয়া
রঙ্গিয়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল]

একি রঙ্গিয়া!—

র-রা! (রঞ্জনের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া) কিছু না।

র-ন। তুমি দুর্ব্বল হৃদয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা করনি ত!

র-রা। না।

র-ন। তবে আমি যাই। দেখো যেন রাজপুত হ'য়ে অসির অবমাননা করো না।

[প্রস্থান।

র-রা উঃ—কি নরপিশাচ তুমি রঞ্জন! কৌশলে আমায় অসি স্পর্শ করে শপথ করিয়ে নিলে!—

[অধোমুখে চিন্তা করিতে করিতে অপর দিকে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

রামপিয়ারীর কুটীর-প্রাঙ্গণ।

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। ওলো পিয়ারী লো-পিয়ারী!—

(গৃহমধ্য হইতে রামপিয়ারীর আগমন)

রা। আঃ মরণ! এলেন যেন রাজার ঝিয়ারী! আর কি সময় ছিলনা ভাই—

ম। আঃ মর! তোর মুখে ছাই!

রা। মাইরি মনিয়া! আজ সকাল বেলা থেকে যেন কি ভাব্‌ছি।

ম। ওলো কেন এলাম শুন্‌বি—রাজবাড়ীতে রাণীর—ওলো সেই চাষার মেয়ের লো—বুঝেছিস্? তা তাঁর একটি সখি চাই—মাগী গুলো বলে কি কেউ সেখানে গেলে না কি আর ফির্‌তে পারবেনা।

রা। কেন লো? ফির্‌তে পারবে না কেন?

ম। বোধ হয় রাজা তাকেও বামে বসাবে—! তাই বল্‌তে এইচি তুই যাবি?

রা। (কৃত্রিম ক্রোধে) দূর হ আমার বাড়ী থেকে—

ম। তা ভাই, যা'ব বলেই ত এসেচি—তোমার বাড়ীতে থাক্‌বো বলে ত আসিনি! আর থাকলেই বা তুমি কোন থাক্‌তে দেবে? স্বেচ্ছায় নিজে উপোস করে পরকে কি কেউ ভাই যোগায়?

রা। তুই ভাই বড় কেটে কেটে কথা বলিস্। তোর সঙ্গে কথায় কারও পারবার যো নেই!

ম। সত্যি! যাবি লো? চল দুজনায় যাই—না হয় দু'দিন রাজবাড়ীর কাণ্ড কারখানা দেখে আসাই যাবে!

রা। তোর ভাই যেমন কথা!—

ম। যেমন কথা কি লো! তোর হচ্ছে মনের ভিতর তোলপাড়—আমার কথা কি আর কাণে কচ্ছিস্—না তলিয়ে বুঝছিস্! না হয় দু'দিন ঘুরেই আসা যাবে! লাভ হয় ভালই! তা না হয়, আমাদের আর কি মন্দ হ'বে বল?

রা। তাই ভাব্‌ছি—

ম। তা আর ভাবনা কি লো? আয় ভাই দুজনায় একটী গান গাই— তোর মনটাও ঠাণ্ডা হবে এখন—তার পর পরামর্শ করবো।

(উভয়ের গীত)

আজ আস্‌বে ওলো চিকণ কালা
কদম তলে।
তুলি' ফুল, গাঁথি মালা,
পরা'তে গলে।
বঁধুরে আজ মনোমত,
সাজা'ব বন ফুলে কত,
খেল্‌বো খেলা, দু'জনায়,
কতই ছলে—
সখি! কদম তলে!

(নেপথ্যে) পিয়ারি!

ম। ঐ লো—শ্যাম বাজায় বাঁশী!

রা। দূর হ সর্ব্বনাশী—

ম। আসি তবে—

তোর কিলো আর তর সবে

প্রস্থান

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রা! ইস্! আজ যে বড় সকাল সকাল! না জানি কোন্দিকে আজ সূর্য্য উঠেছিল!

র। হ্যাঁ—দরকার না থাক্‌লেই কি এইচি! তোমায় রাজবাড়ী পাঠাব—তার জোগাড় যন্ত্র করে দিতে এসেছি!

রা। কেন? রাজবাড়ী কেন?

র। অরুচি!

রা। বেশ ত! ভালই!

র। মাইরি! তোমার গিয়ে ঠাট্টা নয়!

রা! তা' যেন বুঝলাম, কিন্তু এ খেয়াল কেন?

র। কিছু স্বার্থ আছে—বুঝেছ—সেই বেটী চাষার মেয়ের উপর একটু চাল চাল্‌তে হবে—তা' বুঝে দেখলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না! তুমি যা'বে—আর তার মন কেড়ে নেবে—

রা মন কাড়বো কি গা? একি পুরুষ মানুষ! মেয়েমানুষের আবার মন কাড়াকাড়ি কি?

র। কেন? তোমরা যে চাঁদ ভেলকি জান! তা' যাক্, তার পর শোন পিয়ারী, একটু আধটু করে—সইয়ে সইয়ে—তার ওপর তোমার আধিপত্য, বুঝেছ, আধিপত্য জন্মাবে—

রা। আচ্ছা! তা জন্মাবে!

র। তা'র পর বুঝেছ—তার ওপর তোমার আধিপত্যও যা—আমারও তাই!

আমি তোমাকে যে পরামর্শ দেব, তুমি বুঝেছ রাণীকে ঠিক তাই বল্‌বে। দেখি, এইবার তোমার যদি কপালটা ফেরাতে পারি!

রা। এ পোড়া কপাল কি আর ফির্‌বে?

র। ফিরবে না—বল কি? ফির্‌বে না?—

রা। তা' কি জানি!

র। আচ্ছা! যাও তো—তার পর দেখে নেব। আর দেখ, বুঝেছ, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, এ কথা বলো না—বুঝেছ? মোট কথা কি জান? না থাক্—এখন বল্‌ব না—একটু একটু ক'রে প্রকাশ কর্‌তে হ'বে।

রা। আচ্ছা, আমরা দু'জনে থাক্‌লে সব কাজ গুচিয়ে নিতে পারবো!

র। দু'—জন! আবার কে?

রা। মনিয়া—মনিয়া যাবে গো! সে এসেছিল—

র। বাঃ রে! তবেত কেল্লা মাৎ! আমি যাই বুছেছ—তা নইলে, লোকে কানাকানি কর্‌বে। আমার অনেক কাজ বাকী।

রা। সেই ভাল! যাও—আমিও মনিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

পার্ব্বত্য-নদীতীর

(অমরচাঁদের প্রবেশ।)

অ। চতুর্দ্দিকে যেন বিদ্রোহের আভাস পাচ্ছি। এ অচির প্রজ্জ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ্ কর্‌তে আমি অশক্ত! অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রজা রাজদ্রোহী

হ'য়েছে। অলস-বিলাস-প্রিয় মীবার-ঈশ্বর অনায়াসে রাজকার্য্যভার অবহেলা ক'রে নিশিদিন প্রমোদ কাননে, নব প্রণয়িনীর সঙ্গে বিলাস সলিলে নিমগ্ন। বোধ হয় দুর্দ্ধর্ষ মাধাজী এ সংবাদ অবগত হ'লে এ সৌবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ কর্‌বে না। তা' হ'লে তা'র আক্রমণ দমন কর্‌তে মীবারে ত এক জনও বীর রাজপক্ষে নাই!

(ইতস্তত পরিক্রমণ—পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে রঙ্গরায় নিঃশব্দে প্রবেশ।)

র। রাজমন্ত্রি! আজ এই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তোমার ইষ্ট দেবতা স্মরণ কর।—

(অমরচাঁদের উদ্দেশে ছুরিকা উত্তোলন ও সহসা তীর বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে পলায়ন।)

অ। একি প্রহেলিকা! কিছুইত বুঝ্‌তে পারছি না। আমার এ তুচ্ছ প্রাণে কা'র কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এমন হিতকারীই বা কে— যে অলক্ষিতে আশু মৃত্যু গ্রাস হ'তে আমার জীবন রক্ষা কর্‌লে? শত্রু কিম্বা মিত্র যেই হও—তোমার উদ্দেশ্য হীন কি মহৎ যাই হ'ক—আজ যে অমরচাঁদকে রক্ষা করেছ, আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভার গ্রহণ কর।

(জলিম সিংহের প্রবেশ)

জ। প্রভু! দাস চরণে প্রণতি করে।

অ। তোমার পরিচয় কি?

জ। অধীন দীনহীন মীবারের তুচ্ছ প্রজা।

অ। প্রজাপুঞ্জ ত এখন বিদ্রোহী হয়েছে। তা'রা বিদ্রোহ অনল জ্বালিয়ে তাদের মহারাণাকে রাজ্যচ্যুত কর্‌তে বদ্ধপরিকর। এখন একমাত্র

আমি অন্তরায়। তাই কি তুমি মীবারের রাজমন্ত্রীর সঙ্গে আজ কৌতুক কর্‌তে এসেছ! অথবা আমাকে একা অসহায় দেখে আজ এ অন্তরায় দূর কর্‌তে তোমায় আগমন! বল—বল—তোমার উদ্দেশ্য কি?

জ! ক্ষমা করুন মন্ত্রীবর! আমি প্রজা বটে, কিন্তু সে স্বার্থপর-হীনচেতা প্রজা নহি। যা'রা সোণার মীবার পদদলিত দেখেও, অর্থলোভে অনায়াসে পরদাস হয়ে, বিদ্রোহীর মত রাজার বিপক্ষে কৃপাণ ধর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না—যা'রা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে, বিজাতীয় মনস্তুষ্টি, কর্‌তে আপনাপন কন্যা কলত্রেরে অম্লান বদনে অর্পণ করে—প্রভু! ক্ষমা করুন, আমি সে প্রজা নহি!--জলিম সিংহ আপনার কিঙ্কর মাত্র।

অ। তুমি রাজমন্ত্রীর সঙ্গে কপটতা ক'রছ না ত?

জ। কপটতা!—এ যে নিদারুণ কথা প্রভু! কখনও কপটতা জানিনে—কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। দেখুন দেব, আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখুন, তা'র কোনও স্থানে তিলমাত্র কপটতা—বিন্দু পরিমাণ স্বার্থপরতা আছে কি না! প্রভু! যদি মীবারের হিতসাধন কর্‌তে পারি, তবেই জীবিত থাক্‌বো—নতুবা যে দিন মীবার পর-কর-কবলিত হ'বে, এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার সে দিন হ'তে ধরণী যেন না বহন করে! বিদ্রোহীর অনুগ্রহে জীবন রাখ্‌তে আমার সাধ নাই!

অ। জলিম!—জলিম! মায়ের সুপুত্র তুমি।—বল, বল, আর সন্দেহে রেখোনা—তুমিই কি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ?

জ। যা' কর্ত্তব্য তা' পালন করেছি। নদীতীরে পরিভ্রমণ কর্‌তে, সহসা দেখলাম একজন সৈনিক তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে ধীরে ধীরে এদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। তাই অলক্ষে তা'র গতি-

বিধি লক্ষ্য রেখেছিলাম—সাবধান রাজমন্ত্রি ! পুনরায় আপনার উদ্দেশে কে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেছে—

(অতি ত্রাস্তভাবে অমরচাঁদকে লইয়া জলিম দু'এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া গেল ও নিমিষ মধ্যে একটী তীক্ষ্ণ শর আসিয়া নিকটবর্ত্তী তরুগাত্রে বিদ্ধ হইল।)

অ। জলিম।—তুমি অমরচাঁদকে আজন্ম ঋণে আবদ্ধ করলে।

জ। প্রভু ! স্থানান্তরে চলুন। আপনার পক্ষে নদীতীর এখন নিরাপদ নহে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দৃশ্যান্তর।)

(নদীতীরের অপর পার্শ্ব)

[রঞ্জনের প্রবেশ]

র। দু'—দু'বার চেষ্টা করা হ'ল—দু'বারই ব্যর্থকাম হ'লাম। কোথা থেকে একটা ধূমকেতু এসে জুটেছে ; মীবারে ত আর কখনও দেখেছি বলে বোধ হয় না। দু'বারই সে রক্ষা করলে। খুব হুঁসিয়ার যা' হ'ক। দেখি, মক্কেল আমার আক্কেল পেয়ে কোথায় অবস্থান করছেন।

(অতিকষ্টে রঙ্গয়ার পুনঃ প্রবেশ।)

রঙ্গয়া। রঞ্জন ! আমার দুর্দ্দশা দেখ। শরাঘাতে বাহুবিদ্ধ—পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত—গৃহে প্রত্যাগমন করতে আমি অক্ষম !

র। তা' ব'লে রঞ্জন কি করতে পারে ? অকর্ম্মণ্য—বীর-কলঙ্ক ! তুমি শক্তিহীন জড়পিণ্ড মাত্র !—কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে অপারগ।

রঙ্গয়া। ভীরু কাপুরুষের মত, অকারণ নির্দ্দোষীর প্রাণ বধ করাই যদি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়—তবে ত্রিসংসার মাঝে তোমার অকর্ত্তব্য কি

আছে বল্‌তে পারি না। ধিক্ আমাকে—কেন আমি মিথ্যা চক্রে পড়ে তোমার পাপ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হয়েছিলাম !

র। সাবধান ! রাজপুতবীর—

(রঙ্গরায় পৃষ্ঠ দেশে অসি প্রহার ও প্রস্থান)

রঙ্গরা। উঃ—অকৃতজ্ঞ ! ঈশ্বর আছেন। একদিন এর উপযুক্ত প্রতিফল পা'বে।

[কষ্ট সহকারে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

রাজকক্ষ।

(সিন্ধিয়ারাজ আসীন।)

সি। যৌবনে যত উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রেছিলাম—কৈ কিছুতেই সফলকাম হ'তে পারিনি।—মীবার-চিতোর যদি করগত না হ'ল তবে এত বল—এত দর্প—এত অহঙ্কার কিসের জন্য ? সব বৃথা !—

(চিন্তা)

(মন্ত্রীর আগমন)

ম। আজ মহারাজকে যেন অধিক চিন্তামগ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে—কোন গুরুতর বিষয় কি মনে মনে আন্দোলন কর্‌ছেন ?

সি। হাঁ্যা—মন্ত্রী তুমি যথার্থ অনুমান ক'রেছ—

ম। সে কি মহারাজ ! এ কথা ত মন্ত্রী পূর্ব্বে একদিনও শুনেনি—আজ যে এ নূতন শুন্‌লাম।

সি। শোননি মন্ত্রী! কিন্তু শুন্‌তে—আমি বিগত সপ্তাহ যাবৎ একটি গুরুতর বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে বুদ্ধিহারা হয়ে পড়েছি।

ম। কোনও-বহিঃশত্রু কি পুনরায় দেশ আক্রমণের উদ্যোগ কর্‌ছে মহারাজ!

সি। না মন্ত্রী! দেশেই কি যথেষ্ট লোক নাই যা'রা দেশ আক্রমণে কুণ্ঠিত হয় না? তা না হ'লে সে সোণার মীবার কি এত শীঘ্র ছার খার হ'তে পার্‌তো? শোন মন্ত্রী ভারতের চিরপূজ্য বীর-নিকেতন-মীবারের শান্ত প্রজাগণ আজ অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন। বর্ত্তমান রাণা অরিসিংহ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়; রাজকার্য্যে অবহেলা হেতু রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত—কতক প্রজাকুল বিদ্রোহী—কেবলমাত্র রাজমন্ত্রী প্রাণপণে বিদ্রোহী প্রজা-পক্ষের অত্যাচার হতে দেশ রক্ষা কর্‌ছে। কিন্তু আর বুঝি পারে না। এই দেখ মন্ত্রী, মীবারের রাজমন্ত্রীর গুপ্তলিপি!

(পত্র-প্রদান।)

ম। (পাঠান্তে) বিপদের কথা বটে!—যা হ'ক উপস্থিত সে মহারাজের সাহায্য ভিখারী?

সি। হ্যাঁ—দেশের কল্যাণের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থী!

ম। কিন্তু মহারাজ স্মরণ রাখ্‌বেন; মন্ত্রী সাহায্য প্রার্থী, স্বয়ং মীবার-পতি নহেন!

সি। এ কথার তাৎপর্য্য কি? রাজা অক্ষম অপারগ হ'লে, মন্ত্রীত রাজ-কর্ত্তব্য চিরকালই পালন কর্‌তে পারে।

ম। তা' পারে। কিন্তু এ স্থলে যখন বিদ্রোহের কথা বল্‌ছেন, তখন মন্ত্রীই যে স্বয়ং বিদ্রোহী নহে এ কথা ত মহারাজ সঠিক অবগত নহেন—বিশেষতঃ মীবারের রাজমন্ত্রী স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্তও ত আপনার কাছে এরূপ কৌশলে সাহায্য প্রার্থনা কর্‌তে পারে! মহারাজ! এই-মাত্র অধীনের অনুরোধ—সাহায্য দানের পূর্ব্বে একথা যেন একবার ভেবে

দেখেন। পরকে সাহায্য করতে গিয়ে, নিজের স্বার্থে আঘাত কর্‌বেন না।

সি। ঠিক ব'লেছ মন্ত্রী! আমিও এই কথাই ভাব্‌ছিলাম। তা হ'লে সাহায্য অস্বীকার করাই এখন তবে যুক্তি সঙ্গত?

ম। তা' নয় মহারাজ! আপনার পক্ষে এ একটী বিশেষ সুযোগ জান্‌বেন। যদি মীবারে কোন সূত্রে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হ'য়ে থাকে, তবে নিশ্চয় জান্‌বেন আজই হ'ক কি দু'দিন পরেই হ'ক—মীবার সিন্ধিয়া রাজের করতল গত হ'বে।

সি। তা কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে মন্ত্রী?

ম। অবশ্য হ'তে পারে, মহারাজ!—

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদনান্তে) মহারাজ! মীবার হ'তে আগত এক ব্যক্তি আপনার দর্শন-প্রার্থী।

সি। যাও,—আস্‌তে বল—

[দূতের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) স্বয়ং রাজমন্ত্রী ত নহেন!

(রতন সিংহের প্রবেশ)

আপনার প্রয়োজন?

রতন। একটু বিশেষ্ প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল মহারাজের সম্মুখে তা' বল্‌তে পারি।

সি। এখানেই অসঙ্কোচে সব কথা বল্‌তে পারেন—রাজমন্ত্রী কোন কথাই শুন্‌বার অযোগ্য নহেন।

র! তবে বলি মহারাজ। দারুন অন্তর্বিপ্লবে মীবার ধ্বংস প্রায়—অরিসিংহ রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ

প্রজাকুল তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অধীন, প্রজার প্রতিনিধি-স্বরূপ আজ আপনার সাহায্য প্রার্থী—কেবল মাত্র অরিসিংহের পদচ্যুতি প্রার্থনা করি। মহারাজের সাহায্য বিনিময়ে, মীবার-বাসিগণ আপনার অভিপ্সীত পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা দানে প্রস্তুত আছে।

সি। ভাল! আজ বিশ্রাম করুন। সময়ান্তরে এ বিষয়ের উত্তর পাবেন।

র। যে আদেশ—

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

সি। মন্ত্রি! যথার্থ বলেছ মীবারে রাজন্য বর্গের মধ্যেই ঘোরতর বিদ্রোহানল উদ্দীপ্ত হ'য়েছে।—মীবারের পক্ষে এ বড় শুভ চিহ্ন নহে!

ম। হ্যাঁ, মহারাজ! অধীনও সেই কথাই ক্ষণপূর্ব্বে আপনার নিকট জ্ঞাপন ক'রেছে।

সি। তুমি নূতন পথ আমার সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছ; এখন বল—উপায় কি? কা'র পক্ষ অবলম্বন করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

ম। সে কথা মহারাজ সময়ে অবগত হ'বেন! উপস্থিত মীবারের রাজমন্ত্রীকে পত্রোত্তরে সংবাদ দিন যে মীবারের বিদ্রোহী প্রজা দমন করতে তিনি যেন সিন্ধিয়া-রাজের নিকট বিন্দুমাত্র সাহায্য প্রত্যাশা না করেন।

সি। তোমার মন্ত্রণা বলেই এখনও রাজত্ব কর্‌ছি—আজও সে মন্ত্রণা ত্যাগ কর্‌বো না। দেখি—ফল কতদূর দাঁড়ায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

পাঠান শিবির।

উজীরের কক্ষ।

(হাস্যপরায়ণা নর্ত্তকীগণ আসীনা—সুরা-পাত্র হস্তে উজীরের প্রবেশ
ও স্বীয় আসনে বসিয়া সুরা পান।)

উ। অয়ি! সুধাকণ্ঠি কমনীয়া সুলোচনাগণ—
কি হেতু নীরব সবে?—ঢাল প্রাণে,
সুধাসম সঙ্গীতের ধারা অনিবার।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

সে এল কৈ?
হৃদয় হারায়ে গেছে নেহারি সই
যারে নেহারি সই!
কত করি মানা, মন বুঝে বোঝে না,
সে কভু আমার নয় আছে ত জানা—
ওলো কুল-ললনা—
(কেন) হেরিলে তারে আপন-হারা হই!

(নৃত্য)

(নেপথ্যে জনৈক সৈনিক) সেলাম পৌঁছে জনাব।

উ। কি প্রয়োজন তোমার?

[উজীরের ইঙ্গিত ক্রমে নর্ত্তকীগণের অন্তরালে প্রস্থান!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। একজন রাজপুত আপনার দর্শন প্রার্থী। বলে বিশেষ প্রয়োজন আছে—আর তা' কেবল জনাবের সম্মুখে বল্‌তে পারে।

উ। ভাল—আস্‌তে বল।

[অভিবাদনান্তে সৈনিকের প্রস্থান।

(উজীরের পুনরায় সুরা পান)

কে সে কাফের ?

(কুর্ণিশ করিতে করিতে রঞ্জনের প্রবেশ)

কাফের! দিল্লীর উজীরের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন থাক্‌তে পারে ?

র। আজ্ঞে হ্যাঁ—থাক্‌তে পারে—একটু স্থির হ'য়ে যদি শোনেন।

উ। তুমি কি আমাকে শুন্‌তে আদেশ কর্‌ছ ?

র। তোবা—তোবা—আমার বাবার কি সাহস জনাব যে দিল্লীর উজীরকে কিছু শুন্‌তে আদেশ করে—আমি হুকুম চাচ্ছি জাঁহাপনা!—মিনতি কর্‌ছি!—

উ। বল—

র। বল্‌তে খোদাবন্দ বড় ভয় পাচ্ছি—যদি মেহেরবাণী ক'রে এই চিঠি খানি পড়েন।

উ। কার চিঠি ? লেখক কে ?

র। জনাব! লেখক মীবারের ভাবি-নৃপতি—লেখা হুজুরেরই উদ্দেশ্যে।

উ। কৈ দেখি ?—

(রঞ্জনের পত্র প্রদান ও উজীরের পাঠ)

(পাঠান্তে সহাস্যে) "অনুপমা রূপা মীবার কামিনী"—(সুরাপান) আচ্ছা তোমার আপাততঃ কি কি আবশ্যক ?

র। জনাব! উপস্থিত সহস্র পরিমাণ মুদ্রা ও সাতজন মাত্র পাঠান সৈনিক।

উ। ভাল—তা' পাবে। কিন্তু সাবধান! যদ্যপি তিনদিনের মধ্যে উজীরের আশা পূর্ণিত না হয়—তা' হ'লে নিশ্চয় জেনো, অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় কুক্কুর দ্বারা তোমার প্রাণ বিনষ্ট করা হবে।—আর যদি—যা' লিখেছ, তা' প্রদানে সক্ষম হও—তা' হ'লে কাফের! তোমার অভিপ্সীত পুরস্কার পাবে।

র। আজ্ঞে সে আপনার মেহেরবাণী—জনাব! সে আপনার মেহেরবাণী! (স্বগতঃ) বাস্, এদিকের কাজ ত খুব শীঘ্রই খতম হ'ল—এখন আর একদিক দেখ্‌তে হ'বে।

উ। তবে তুমি যাও—এই ক্ষণেই সপ্তজনমাত্র পাঠান সৈনিক গোপনে তোমার পশ্চাদনুসরণ কর্‌বে।

[কুর্ণিশ করিতে করিতে রঞ্জনের প্রস্থান।

উ। প্রহরি!

প্র। খোদাবন্দ!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

উ। সপ্তজন সৈনিককে স্বশস্ত্রে আমার কাছে অবিলম্বে আস্‌তে বল।

প্র। যো হুকুম—

[প্রস্থান।

উ।　　নাহি উচ্চ আশা—অতি অল্পে তুষ্ট প্রাণ,
শিখি-তক্তে উপযুক্ত নহে হেন জন।
দিল্লীশ্বর! এত উদারতা, দয়া মায়া,
নাহি সাজে দিল্লীর সম্রাটে! যে বিপ্লব
বহ্নিতে আজি জ্বলে রাজপুত—অনায়াসে
সে অনল না হ'তে নির্ব্বাণ, পারিতে যে

করগত করিতে মীবার ! এত করি,
সাধিল উজীরে, অবহেলি বাক্য তা'র,
কহিলে—'বিভব তরে নহে লালায়িত
বাদশাহ !' ভাল হ'বে দেখিবে যখন
দিল্লী-রাজ-সিংহাসনে বসিবে উজীর !
আরও কিছুদিন সুখে থাক দিল্লীশ্বর ;
কিন্তু নহে বেশী দিন। বসিব অচিরে,
চির আকাঙ্ক্ষিত ঐ দিল্লী সিংহাসনে !

(সপ্তজন সৈনিকের প্রবেশ ও উজীরকে অভিবাদন।)

সৈনিকগণ ! তোমরা গোপনে আজ একটি কাফেরের অনুগমন কর্‌বে। সজ্জিত শিবিকা ল'য়ে যাও। বাহকগণকে মীবারের প্রান্তভাগে অবস্থান কর্‌তে বল্‌বে। তিনদিনের মধ্যে, কোনও বিশেষ কার্য্যে একটি রাজপুত রমণীকে পাঠান শিবিরে উপস্থিত কর্‌তে কাফের প্রতিশ্রুত হ'য়ে অর্থ গ্রহণ করেছে। তিনদিন অতিবাহিত হ'লে যদি দেখ কাফেরের এ মিথ্যা প্রলোভন—যদি বুঝতে পার সব তা'র চাতুরী মাত্র, তবে, যে অবস্থায় হ'ক, সেই কাফেরকে শিবিকায় আবদ্ধ ক'রে নিয়ে আস্‌বে। যদি জীবিত অবস্থায় আনা অসম্ভব হয়, তবে তা'র মৃতদেহ দেখে ফিরে আস্‌বে। সাবধান ! আমার আদেশ যেন ছত্রে ছত্রে প্রতিপালিত হয়। এখন এস কাফেরকে দেখ্‌বে এস।

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

বাদশাহের কক্ষ সম্মুখ।

(পাঠান প্রহরীদ্বয়।)

১ম। দেখ ভাই! বাদশার সব ভাল। ঐ ঘোরা রোগটা গেলে আরও ভাল হ'ত।

২য়। বাস্তবিক—যেমন দয়ালু, তেমনি প্রজাবৎসল। কিন্তু ঐ যে গোপনে রাজ্য পরিভ্রমণ করেন—সেইটে বড় দিকদারি! অনেক সময় বড় ঠক্‌তে হয়—

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। সেলাম পাইক সাহেব!

১ম। সেলাম—সেলাম! কি চাই ভাই সাহেব!

র। এই এমন কিছুই নয়—তবে কি জান? এই এইটী কি দিল্লীশ্বরের শিবির!

২য়। তোমার অভিপ্রায় কি না জান্‌লে আমরা বল্‌তে বাধ্য নয়।—নিষেধ আছে।

র। (স্বগত) আচ্ছা নিষেধের ওষুধও আমার কাছে আছে। নিতান্ত সোজা কথায় না যেতে দাও—ঔষধ প্রয়োগ কর্‌লেই হবে! আমি শুধু হাতে আসিনি!

১ম। তুমি চুপ ক'রে রইলে যে! (জনান্তিকে) কোন‌ও গুপ্তচর ত নয়!

২য়। (জনান্তিকে) কি জানি! আমারও সন্দেহ হচ্ছে।

১ম। (রঞ্জনের প্রতি) দেখ! এ পাঠান শিবির! এখানে কাফেরের প্রবেশাধিকার নাই! তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে আপত্তি থাকে,—অন্যত্র গমন কর।

র। আরে ভাই সাহেব! অভিপ্রায়টা একটু ভাব্তে অবসর দাও—(স্বগত) তাই ত কি বলি? যদি বলি পত্র দিতে এসেছি, হয়ত এরা বলে বস্‌বে 'আমাদের কাছে দাও'—তা' হ'লে আমার স্বার্থ সিদ্ধ হ'ল কৈ? আবার ভাল পরিচয় না পেলেও ত বাদশার সম্মুখে যেতে দেবে না! এ বাবা! ভাল ফ্যাসাদে পড়লাম যে!

১ম! দেখ! তোমার আচরণ অত্যন্ত সন্দেহ-জনক। তুমি এখনি এখান হ'তে প্রস্থান কর।

র। সবুর করনা ভাই সাহেব! না হয় তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করি—হ্যাঁ—হ্যাঁ আর দেখ ভাই সাহেব, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম তোমাদের এখানে নাকি খুব সুন্দর মিঠি খিলি পাওয়া যায় এই নাও ভাই দুজনে কিছু কিছু কিনে খেও।

(রঞ্জন উভয়কে কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান করিল ও তাহার অজ্ঞাতসারে জেব হইতে একখানি পত্র ভূতলে পড়িয়া গেল।)

২য়। (১ম এর প্রতি) এই—এই—বোধ হয় বাদশা! বাদ্‌শা!—হুসিয়ার (রঞ্জনের প্রতি) দেখ! দেখ! তুমি না হয় এখন যাও—খানিক পরে আবার এসো—হ্যাঁ, এইটীই বাদশার শিবির!

(প্রহরী দুইজনে শশব্যস্তে প্রহরণায় নিযুক্ত হইল)

র। এইবার ত মুস্কিল, যা হয় একটা এখনি ভেবে নিতে হ'বে! কি করি! পত্রখানা কি এখানে ফেলে পালাব?—তাই ভাল! রাজী হয় ত নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাবে—আর না হয় ত সব মিটে গেল! বাবা! যা ক'রেই হ'ক প্রাণটা আগে বাঁচা'তে হ'বে। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে!

(স্বীয় জেবে পত্রান্বেষণ) কৈ ? যা ! পত্রখানা কোথায় গেল ?—সব ভেস্তে গেল দেখচি—এদিকেও এসে পড়লে যে—তাইত - আবার না হয় পরে আসা যাবে।

[ত্বরিত গতিতে প্রস্থান।

(বাদশাহের প্রবেশ ও প্রহরীগণের অভিবাদন)

বা। কে একজন তৃতীয় ব্যক্তি আমার সম্মুখ দিয়ে পলায়ন কর্‌লে—সে কে জান প্রহরি ! অনুমানে বুঝতে পারলাম সে কাফের ! এখানে কেন তার আগমন হ'য়েছিল ?

১ম। জনাব ! সে কে তা গোলাম বুঝতে পারেনি—তার আচরণ সন্দেহজনক দেখে—

বা। তার কাছে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলে ! কেমন ? আমার রাজত্বে তোমাদের এত দারিদ্রতা তা জানতাম না ! ভাল ! সময়ে এর প্রতিকার হবে !—কিন্তু জান, কি উদ্দেশ্যে সে কাফের এখানে এসেছিল !

২য়! না খোদাবন্দ, সে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যায় নি—

বা। কিন্তু তার আপন কার্য্য সে সিদ্ধ করে গিয়েছে। ঐ দেখ প্রহরীগণ, পলাতক তোমাদের অলক্ষ্যে বোধ হয় আমারই উদ্দেশ্যে ঐ পত্রখানি ফেলে পলায়ন করেছে ! যাও নিয়ে এস—ঐ লিপি হতেই তার গুপ্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ হবে !

(প্রহরী কর্ত্তৃক পত্র আনয়ন ও বাদশাহের পাঠ)

বা। (পাঠান্তে একান্ত ক্রোধে) কৈ সে কাফের ? যাও শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত কর।

[প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

অবোধ কাফের ! দিল্লীশ্বরের সঙ্গে তোমার এত চতুরতা ! তুমি জাননা, যে দিল্লীর সম্রাট—তার লম্পটের ব্যবহার শোভা পায় না। বাদশাহ এত

মূর্খ নয়—যে উন্মত্ত পতঙ্গের মত রমণীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে তা'র তীব্র তুষানলে চিরদিন দগ্ধ হ'বে! আমি দিল্লীর ঈশ্বর—প্রজারঞ্জন করা আমার দারুণ কর্ত্তব্য। পরস্পর সাম্যভাব প্রদর্শন করা আমার শাসন-নীতি। প্রজাগণ উৎসুক নয়নে আমার মুখ পানে চেয়ে থাকে, আমি যদি রাজকার্য্যভার অবহেলা ক'রে, কাফের রমণীর প্রেমে দিবানিশি মুগ্ধ হ'য়ে থাকি, তা হলে প্রজার কি শিক্ষালাভ হ'বে! তা'রা কামুক বিলাস-প্রিয় হ'য়ে যদি জনে জনে শক্তিহীন জড়পিণ্ডের মত হয়, তা হ'লে, রাজশক্তি যে অচিরে নির্ম্মূল হ'বে!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈ। দিল্লীশ্বর! সেই দুর্ম্মতি কাফের উপস্থিত।

বা। এখানে ধরে নিয়ে আস্‌তে বল।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(রঞ্জনের সহিত দুইজন প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।)

১ম প্র। খোদাবন্দ! এই সেই কাফের—নাম রঞ্জন।

র। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—একটা নিবেদন আছে—দোহাই আপনার একটু শুন্‌তে আর্জ্জি হয়।—এই একবার মনের ভ্রমে যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি দিল্লীশ্বর! আর প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এ হেন কাজ আর কখনও করব না। আজ্ঞে দেখুন, কাফের আর যাই হ'ক, কিন্তু মিথ্যাবাদী কখনও নয়। আপনি ভাববেন না জাঁহাপনা, এই আমায় একবার ছেড়ে দিয়ে দেখুন, আমি মিথ্যাবাদী কি না! ঠিক বল্‌ছি খোদাবন্দ! তিন দিনের মধ্যে যা' লিখেছি তা হাজির করবো। কি বল্‌বো দিল্লীশ্বর, সে যে খাপসুরত—

বা। চুপ রও, কাফের—

র। আজ্ঞে আমি মিথ্যাবাদী নই, কাফের মিথ্যা কথা বলে না—

বা। কাফের মিথ্যাভাষী নয়! শুনে হাসি পায়। বল্‌তে পারিনে কাফেরের মত এমন চাটুভাষী আর কেহ কোথায় আছে কিনা। এত দেশ পর্য্যটন করে দেখেছি, কিন্তু কাফেরের মত এমন স্বার্থপর পরশ্রীকাতর, স্বজাতি-বিদ্বেষী মানব কোথাও দেখেছি কি না সন্দেহ! তা' না হ'লে কাফের আজ তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? একদিন তোমরাই ত কুমারীকা হ'তে হিমাচল অবধি নির্ব্বিবাদে শাসন করেছিলে! কিন্তু তোমাদের সে সুখের পথে কণ্টক নিক্ষেপ কর্‌লে কে?—সে তোমরাই—সে তোমাদের স্বার্থপরতা—তোমাদের পরশ্রীকাতরতা—তোমাদের জাতীয়ভাবের অনৈক্যতা!

র। আপনি বল্‌তে পারেন, বলুন দিল্লীশ্বর—কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি হিন্দু-রাজপুত,—যে কথা সেই কাজ, তার নড়চড় হ'বার যো নাই।

বা। তুমি হিন্দু—রাজপুত;—তাই হিন্দু-রমণীর উপর অত্যাচার কল্পনা করে খুব হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়েছ!—তোমার পিতৃ-পুরুষ বেঁচে থাক্‌লে, আজ দেখ্‌তেন তুমি কতটা তাঁদের কুল উজ্জ্বল কর্‌তে বসেছ! শোন কাফের, আপনাকে হিন্দু-রাজপুত বলে' পরিচয় দিয়ে, আর হিন্দুস্থানের, রাজপুতানার অপমান কর না। দুঃখের বিষয়, হিন্দুস্থানে, রাজ-পুতানায় তোমার মত হিন্দু রাজপুতের অভাব নাই; শোন কাফের, তুমি অর্থলোভে যে ঘৃণিত নীচ কার্য্য কর্‌তে সাহসী হয়েছ, যদি আজ আমি তোমায় পরিত্রাণ দিই, তুমি সেই প্রকার অনেক জঘন্য কার্য্য কর্‌বে। জানি না, তুমি যে দুরভিসন্ধি কল্পনা করেছ, তা' আর কেহ অবগত আছে কিনা। হিন্দু যদি নিজের অত্যাচারের প্রতীকার কর্‌তে সক্ষম না হয়, কাফের সে অত্যাচার দমন কর্‌তে আর একজন আছে—যা'র কাছে, হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই,—উভয়েই তুল্য প্রজা। আজ হ'তে, শোন রাজপুত-কলঙ্ক—শোন হিন্দুধর্ম্মগ্লানি—আজ হ'তে জীবনের শেষ

দিন পর্য্যন্ত, তোমার স্থান দিল্লী-কারাগারে। তোমরা সংসারে—সমাজে ভয়ঙ্কর জীব!—যাও প্রহরী! কাফেরকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করগে।

(প্রস্থান।

২য় প্রহরী। চল, কমবক্ত, কাফের—

রঞ্জন। কি ভাই সাহেব! মিঠি থিলির কথা কি টাটকা টাটকাই ভুলে যেতে হয়?

১ম। ফিরে নাও তোমার মিঠি থিলির দান—জানি না কি কুহকে পড়ে—কি লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমার কাছে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলাম, যার জন্যে আজ দিল্লীশ্বরের কাছে ঘৃণিত হ'তে হ'ল। বাদশা' যা'দের সম্রাট তা'দের কিসের অভাব? এখন চল কারাগারে—

(রঞ্জনকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

রঞ্জন। (দূরে উজীরকে আসিতে দেখিয়া) কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জান—আমি এখনি দিল্লীর উজীরকে সব কথা বলে তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি!—জান বেইমান—

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এ কি কাফের! তুমি এখানে কেন? এখনও যাও নি—

র। যাব কি খোদাবন্দ! পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছিলাম, এরা সন্দেহ ক'রে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে—

১ম প্র। (উজীরের প্রতি) কসুর মাপ হয় জাঁহাপনা!—গোলাম বাদশার হুকুম তামিল—

র। (কথায় বাধা দিয়া) চুপ্ রও বেইমান্—দিল্লীর উজীরের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলো না।

উ। যাও প্রহরি! আপন কর্ত্তব্য পালন করগে; কাফেরকে পরিত্রাণ দাও—

[প্রহরীগণের তথাকরণ ও উজীরকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

যাও কাফের—সপ্তজন প্রহরী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। দেখো! স্মরণ রেখো—স্বীয় প্রতিজ্ঞা যেন বিস্মৃত হ'ওনা।

র। বিস্মৃত হ'ব কি খোদাবন্দ—(স্বগতঃ) কাজে ঘটুক না ঘটুক, মনে থাক্‌বে চিরদিন। কামের ক্রীতদাস উজীর! আমি জান্‌তাম তোমার রমণী-রূপ-লালসা অতি প্রবল, তাই তোমার কাছে শীঘ্র কার্য্য উদ্ধার কর্‌তে পেরেছি। কিন্তু বাদশাহ! কি অদ্ভূত লোক তুমি! আমি বুঝ্‌তে পারিনি যে পাঠান-রাজ্যে তোমার মত একজনও লোক আছে। ওঃ—অতি অল্পের জন্য পরিত্রাণ পেয়েছি। আজ বাদশার হুকুমে কারারুদ্ধ হ'লে সকলদিক পণ্ড হ'ত। এখনও রাজমন্ত্রী অমরচাঁদ জীবিত—সেই জীবিত কণ্টক উচ্ছেদ করবার আবার একটা উপায় কর্‌তে হ'বে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*ঃঃ*—

[রাজ-অন্তপুর সংলগ্ন উদ্যানের বহির্দ্দেশে একটি অতি নিভৃত স্থান। অন্ধকার রাত্রি।]

রঞ্জন। (স্বগতঃ) এখনও এলোনা কেন? আমিত তারই নির্দ্দেশমত সেই পুরাতন সংকেত করেছি। (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ) যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোধ হ'চ্ছে যেন কে আস্চে—

(অতি সাবধান সহকারে রামপিয়ারীর প্রবেশ)

পিয়ারি!—

পিয়ারী। (অনুচ্চ স্বরে) কি? বল কি বল্‌বে!

রঞ্জন। (পিয়ারীর দিকে আরও অগ্রসর হইয়া) বলি পিয়ারী। কিন্তু এমন কাজ পূর্ব্বে কখনও করিনি, তাই বল্‌তে বড় ভয় হ'চ্ছে। যেন বোধ হ'চ্ছে এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে প্রত্যেক তরুলতা আমাদের কথা শুন্‌বার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে আছে। আকাশের নক্ষত্র যেন আমাদের গুপ্ত কথা শুন্‌বার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—এত কঠিন কাজ করেছি কিন্তু এমন ভাবে হৃদয় কখনও চঞ্চল হয়নি—

পিয়ারী। তুমি কি বল্‌বে বল। আমি উদ্যানের দ্বার মুক্ত করে এসেছি। এই অন্ধকার রাত্রি, যদি ঘুণাক্ষরেও কেহ টের পায় কিম্বা যদি আমি প্রত্যাগত হ'বার আগে কেউ সে দ্বার বন্ধ করে ফেলে, তা হ'লে তোমার আমার উভয়েরই বিপদ—

রঞ্জন। তোমার বিপদ ভাববার কথা পিয়ারি—আমার বিপদ আমি গ্রাহ্য করি না।

পিয়ারী। যদি বিপদ গ্রাহ্য না কর, তবে বল্‌তে এত সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন ?

রঞ্জন। তার অন্য কারণ আছে—কিন্তু তবুও বলি শোন—যদি কৌশল করে—

(রঞ্জন পিয়ারীকে অত্যন্ত সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া চুপে চুপে তাহার কাণে কাণে কি বলিল)

পিয়ারী। (শুনিয়া ঈষৎ শিহরিয়া) মহারাণীকে—

রঞ্জন। হ্যাঁ—

পিয়ারী। এইখানে ?—একি উন্মাদের মত কথা বল্‌ছ রঞ্জন! এ যে অসম্ভব—(কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর—

রঞ্জন। কি পিয়ারি—

পিয়ারী। (প্রথমে রঞ্জনের কাণে কাণে কি বলিল তাহার পর প্রকাশ্যে অনুচ্চস্বরে) তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে ?—সেও তুল্য রূপসী—

রঞ্জন। আছে—(রঞ্জন পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পিয়ারীকে কি কহিল) কেমন এটা সম্ভব ত ?

পিয়ারী। অনেকটা—

রঞ্জন। (রহস্যচ্ছলে) দেখো রাজমন্ত্রী সুপুরুষ—যেন সব ভুলে যেওনা—

পিয়ারী। (কৃত্রিম ক্রোধে) তোমার মরণ হয় না—

রঞ্জন। তুমি থাক্‌তে নয় পিয়ারি—

পিয়ারী। যাই—আর থাকা নিরাপদ নয়—

রঞ্জন। তবে আমিও যাই—দেখো যেন দিনক্ষণ ঠিক থাকে।

[রঞ্জনের প্রস্থান।

পিয়ারী (যাইতে যাইতে) আচ্ছা— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

(কৃষকের কুটীর সম্মুখস্থ পথ।)

কৃষক ও প্রজাগণ।

১ম প্রজা। দেখ ভাই আর ত সহ্য হয় না। দস্যুর ক্রমাগত অত্যাচার ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। আমরা ভাবছি সকলে মিলে একবার মহারাণার কাছে গিয়ে যা' হয় একটা প্রতীকার মেগে নেব। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হ'বে।

২য়। যা' কিছু বলবার তা' আমরা ব'লব। তুমি গেলে আমাদের একটু ভরসা হয়। কিছু না হলেও রাণার কাছে তুমি নতুন নও—কিন্তু আমাদের কে চেনে ভাই! আমাদের কোনও কথাই যে তাঁর বিশ্বাস হ'বে না। তাই তোমাকে আমাদের মুখপাত হ'তে হবে। বল, আমাদের অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌বে কি না।

কৃষক। তোমাদের অনুরোধ রাখা বোধ হয় আমার সাধ্যাতীত।

১ম। এ তোমার অন্যায় কথা। একটু ক্ষমতা না থাক্‌লে আমরা এমন অনুরোধ কর্‌বো কেন?

কৃষক। বল ভাই, তোমরা বল আমার কি ক্ষমতা আছে। বল, রাণাকে কন্যা সমর্পন করে, আমি কি ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে দিনাতিপাত কর্‌ছি। যা'র পরিতৃপ্তির জন্য বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় আমি রাণাকে কন্যা দান করেছিলাম, সেও আমাকে এক অতৃপ্তি অবসাদের মধ্যে ফেলে বহুদূরে প্রস্থান করেছে। আমার আর কোনও সাধ নেই! আমার জীবনের সংকল্প—আমি যে কৃষক, সেই কৃষক থাক্‌বো—পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্‌তে গিয়ে পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অকারণ অবমাননা সহ্য কর্‌তে পারবো না। তাই বল্‌ছি ভাই, তোমরা আমায় ক্ষমা কর।

৩য়। এ যে তুমি নিজের স্বার্থের কথাই বল্‌ছো ভাই! তুমিই না একদিন পাছে দেশের অকল্যাণ হ'বে মনে করে, মহারাণাকে কন্যা দানে বিরত হ'য়েছিলে! তবে দশজনের একটা ন্যায্য কাজ করতে আজ এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন!

কৃষক। কুণ্ঠা?—না—না কুণ্ঠিত হ'ব কেন! যদি তোমাদের একটা উপকার করতে আমাকে দশবার লাঞ্ছিত হ'তে হয় তা হ'লেও ত আমি পশ্চাৎপদ হ'ব না! আমার হৃদয় এত সংকীর্ণ নয় যে শুধু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবে অস্বীকৃত হ'ব। আমি বলছিলাম তোমরা যে সংকল্প করে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে করেছ, সে সংকল্প হয় ত ব্যর্থ হ'তে পারে। মীবারের মহারাণার কাছে আমার কোনও ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নেই। তবু যদি বল আমায় তোমাদের সঙ্গে যেতে হ'বে, তবে আমার আপত্তি নেই। আমি নিজে কিছু প্রতিকার প্রত্যাশা করি না।

১ম। ভাল। শুধু সঙ্গে গেলেই চল্‌বে।

(জনৈক রোরুদ্যমান নাগরিকের প্রবেশ)

জ-না। তোমরা এখানে এত লোক থাকতে আমাকে আজ এরূপ বিপন্ন হ'তে হ'ল!

১ম। কি হ'য়েছে ভাই তোমার?

জ-না। এই দিনে দুপুরে দস্যু আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল। বাধা দিতে পারলাম না। বাধা দিতে গিয়েছিলাম—তা'রা আমার লাঞ্ছনার একশেষ ক'রে গেল। এ অরাজক রাজ্যে ত আর বাস করা যায় না।

(নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি)

ঐ শোন, আবার বুঝি কোথায়ও কা'র সর্ব্বস্ব সঞ্চিত ধন লুণ্ঠন করলে!

১ম। ভাই ক্ষেত্রপাল! বুঝতে পারছ সব? তোমার যেতে এখনও আপত্যি আছে?

কৃষক। না। চল।　　　　[সকলের প্রস্থানোদ্যগ।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

২য়-না। এই যে, তোমরা এখানে কে কে আছ, এস এস শীঘ্র এস, বুঝি এখনও গেলে রক্ষা হয়—

কৃষক। কি—কি—ভাই—কি হয়েছে ?—

২য়-না। আমার বলবার সময় নাই, শীঘ্র এস। বুঝি এক গৃহস্থের আজ সর্ব্বনাশ হ'ল। গৃহস্থ বাড়ী নাই, দস্যু তা'র অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে; আমি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনে দৌড়ে এসেছি—শীঘ্র এস—

[সকলের ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

[রাণা অরিসিংহ সিংহাসনে উপবিষ্ট। অমরচাঁদ, জলিমসিংহ, প্রভৃতি অন্যান্য সভাসদ ও রাজকর্ম্মচারীগণ যথাস্থানে আসীন।]

(চারণগণের স্তুতি গীত।)

গাহ মীবার-পতি জয়।
যাঁর বিভব মান যশ গৌরব ব্যপ্ত বিশ্বময়॥
গাহ মীবার-পতি জয়।
শুনহে মিনতি, ওহে নরপতি,
যেন প্রজারঞ্জনে রহে স্থির মতি,
পুণ্য কিরণ প্রভাবে তব বিদূরে তাপভয়!
দুঃখ-দৈন্য-জ্বালা-রোগ-শোক রাজ্যে নাহি রয়॥

[চারণগণের প্রস্থান

অরি। বল, তোমাদের কি বল্‌বার আছে। আমার অমূল্য সময় অপব্যবহার ক'রো না! আমার দেখ্‌বার শুন্‌বার আরও অনেক কাজ আছে।

জনৈক সভাসদ। (জনান্তিকে) তা আর নাই—দেখ্‌বার মধ্যে রাজমহিষীর মুখচন্দ্র, আর শুনবার মধ্যে তাঁর প্রেমালাপন!

অমর। মহারাণা! আজ বহুদিন পরে আপনি রাজকার্য্যে মনোযোগ দিয়েছেন। আপনার কাছে আমাদের অনেক কথা বলবার আছে। আপনি অধৈর্য্য হ'বেন না মহারাণা!

অরি। কি কথা, বল। রাজ্যে কোনও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় নি ত?

অমর। যথেষ্ট হ'য়েছে মহারাণা! সেই কথাই আপনাকে নিবেদন কর্‌ছি। রাজ্যের অনেক প্রজা বিদ্রোহী হ'য়েছে। অনেক প্রজা, অর্থকষ্টে, মনঃকষ্টে মীবার পরিত্যাগ ক'রে, দূরে নিভৃত পল্লীতে গিয়ে বাস কর্‌ছে। যা'রা আছে, তা'রা নিয়ত দস্যুর তাড়নায় বিব্রত।

অরি। দস্যু?—

জলিম। হাঁ, মহারাণা। নিরীহ এবং দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার দস্যুতা ভিন্ন আর কি?

অরি! কেন এমন হ'ল? আমি ত কিছুই জানি না।

জনৈক সভাসদ। (জনান্তিকে) তা' জান্‌বেন কি ক'রে! এ সব ত প্রমোদ উদ্যানে সংঘটন হয় না,—কিম্বা প্রেয়সীর মুখপটেও লেখা থাকে না।

অমর। মহারাণা! রতনসিংহ একে একে আপনার সমস্ত 'খাস' জমীই দখল ক'রে উদয়পুরের উপত্যকা দেশ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। রাজপক্ষের প্রজারা বিধিমত বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি; অধিকন্তু তাদের অনেককে আপনাপন জোত জমার অধিকারচ্যুত হ'তে হ'য়েছে। কেহ কেহ নিদারুণ উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে গিয়েছে। অবশিষ্ট যা'রা ছিল, তা'রা

রতনসিংহের আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। মহারাণা! আর ত উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌ছে না। বিদ্রোহী রতনসিংহকে ত আর দমন ক'রে রাখা যায় না। সময় থাকৃতে কিছু প্রতীকার না করলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ যে বড় শুভ হ'বে না।

জলিম। মহারাণা! যা' হ'বার তা' হ'য়েছে; কিন্তু প্রতীকার করবার এখনও সময় আছে।

অরি। কি কর্‌তে বল তোমরা আমাকে?

জলিম। মহারাণা!—

(অকস্মাৎ রাজসভায় অর্দ্ধদগ্ধ বসনে উন্মত্তের ন্যায় এক ব্যক্তির প্রবেশ)

আগন্তুক। এই যে এখনও রাজা আছে—রাজ্য চল্‌ছে—এখনও সব ছারে খারে যায় নি! কি আশ্চর্য্য—হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেশে লোক আছে—রাজকার্য্য চল্‌ছে!—

অরি। এ কি! কে তুমি উন্মাদ?—

আগন্তুক। মহারাণা! এখনও উন্মাদ হয় নি। কিন্তু যা' দেখেছি, তা'তে উন্মাদ হ'বার আর বাকী নাই—

অরি। কি দেখেছ তুমি?—

আগন্তুক। (উত্তেজিত ভাবে) কি দেখেছি? মহারাণা! দেখ্‌লাম নিরীহ, শান্ত, ধর্ম্মভীরু প্রজা—শত উপেক্ষা—সহস্র কষ্ট সহ্য করেও রাজধর্ম্ম—গৃহস্থধর্ম্ম পালন কর্‌ছে। দস্যু এসে তা'র সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করলে—তা'র বুকের ওপর বসে, তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দিলে! কেউ ফিরে চাইলেনা—কেউ সাহায্য করতে এল না। যা'রা এসেছিল, তা'রা মুষ্টিমেয় লোক—তা'রাও অনাদৃত উপেক্ষিত দরিদ্র প্রজা—তা'রা লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে গেল।—

অরি। (সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া) এ উন্মাদের প্রলাপ শুন্‌বার অবকাশ আমার নাই—

(গমনোদ্যত)

উন্মাদ। (অরিসিংহের গমনে বাধা দিয়া) শুনুন মহারাণা! শুনে যান—কেবল শুনে যান—তারপর দস্যু তা'র অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লে। অসহায়া—অনাথা—দরিদ্র গৃহস্থবধু দস্যুর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা কর্‌তে, হাস্‌তে হাস্‌তে অনলে প্রাণ আহুতি দিলে! জ্ব'লে গেল—হু হু, দাউ দাউ—ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে গেল! —দেখ্‌লাম সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার মধ্যে সোণার প্রতিমা পুড়ে গেল! তবু—মহারাণা! যা'বার সময় যুক্তকরে ভগবানকে ডেকে কাতরস্বরে ব'লে গেল—দেখো বিধাতা—মীবার রক্ষা ক'রো—ভগবান রাণাকে রক্ষা ক'রো! দেখ্‌লাম—শুধু চেয়ে দেখ্‌লাম—একা রাখ্‌তে পারলাম না!—বাধা দিতে গিয়েছিলাম—পারলাম না! দেখুন, মহারাণা, দেখুন জলন্ত অঙ্গারে হাত দগ্ধ হয়েছে, বসন পুড়ে গিয়েছে—মানুষের সাধ্য কি যে সেই প্রচণ্ড পাবন নির্ব্বাণ করে!—

[সহসা বাক্‌রোধ হইয়া ভূতলে পতন]

অরি। রাজসভা থেকে এ উন্মাদকে স্থানান্তরিত করো—

[প্রস্থান।

জনৈক সভাসদ। (উন্মাদের পতিত দেহের নিকটে গিয়া) আর কা'কে স্থানান্তরিত কর্‌বো মহারাণা! এ দেহে যে আর প্রাণ নাই।—

[উন্মাদের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*:::*—

(অঞ্জনার গৃহ)

(অলিন্দের উপর অঞ্জনা বসিয়া আছে।)

অ। এ সংসারে আর আমার স্থান নাই। আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে গেছে—আমার আশার আলো নিভেছে—আমার মরণই মঙ্গল। কিন্তু একবার সে চরণ দর্শন না ক'রে ত ম'রতে পারি না। পোড়া মনে কত সাধ ছিল—ভবিষ্য সুখের কত মনোরম ছবি সংগোপনে হৃদয় মধ্যে এঁকে রেখেছিলাম। একদিনে, একমাত্র বিনয় বচনে, যেন স্বপনের মত আমার অতৃপ্ত বাসনা চিরদিনের মত বিলীন হ'য়ে গেল! কেন তবে স্মৃতিটুকু এখনও অভাগিনীর হৃদয় দগ্ধ ক'রছ!

গীত।

কেন কেন অহরহঃ প্রাণ কাঁদে হায়।
তা'রি তরে যে জনারে করেছি বিদায়॥
এখন ও সে মুখ ছবি হৃদয়ে রাজিছে,
বীণার ঝঙ্কার তা'র মরমে বাজিছে,
এখনও তাহারি স্মৃতি দহে অভাগায়!
আগে ত জানিনি কভু এমন করিয়ে,
যাপিতে হইবে কাল মরমে মরিয়ে,
আগেত বুঝিনি সে যে কাঁদাবে আমায়॥

(কতিপয় রাজপুত বেশী সৈন্যের প্রবেশ)

১ম। কই—কই— এখানে ত নেই—

২য়। নেই—কোথায় গেল? নিশ্চয়ই আছে, খোঁজ কর, সব ওলট পালট করে দেখ।

অঞ্জনা। কে তোমরা? রমণীর অন্তঃপুরে বল কি অভিপ্রায়ে এসেছ? তোমাদের ত এখানে প্রবেশ অধিকার নেই!

৩য়। এই যে! তোবা—তোবা—কি খাপসুরত! তা'র পর বিবি সাহেব—আপনিই যাবেন বলেছেন বাদশার কাছে। দূর ছাই! উজীরের শিবিরে।

অঞ্জনা। রাজপুতবীর! তোমরা কি নারীর সম্মান জাননা?

১ম। কি বল্লে! মান অভিমান? বিবি সাহেব সেখানে গিয়ে হ'বে—আমাদের কাছে কেন?

২য়। বিবি সাহেব! আমাদের সঙ্গে ছলনা কেন!

অঞ্জনা। ছি! ছি! আর জিহ্বা কলুষিত ক'রোনা। যদি রত্ন অলঙ্কার অভিলাষী হ'য়ে থাক, আমার যা আছে, ইচ্ছামত ল'য়ে ফিরে যাও। অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নারীর অসম্মান ত বীরোচিত কার্য্য নয়!

৩য়। এই নাও—ন্যাকাম সুরু হ'ল। কিন্তু মিছে সময় ব'য়ে যায়। তবে মাফ্ করবেন বিবি সাহেব— (দুই জনের আক্রমনোদ্যোগ।)

অ। কার সাধ্য আমায় স্পর্শ করে! ধিক্ কাপুরুষ তোরা! রাজপুতোচিত সেই উচ্চ কামনার অবহেলে জলাঞ্জলি দিয়ে কে তোদের এ পিশাচ প্রকৃতি শিখিয়েছে!

[রঞ্জনের প্রবেশ ও অঞ্জনাকে ধরিতে ইঙ্গিত করণ।]

স্থির হও নরপিশাচ! কলুষিত হস্তে এ দেহ স্পর্শ ক'রো না। ভেবেছ কি তুচ্ছ জীবনের ভয়ে সেই দেব দুর্লভ অমূল্য সতীত্ব রত্নে বিসর্জ্জন দিয়ে অবলা বর্ব্বরের অঙ্কলক্ষ্মী হ'বে? রাজপুত রমণী কি এত হেয়!—এত নীচ? জান না কি ভারতরমণী প্রাণ ভয়ে ভীতা নয়! (স্বগতঃ) কিন্তু আজ যদি পতির অদর্শনে আমার জীবনাবসান হয়, তবে তাঁর কাছে অঞ্জনা চিরদিনের মত কলঙ্কিনী র'য়ে যাবে! নতুবা এখন আমার মরণই যে বাঞ্ছনীয়!

রঞ্জন। না—এ সব কাজে এত ইতস্ততঃ কর্‌লে চল্‌বে না। এস—ধর্‌বে এস—

(রঞ্জন ও সৈন্যগণের অঞ্জনাকে আক্রমণ-চেষ্টা।)

অ। রক্ষা কর—রক্ষা কর! কে কোথায় আছ—দেখ, দেখ দস্যুর করে আজ অবলার মান সম্ভ্রম—ধর্ম্ম—সব গেল।

[বেগে জলিম, রঙ্গরা ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ]

জলিম। আর একপদ অগ্রসর হ'য়োনা। নরাধম পিশাচ বর্ব্বর—কাপুরুষ বিধর্ম্মী-কিঙ্কর! মনে ঘৃণা নেই—লজ্জা নেই! অসহায়া রমণীর অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে খুব পৌরুষ দেখাচ্ছ কুলাঙ্গার! ছি! ছি! মাতৃরূপা পরের কামিনী, পুত্র হ'য়ে জননীর উপর এই অত্যাচার কল্পনা! মনে ছিল না কি, কি কার্য্য—কি কামনা নিয়ে, কোন দেশে সব জন্মগ্রহণ ক'রেছ? পিতৃপুরুষের সেই বীরত্ব কাহিনী কি একেবারে বিস্মরণ হ'য়েছ? যা'রা অবলাকে রক্ষা করতে প্রাণ তুচ্ছ মেনে অনায়াসে জীবন অর্পণ ক'রেছে! ধমনীতে কি বিন্দু পরিমাণও তাদের শোণিত প্রবাহিত হয় না! তাই মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে হীনের মতন এই হেয় কাজে অগ্রসর হ'য়েছ।

১ম সৈনিক। মহাশয়! আমাদের অকারণ তিরস্কার কর্‌ছেন। আমরা কেহই রাজপুত নহি—বাদশাহি অধীন পাঠান সৈনিক। আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন কর্‌তে (রঞ্জনকে দেখাইয়া) এই ব্যক্তির উপদেশে এই রাজপুত বেশ পরিধান ক'রে পুরী মধ্যে প্রবেশ করেছি, নতুবা যবনের বেশে এখানে আস্‌তে আমাদের কি সাধ্য ছিল?

রঙ্গরা। রঞ্জন! আবার কি অভিপ্রায়ে এ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছ?

জলিম। রঞ্জন! তোমার কি হিন্দুস্থানে জন্ম হয় নি? তুমি কি হিন্দু ব'লে সকলকে পরিচয় দিয়ে থাক? তোমার কি স্ত্রী কন্যা নাই—তোমার কি জননী ছিলেন না! আপনাকে স্বার্থপঙ্কে নিমজ্জন ক'রে

এতদূর নীচ কার্য্যে ব্যাপৃত হ'য়েছ? ছি! ছি! মনে হ'লে, মর্ম্মস্থল শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যায়! বল—বল, নিজের পাপ আচরণ চিন্তা ক'রে, একবারও কি তোমার প্রাণ কাঁদে নি!

রঞ্জন। এতদূর অপমান কখনও সহ্য করি নি। জলিম! এখনও সাবধান হও—দেখ রঞ্জন এখনও কি ক'র্‌তে পারে?

[রঞ্জন ও তৎপশ্চাৎ পাঠান সৈনিকগণের প্রস্থান।]

জ। তুমি সময়ে সংবাদ না দিলে, রঙ্গরা! হয়ত জননীর সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তাম্ না। মা! আপনি নির্ভয়ে থাকুন—আজ হ'তে সতর্ক প্রহরী এখানে থাক্‌বে—আপনার কোন ভয় নাই।

[জলিম, রঙ্গরা ও সৈন্যগণের প্রস্থান।]

অ। আর কেন? এখন আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে হ'বে। জীবনে আর সাধ নেই। শুধু একবার শেষ দেখা দেখে আস্‌বো—নহিলে তাঁর কাছে এ জন্মের মত কলঙ্কিনী র'য়ে যাবো। মা! ভবানী! অক্ষমা তনয়াকে পায়ে রেখো মা—যেন হৃদয়ের সাহসটুকু হারিয়ে না যায়।

(প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

রাজ অন্তঃপুর।

(প্রমোদবাটীকা।)

[মর্ম্মর প্রস্তরোপরি শক্তিমতী আসীনা

রামপিয়ারীর প্রবেশ।

পিয়ারী। মহারাণি! আমায় ডেকেছেন?

শ। দেখ পিয়ারী! আজ কেমন চমৎকার রাত্‌টি! পিয়ারি! তুই গান করতে জানিস্‌?

পি। একটু একটু জানি মহারাণী।

শ। একটা তবে গা' দেখি।

পি। মহারাণা যদি এসে পড়েন—

শ। না, তিনি আস্‌বেন না।

পি। কেন মহারাণি!

শ। তিনি আজ কাল কি রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছেন। ব'লে পাঠিয়েছেন, শীঘ্র আস্‌তে পার্‌বেন না।

পি। (কপট সন্দেহে) তিনি আর কোথাও যান্‌নি ত?

শ। (সন্দিগ্ধ চিত্তে) আবার কোথায় লো?

পি। না, তাই বল্‌ছিলাম, এ ত আজ নতুন শুনলাম। মহারাণাকে রাজকাজ দেখ্‌তে হ'চ্ছে। কেন? রাজমন্ত্রী কি আজকাল কিছু দেখেন না?

শ। তা কি জানি। আর সব কাজ কি মন্ত্রী দিয়ে হয়। মরুক গে—তুই গানের কথা ভুলে যাচ্ছিস্‌।

পি। না মহারাণী, আমার কিন্তু কেমন কেমন সন্দেহ হয়।

শ। কি রকম সন্দেহ লো?

পি। এই মহারাণা ত আগে কখনও অন্তঃপুর ছেড়ে যেতেন না—এমন কি আপনার কাছ ছাড়াও হ'তেন না—

শ! (অত্যন্ত চঞ্চল চিত্তে কিন্তু দৃঢ়স্বরে) তুই কি বল্‌চিস্‌ পিয়ারি!

পি। আমি কি তাই বল্‌চি? আর আমার সে সব কথার কাজই বা কি? আমি বল্‌ছি এই মহারাণা ত এতদিন কিছুই দেখতেন না রাজকোষ নাকি শূন্য হ'য়েছে। প্রজারা নাকি না খেতে পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে। আবার রাজমন্ত্রী নাকি তা'দের উস্কে দিচ্ছেন বিদ্রোহী হ'বার জন্যে।

শ। তুই এত কথা জান্‌লি কি করে ?—

পি। (ঈষৎ হাসিয়া) আমি আর কা'র কাছে শুন্‌বো মহারাণি ! যাই, আসি, দশ জনে কাণাকাণি করে, ঠারে ঠোরে দশ কথা বলে, তাই শুনেছি। ভয়ে কিছু বল্‌তেও পারি নে—সত্যি মিথ্যে ত কিছু জানবার যো নেই। আপনি বরং মহারাণা এলে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন !

শ। তাই ক'র্‌বো। তুই এখন একটা গান কর।

সুখসাগরে ভাসে লো প্রেমতরী।
কৌমুদী কিরণ পরি' ॥
শুভ্র তরল মেঘ রাশি,
ধীরে ধীরে যায় ভাসি,
হাসি' হাসি' চন্দ্রমা আবরি—
(যেন) খেলে লুকোচুরি,
আহা মরি ! মরি !
ওলো, ভাবি মনে, প্রেম আলাপনে,
বিজনে—উপবনে—ফুল্লমনে—
প্রেমিক সনে সুখে বিহরি ॥

শ। না, পিয়ারি ! আজ আর কিছু যেন ভাল লাগ্‌ছে না।

পি। (স্বগতঃ) একটুতেই বিষ ধরেছে ! (প্রকাশ্যে) মহারাণি ! মহারাণাকে অন্তঃপুর থেকে ডেকে আন্‌বো ?

শ। না, পিয়ারি। চল আমিই প্রাসাদে ফিরে যাই !

পি। মহারাণি ! আমি একটু এখানে থাক্‌বো ? হাওয়াটি বেশ লাগ্‌ছে

শ। তা' থাক্ ! একটু পরে যাস।

[শক্তিমতীর প্রস্থান।

পি। যখন আস্‌তে বলেচি, নিশ্চয়ই আস্‌বে। মহারাণার নাম করে বলেছি, অবজ্ঞা কর্‌তে পার্‌বে না। আমি বরং ততক্ষণ একটু ব'সে থাকি। (তথাকরণ) (পুনরায় উঠিয়া) না! ব'সে থাক্‌বো কি! শুধু শুধু ব'সে থাকা কি ভাল লাগে! এই মধুর রাত—এই শান্ত জ্যোছনা—এই মিষ্টি হাওয়া—এই নবীন প্রাণ! শুধু ব'সে থেকে সময় কাটা'ব? কিন্তু কিইবা করি! দুটো ফুল তুলি, মালা গাঁথি—কা'র জন্যেই বা গাঁথ্‌বো! তবে একটু বেড়িয়ে বেড়াই—(তথাকরণ)

(অত্যন্ত সংকোচের সহিত ধীরে ধীরে অমরচাঁদের প্রবেশ)

পি। (একটু অগ্রসর হইয়া নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে) এই যে আপনি এসেছেন! তা' এইখানে একটু বসুন, আমি মহারাণাকে ডাক্‌চি—

[রামপিয়ারী বিচিত্র হাবভাবের সহিত অমরচাঁদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

অ। (নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জায়) কই, তুমি মহারাণাকে ডাকলে না?

পি। (ঈষৎ হাসিয়া) ডাক্‌চি রাজমন্ত্রী!—(পরক্ষণেই কৃত্রিম ভয়মিশ্রিত স্বরে চীৎকার) মহারাণা—মহারাণা—

অ। (স্বগতঃ) এ কি! স্ত্রীলোকটি এরূপভাবে চীৎকার কর্‌লে কেন? আমি প্রতারিত হইনি-ত?

পি। (পুনরায় তদ্রূপভাবে) মহারাণা—মহারাণা—রক্ষা করুন—

(অতি ব্যস্তভাবে অরিসিংহ ও তৎপশ্চাৎ শক্তিমতীর প্রবেশ)

অরি। কি? কি হ'য়েছে পিয়ারী?—এ কি রাজমন্ত্রী—এখানে—এমন সময়ে—

পি। (শক্তিমতীকে উদ্দেশ করিয়া) মহারাণী, আপনি চলে গেলেন, আমি একটু পরে যা'ব ব'লে এখানে থাক্‌লাম। ব'সে ব'সে কি যেন ভাবছিলাম

—তাই কেমন অন্যমনস্ক হ'য়েছিলাম—বুঝি একটু ঘুমও এসেছিল—
তারপর—আমার লজ্জা করছে মহারাণী—কি করে সব বলি—

অরি। আর বল্‌তে হ'বে না পিয়ারী—সব বুঝ্‌তে পেরেছি। রাজমন্ত্রী!—
অমরচাঁদ!—এ কি ঘৃণিত কার্য্য, তোমার!

অ। (দৃঢ়স্বরে) মহারাণা! কা'কে কি বল্‌ছেন—একটু ভেবে, একটু
বুঝে ব'ল্‌বেন। আমি কপট স্ত্রীলোকের মিথ্যা কথায় প্রতারিত হইচি—
আপনি হ'বেন না মহারাণা!

অরি। মিথ্যা কথা রাজমন্ত্রী! আমি তোমার কোনও কথাই শুন্‌তে
চাহি না। আজ এই নিশীথ সময়ে, মীবারের রাজমহিষীর প্রমোদউদ্যানে
উপস্থিতিই তোমার কলঙ্কচরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ! শোন, রাজমন্ত্রী!
আমি তোমার অধিক মর্য্যাদা হানি করব না। মন্ত্রীত্বপদ থেকে
তুমি আজ হ'তে বিচ্যুত হ'লে। মীবারে আর তুমি থাকৃতে পাবে না।

অ। যে আজ্ঞা মহারাণা! আমি আপনার আদেশই শিরোধার্য্য করলাম।

[মিথ্যা অপমান জনিত দারুণ দুঃখে অথচ ঘৃণামিশ্রিত চক্ষে
অরিসিংহের প্রতি চাহিয়া অমরচাঁদের প্রস্থান।

শ। আয় পিয়ারি—

পি। চলুন মহারাণী। (কপটতার সহিত) আমার যেন গা'টা এখনও
কাঁপছে!

[অরিসিংহ ও শক্তিমতীর অন্তঃপুরে গমন।

(উচ্চ হাসিয়া) পোড়ার মুখো রঞ্জন বলেছিল—হয়ত পারবোনা!
আমি আবার পারবোনা?—কেমন সোজায় মিটে গেল বল ত?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

মীবারের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্য।

(রতন ও জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ)

র। এই পথ ?

জ-বে। এই পথ। মীবারের রাজমন্ত্রী এই পথে মীবার পরিত্যাগ কর্‌বেন।

র। সঙ্গে প্রহরী থাক্‌বে কতদূর ?

জ-বে। মীবারের শেষ সীমা পর্য্যন্ত।

র। ভাল ! তুমি এখন যেতে পার।

জ-বে। যে আজ্ঞা। (অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

র। অমরচাঁদ ! আজ মীবারের শেষ সীমা অতিক্রম ক'রলে তোমার জীবনের শেষ সীমাও পার হ'তে হবে। রতনসিংহ যখন স্বহস্তে অসি ধারণ করেছে, তখন বিফল হ'বে না। রঞ্জন দু'বার যে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'য়েছে, রতন আজ তা' সমাধা ক'র্‌বে। যাই—যেন কি কলরব শুন্‌ছি। আমারও সময় হ'ল—অন্তরালে থাকিগে।

(তথাকরণ)

(রঞ্জন ও পাঠান সৈনিক গণের সবেগে প্রবেশ)

র। (ইতস্ততঃ খুঁজিতে খুঁজিতে) কি আশ্চর্য্য ! একটা বালিকার কাছে পরাজিত হ'তে হ'বে। অরণ্য মধ্যে কোথায় যাবে ?—কতদূর ছুট্‌বে—চল, চল—

(সকলের প্রস্থান।)

(অমরচাঁদ ও রঙ্গমার প্রবেশ)

অ। মীবারের শেষ সীমা ত অনেকক্ষণ পরিত্যাগ ক'রেছি। তোমাদের রাজাজ্ঞা পালন করা হ'য়েছে। এখন যাও।

র। যা'রা যা'বার, তা'রা গিয়াছে।

অ। আর তুমি ?

র। কোথায় যাব ?

অ। কেন মীবারে ফিরে।

র। অধীনের উপর কেন এরূপ আদেশ কর্‌ছেন—

অ। তবে কি ক'র্‌তে চাও ?

র। আরও কিছু দূর যা'ব। আপনি এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহেন।

অ। স্বদেশ হ'তে বিতাড়িত—কলঙ্ক-লাঞ্ছিত রাজমন্ত্রীর নিরাপদ গমনের ব্যবস্থা কি স্বয়ং মীবার-রাজ ক'রেছেন।

র। না।

অ। তবে ?

র। সে কথা ব'ল্‌তে পারিনে। আমি শুধু কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌তে এসেছি।

অ। ভাল, অনুসরণ কর।

র। আপনি অগ্রসর হউন। রঙ্গরা এখান থেকে গোপনে পশ্চাদ্বর্ত্তী হ'বে।

অ। রঙ্গরা !

র। দেব।

অ। জান্‌তে পারি কি তুমি কে ?

র! আপনার কিঙ্কর।

অ। তোমার কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা ক'র্‌তে পারি ?

র। প্রভুর কোনও আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে দাস পরাঙ্মুখ নয়।

অ। বেশ ! দূরে কি একটি আর্ত্তস্বর শুন্‌তে পাচ্ছ ?

র। যেন পাচ্ছি।

অ। কি অনুমান কর ?

র। বোধ হয় কোনও বিধর্ম্মী পীড়িতা আত্মসম্মান হারা অসহায়া রমণীর করুণ ক্রন্দন !

অ। তবে এখনও নিশ্চিন্ত আছ কেন ?

র। দেব! কত দেখ্‌বো—কত রক্ষা কর্‌বো! প্রতিদিন যে কত শত মীবার কামিনী অত্যাচারীর পাশব অত্যাচারে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ছে, কে তা'র ইয়ত্তা করে দেব! মীবারে যদি সে লোক থাক্‌তো তবে এমন দেশের আজ এ অবস্থা কেন ?

অ। বুঝেছি। তুমি যাও—দেখ যদি একটী অবলার প্রাণ ও আজ রক্ষা ক'র্‌তে পার।

র। কিন্তু আপনাকে অসহায় রেখে—

অ। কিছু ভেবোনা—তুমি যাও।

র। কিন্তু যদি—

অ। না—সে ভয় ক'রোনা। আমার এ কঠিন প্রাণ, সহজে যা'বার নয়।

(রঙ্গরার প্রস্থানোদ্যোগ।

নেপথ্যে। আর ত পারিনে—রক্ষা কর—রক্ষা কর—

[একটি বিপন্না বালিকার প্রবেশ ও অমরচাঁদের পদতলে পতন]

অ। ভয় কি মা—ভয় কি! (সযত্নে উঠাইয়া) একি রঙ্গরা! এ যে দেহ অসাড়—নিস্পন্দ—চক্ষু নিস্প্রভ হ'য়ে গেল !

র। বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না দেব! অনেক ক্ষণ ক্লান্ত হয়ে দৌড়ে এসেছে, তাই ওরকম হ'য়েছে।

অ। না রঙ্গরা, দেখ দেখি।

র। (নিকটে যাইয়া) তাই ত প্রভু, ঠিক বলেছেন। বালিকা! তোমার এ অবস্থা কে করলে !

বা। (অতি কষ্টে) নারীধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে জহর খেয়েছি।

র। জহর খেয়েছ! ধর্ম্ম রক্ষা হ'য়েছে—?

বা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—(মৃত্যু)

র। তবে যাও বালা! যেখানে তোমার ন্যায় আরও সহস্র রমণী রাজস্থানের গৌরব রক্ষা ক'র্‌তে, অকালে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে, অবস্থান ক'র্‌ছে —যেখানে অত্যাচারীর অত্যাচার নেই—যথায় অনন্ত সুখ—অনন্ত শান্তি বিরাজমান—সেই পুণ্যময়ের পুণ্যাশ্রমে গিয়ে বিরাম লাভ করগে। দেব! অনুমতি দিন, পূতচরিত্রার সদ্গতি ক'রে আসি। একি! আপনি বালকের ন্যায় রোদন ক'র্‌ছেন! কৈ! আমার চক্ষে ত জল আস্‌ছে না—কি কঠিন প্রাণ আমার দেব!

অ। না—রঙ্গরা। চল আমিও যাই।

[মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া রঙ্গরা ও তৎপশ্চাৎ অমরচাঁদের প্রস্থান।]

(রতনসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

র। না। সুবিধা হ'ল না। সঙ্গে লোক ছিল! দেখি, এখনও কিছু করা যায় কি না—আর কোনও সুবিধা আছে কি না।—(প্রস্থান।)

[পট পরিবর্ত্তন]

[অরণ্য মধ্যস্থ ভগ্ন দেবালয়। দেবালয় মধ্যে অনাদৃত
ভবানী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তি সম্মুখে অঞ্জনা
কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্টা।]

অ। গীত।

প্রাণ দিয়ে প্রাণ পা'ব বলে,
সঁপিনু প্রাণ পদতলে।
আকুল প্রাণে, ব্যাকুল হ'য়ে,
ভাসি সদা আঁখি জলে॥

পড়ে তব প্রেম ফাঁদে,
প্রাণ যে মম সদা কাঁদে,
এস এস মোহন ছাঁদে,
রাখ্‌বো তোমায় হৃদকমলে ॥

মা ! এ কি দেখ্‌ছি মা ? রাজস্থানের রাজমহিষী আজ ভিখারিণী কেন মা ? ভারতপূজ্য মীবার ভূমি আজ রসাতলের নিম্নতম কূপে নিমজ্জমান ! সোণার-পুরী আজ চিতাভস্মময় দগ্ধমরুশ্মশানে পরিণত প্রায় ! নন্দন-কানন-সদৃশ অসীম সৌন্দর্য্যময়ী মিবার আজ দুরাচার পিশাচের আনন্দভূমি ! মিবার-বাসী আজ নির্জ্জীব, নিস্পন্দ ! যেন চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই—উৎসাহ নাই ! মীবার-কামিনী আজ নিরাশ্রয়া—নিঃসহায়ার ন্যায় পিশাচ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িতা ! আজ, হিন্দুর পবিত্র দেবালয় ভগ্ন চূর্ণ—বিগ্রহ অনাদৃত—উপেক্ষিত ! কেন মা ! কোথায় সেই আর্য্য গৌরব রাজপুত-বীর—যা'রা একদিন শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জলন্ত আত্মোৎসর্গে—ভারতের পূজ্য হ'য়েছিল ! কোথায় তা'রা !—যা'রা অলৌকিক আত্মত্যাগে—জীবনব্যাপী কঠোর সংযম ও সন্ন্যাসে পরম আনন্দ অনুভব কর্‌তো ! কোথায় তা'রা ! যা'রা অমৃতনিঃস্যন্দিনী বীণাতন্ত্রীর মনোমোহন ধ্বনিতে—আপনাদের মৃতগম্ভীর কণ্ঠস্বর মিলা'য়ে—কি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনে বিভোর হ'য়ে তোমার পূজা কর্‌ত মা ! আর তা'রা নাই !—তা'রা গিয়েছে ! নিষ্ঠুর কালের কঠোর আচরণে তা'রা সব একে একে চ'লে গিয়েছে ! কেবল তুমি আছ মা ! সত্যস্বরূপিণী—প্রেমময়ী—কেবল তুমি আজও উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত হ'য়েও স্থির সৌদামিনীরূপে বিরাজ কর্‌ছ ! আহা ! কি রূপ ! মায়ের আমার কি চিন্ময়ী মূর্ত্তি ! আবার প্রত্যক্ষ হও মা ! আবার তোমার ঐ অলোকসামান্য রূপ দেখে সুপ্ত বিশ্ব জাগ্রত হ'ক ! (অঞ্জনার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল পড়িল—অঞ্জনা বস্ত্রাঞ্চলে

মুছিয়া ফেলিল) না মা ! আর কাঁদবো না ! আজ আত্মবিসর্জ্জন দিতে এসেছি ! তোমার নারীত্ব তোমায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রো মা !

(অঞ্জনা উঠিয়া ভগ্ন দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল)।

সপ্তম দৃশ্য

পল্লীর অভ্যন্তর।

(কতিপয় রাজপুতের প্রবেশ)

১ম। দেথ ভাই। রাজ্যের যখন অধঃপতন ঘটে, তখন এমনি ক'রেই ঘ'টে থাকে।

২য়! কেন ভাই আবার কি হল ?

১ম। শোননি ? রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হ'য়েছেন।

৩য়। শুধু পদচ্যুত নয় --মীবার থেকে নির্ব্বাসিতও হ'য়েছেন।

২য়। বল কি ! তা হ'লে সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।

৪র্থ। তুমি জান, অমন নিরীহ মানুষ সহসা পদচ্যুত হলেন কেন ?

১ম। শুনলাম তিনি নাকি কু-অভিপ্রায়ে গোপনে মহারাণার প্রমোদ-উদ্যানে গিয়েছিলেন।

২য়। একথা তোমার বিশ্বাস হয় ?

১ম। বিশ্বাস ত সহজে হয় না—তবে কি জান ভাই—কলির রাজত্ব অবিশ্বাসও করতে পারিনে।

৩য়। আমি ত একথা কল্পনাও করতে পারিনে—

২য়। কি জানি ভাই, আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনে—বোধ হয় এর ভেতর কোনও ষড়যন্ত্র আছে।

(রঙ্গরার প্রবেশ)

র। কি বিষয় নিয়ে সব আলোচনা হচ্ছে—বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের কথা।

২য়। হ্যাঁ, তুমি তা'র কিছু জান না কি ?

র। কিছু কি ? আদ্যোপান্ত সব জানি।

২য়। জান যদি সমস্তটা ভাই খুলে বল না। আমাদের ত কিছুতেই বিশ্বাস হ'চ্ছেনা।

র। বিশ্বাস না হওয়াই ভাল। মোটা মুটি বল্‌ছি,—যা শুনেছ সব মিথ্যা—কতকগুলি বিদ্রোহী প্রজার একটা গূঢ় ষড়যন্ত্রের ফল।

২য়। আমিও একথা আগেই বলেছিলাম।

১ম। কি—কি ভাই ভেঙ্গেই বলনা।

র। বলছি শোন। জান বোধ হয়, রতন সিংহ মীবারের সিংহাসন লাভের জন্য খুব চেষ্টা কর্‌ছে, তার দক্ষিণ হস্ত হচ্ছে, এ সব বিষয়ে রঞ্জন। এখন রাজমন্ত্রী কার্য্যে বাহাল থাক্‌লে ত কোনও প্রকারে তা'দের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না, তাই অনেকদিন হ'তে রাজমন্ত্রীকে সরাবার চেষ্টা হ'চ্ছে। তার একটা উপায় চাই ত ! রাজরাণীর এক সহচরী আছে—রামপিয়ারী। সে না কি পূর্ব্বে রঞ্জনের কাছেই থাক্‌তো। সে দিন রামপিয়ারী রঞ্জনের পরামর্শে, মহারাণার নাম করে রাজমন্ত্রীকে প্রমোদ-উদ্যানে যেতে বলে। অমর-চাঁদ অত শত ভাবেন নি—পিয়ারীর কথায় প্রমোদ-উদ্যানে গিয়েছিলেন ; কিন্তু যা'বা মাত্রই সে রমণী চীৎকার করে উঠে। প্রমোদউদ্যানে রমণীর চীৎকার শুনে মহারাণা ও রাণী উভয়েই ব্যস্ত হ'য়ে এসে দেখেন, রাজমন্ত্রী। তখন পিয়ারী সুবিধা বুঝে তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে। তাই শুনে রাণা তৎক্ষণাৎ অমর-চাঁদ কে বিস্তর

তিরস্কারের সহিত মন্ত্রীপদ হ'তে বিচ্যুত করেন। মোট ঘটনা হচ্ছে এই। কিন্তু এর পূর্ব্বে আরও একটী পাপচক্র সংঘটন হয়েছিল। সে রাজমন্ত্রীর প্রাণ হরণ চেষ্টা। হায় হতভাগ্য আমি—জানিনা কোন মোহ বশে সে পাপকার্য্যে স্বীকৃত হ'য়েছিলাম! কিন্তু সে অবধি প্রাণে শান্তি নেই, যেন একটা অনুতাপানল অহরহঃ প্রাণ দগ্ধ কর্‌ছে। শোন ভাই যখন একটা কথা বলেছি, তখন সব কথা বল্‌বো। রঞ্জন আমাকে একবার দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করে—কি বিপদ সে কথা এখন শুনে কায নেই—কিন্তু সেই হতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে আবশ্যক হ'লে প্রাণ দিয়েও কখন তা'র যে কোনও উপকার কর্‌বো। সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দুষ্টমতি রঞ্জন আমারই উপর মন্ত্রীর জীবন নাশের ভার অর্পণ করে। সুখের বিষয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রঞ্জনের সেই পাপ প্ররোচনার পাপকার্য্য সফল হয় নি।

১ম। যাই বল ভাই, বিদ্রোহীর অত্যাচার বড় বেড়ে উঠেছে।

২য়। না ভাই, তা নয়। আমাদের মধ্যেই পরস্পরে তেমন সদ্ভাব নেই। তাই বিদ্রোহীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। আমাদের মধ্যে দৃঢ় একতা ও সদ্ভাব থাক্‌লে তা'রা কি কোনও অত্যাচার কর্‌তে পারে?

৩য়। আমি শুনেছি, মহারাণা না কি রাজ্যশাসনে বড় উদাসীন, তাই রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হ'য়েছে।

রঙ্গরা। ভাই, তোমাদের সকলের কথাই সত্য। বিদ্রোহী দস্যুর অত্যাচার ও আছে—আমাদের মধ্যে তেমন সদ্ভাব একতাও নেই—আর মহারাণারও রাজকার্য্যে উদাসীনতা আছে। কিন্তু ভাই আমাদের ভুলে গেলে চল্‌বে না ত, রাজার দুর্ব্বলতা, আমাদেরই ঢেকে রাখ্‌তে হবে—রাজার বিপদে আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব পণ করে রাজ্য রক্ষা কর্‌তে হবে। এতে আমাদের ছোট বড় সমস্ত স্বার্থ বলি দিয়ে, রাজার কার্য্যে একমন

একপ্রাণ হ'তে হ'বে। অম্লানবদনে, অকাতরে, অকুণ্ঠিত ভাবে—রাজার জন্যে—দেশের জন্যে—হাস্‌তে হাস্‌তে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পন করতে প্রস্তুত হ'তে হ'বে। আমরা বীরের জাতি—আমরা রাজভক্ত প্রজা। রাজভক্তি আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে অস্থিমজ্জার সঙ্গে বদ্ধমূল আছে—সে কি কখনও জীবন থাকতে শিথিল হ'তে পারে ভাই!

(কৌতুহল পরায়ণ এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

আগন্তুক। শুনেছ ভাই! মহারাণার না কি বিশ্বাস হয় নি, রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হ'য়েছে। তাই আজ নিজে রাজ্য পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন।

রঙ্গরা। সঙ্গে কোনও লোক আছে দেখ্‌লে?

আ। আছে, জলিমসিংহ আর কতকগুলি ক্ষিপ্ত প্রজা।

রঙ্গরা। একা জলিম—আর কেহ নাই?

আ। না। একথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন ভাই?

রঙ্গরা। রাজা,—ঈশ্বর—দেবতা। এ অরাজক রাজ্যে যদি কেহ রাজার অবমাননা করে—যদি কেহ ঈশ্বরের প্রতি বীতরাগ হ'য়ে থাকে—যদি কেহ দেবতার দেবত্ব নষ্ট করতে উদ্যত হয়—কিছুই বিচিত্র নহে—তা' হ'লে জলিমসিংহ একা রাখ্‌তে পারবে না। আমি চল্লাম, তোমরাও এস। হাজার বিপদ হ'লেও রাজার বিপদে বুক পেতে দেব।

[রঙ্গরা ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

[পল্লীর এক নিভৃত অংশ। অনেক গৃহ জন্য শূন্য। কোথাও জীর্ণবসন অনশনক্লিষ্ট দু'একটি প্রজা গৃহদ্বারে করে কপোল রাখিয়া চিন্তায় কাতর।]

(অরিসিংহ, জলিম সিংহ, রাজপুত নাগরিকগন, ক্ষেত্রপাল ও অন্যান্য প্রজাগণের প্রবেশ।)

জনৈক প্রজা। মহারাণা! আপনি এতক্ষণ নিজে চ'খে দেখ্‌লেন ত আপনার সোনার মীবার কেমন পিশাচের প্রেতলীলাভূমি হ'য়েছে!

মহারাণা! না দেখ্‌লে, আপনার এতটা বিশ্বাস হ'ত না। ঐ আবার দেখুন, একে একে সব পল্লীগৃহস্থ গৃহ শূন্য ক'রে কেহ দেশ ত্যাগী হ'য়েছে কেহ বা নিষ্ঠুর কালের নির্ম্মম কবলে আত্ম বিসর্জ্জন ক'রে ইহকালের মত শান্তি লাভ ক'রেছে।

(নির্ব্বাকভাবে সমস্ত দেখিতে দেখিতে অরিসিংহ ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

[দৃশ্যান্তর]

[পল্লীপ্রান্ত—পথ। একটি রাজপুত-রমণী আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। সহসা একজন দস্যু আসিয়া তাহার আহার্য্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া গেল—পরক্ষণেই, রমণী আত্মসংবরণ করিতে না করিতে অপর একজন দস্যু আসিয়া বলপ্রয়োগে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং তাহার হস্তস্থিত বলয় ও কর্ণের কুণ্ডল লইয়া প্রস্থান করিল। রমণী সংজ্ঞাহীনার ন্যায় পড়িয়া রহিল।]

(নেপথ্যে) দেখুন মহারাণা! দেখুন, দেখুন, (বলিতে বলিতে রাজপুত প্রজাগণ, জলিমসিংহ ও অরিসিংহের প্রবেশ)

জনৈক প্রজা। চখের সাম্‌নে, দিনে দুপুরে কি নৃশংস পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটন হ'ল দেখ্‌লেন মহারাণা! এমন নিত্য কত হ'চ্ছে, কে তা'র ইয়ত্তা করে! কেহ দেখবার নাই—কেহ শুন্‌বার নাই!—এ রাজ্যে রাজা উদাসীন—প্রজা অসহায়—রমণী নিরবলম্বা—নিরাশ্রয়া—আত্ম-সম্মানহারা! হা ঈশ্বর! এ রাজ্যের মঙ্গল কোথায়?

অরিসিংহ। বুঝ্‌তে পেরিছি সব। আর ব'ল্‌তে হ'বে না—আর আমার কিছু দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। আমার যথেষ্ট চৈতন্য হ'য়েছে। বল, তোমরা কি চাও ? বল, আমাকে কি ক'র্‌তে হ'বে ! তোমারই বল, কি ক'র্‌লে এখনও সকল দিক রক্ষা হয় !

জনৈক প্রজা। আপনি রাজমন্ত্রী অমরচাঁদকে ফিরিয়ে আন্‌বার আদেশ দিন।

অরি। (সহসা উত্তেজিত ভাবে) কা'কে ? সেই বিশ্বাস ঘাতক বিমূঢ় মন্ত্রীকে ? যে হিতাহিত বিবেক পরিত্যাগ ক'রে, ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়ে, দস্যু তস্করের মত রাজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হ'য়ে রমণীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল !

জলিমসিংহ। মহারাণা ! আপনি যা' দেখেছিলেন, তা' বিদ্রোহী প্রজার একটি গূঢ় ষড়যন্ত্রের ফল। আপনি বুঝ্‌তে পারেননি, তাই ভ্রমান্ধ হয়ে, কৃতজ্ঞতার পবিত্রমস্তকে পদাঘাত ক'রে, উপকারী সুহৃদের প্রতি এমন নির্ম্মম ব্যবহার ক'রেছেন। আপনি মোহবশে ভুলে গিয়েছিলেন, কি জীবন্ত তাঁ'রস্বদেশ প্রেমিকতা—কি উচ্চ তাঁ'র জীবনের আদর্শ—কি মহৎ তাঁ'র রাজভক্তি—কি পবিত্র তাঁ'র চরিত্রমন !

অরি। আমার এত ভুল হ'য়েছিল !

জনৈক প্রজা। তাই হ'য়েছিল মহারাণা ! এ দুঃসময়ে তিনি ব্যতীত এই অশান্তি অনল কেহ নির্ব্বাপিত ক'র্‌তে পার্‌বে না।

অরি। বেশ ! তোমরাই তাঁ'কে ফিরিয়ে আন। তোমরাই তাঁ'র পরামর্শে যদি পার, তবে এই জীবশূন্য, মরুশ্মশানে পরিণত মীবার কে নব প্রাণ দানে সঞ্জীবিত করো !

(সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—(*)—

(মীবারের প্রান্তভাগ—অরণ্য সমীপস্থ পথ)।

[পুরুষ বেশে অঞ্জনার প্রবেশ]

অ। এমন্ ক'রে কতদিন আত্মরক্ষা কর্‌তে পারবো। কতদিন লক্ষ্যহীন গ্রহতারার মত এমন্ ক'রে ঘুরে বেড়াব? কোথায় যাব? কত ঘুরবো? কেন আমি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত্ কর্‌লাম। কেন আমি আপনার শির আপনার হতে কাট্‌লাম—জেনে শুনে কেন আমি গরল পান কর্‌লাম—কেন আমি হেলায় রতন হারালাম—

গীত।

আমি রতন-হারা হয়েছি।
সাধে বাদ আপনি সেধে, কেঁদে শুধু দুঃখ স'য়েছি॥
আমার হ'য়েছিল এম্‌নি অভিমান,
দু' হাতে কণ্ঠ ভ'রে বিষ ক'রেছি পান,
গরলের দারুণ জ্বালায় পাগল পারা, তবু আশার আশে রয়েছি॥

বিশ্ব ঘুর্‌ছে, আমিও ঘুর্‌ছি। জানিনে বিশ্ব কা'কে পা'বা'র জন্যে, কা'র দর্শন আশায়, কোন অমূল্য নিধি লাভ ক'র্‌তে সৃষ্টির সেই শুভ প্রথম মুহূর্ত্ত হ'তে আজ ও ঘুরে বেড়াচ্ছে—তা'র বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই! কিন্তু আমি? আমি যাঁ'র আশায়, আত্মগোপন ক'রে, তৃষিতা চাতকীর ন্যায়, সম্মুখে পশ্চাতে সহস্র বিপদ রেখে, শঙ্কিত প্রাণে এতদিন ঘুর্‌ছি,—একবারও কি তাঁর দেখা পাব না—? পা'ব—অবশ্য পা'ব—অঞ্জনা কলঙ্কিনী নয়—

(দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ)

(পরক্ষণেই উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া) কিসের যেন শব্দ কাণে আস্‌ছে। শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি শুনে বোধ হ'চ্ছে কে যেন সন্তর্পণে এ দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। (নেপথ্যে চাহিয়া) তাইত ! অতি ধীরে ধীরে কা'রা আস্‌ছে। ওদের চিনি—সেই নর পিশাচ—রঞ্জন ! আর সেই ছদ্মবেশী পাঠান সৈনিকগণ। কিন্তু কেন আস্‌ছে ? যেন কি অন্বেষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এদিকে আস্‌ছে ! এরা কি আমার ছদ্মবেশ বুঝ্‌তে পেরেছে ? তাই এখানেও অনুসরণ ক'রেছে—এত করে আত্ম-গোপন ক'রেও আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না ! না—দেখি, যতক্ষণ পারি আত্মরক্ষা ক'র্‌বো—যাই—পালাই—ঐ এসে পড়্‌লো—

(প্রস্থানোদ্যোগ—কিন্তু শঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়া)

না—পালাতে চেষ্টা কর্‌বো না—পার্‌বো না—(বক্ষদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া) দেখো—নির্ম্মম অসি ! বিপদের বন্ধু—আজ যদি আমার কোনও বিপদ ঘটে, তুমি যেন অবিশ্বাসী হ'য়োনা ! মা ভবানি !—অয়ি, মহারূপা মহাশক্তি ! আজ এই অবলার হৃদয়ে তোমার শক্তির অণুকণাও অনুভব কর্‌তে অবসর দাও !

[একটি বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান।]

[রঞ্জন ও পাঠান সৈনিকগণের প্রবেশ।]

১ম সৈ। সব চেষ্টাতেই ত বিফল মনোরথ হওয়া গেল। আমাদের এখন কি ক'র্‌তে বলেন ?

র। আমি বল্‌ছি কি তোমরা দু'দিন মীবারের প্রান্তভাগে গোপনে অবস্থান করগে। কথাটা একটু রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছে। দু'দিন চাপা থাক তা'র পর পুনরায় চেষ্টা দেখা যা'বে।

১ম সৈ। কিন্তু দু'দিন থাক্‌বার সময় ত আর আমাদের নাই। দু'দিন

অতিবাহিত হ'য়ে. গিয়েছে—আর একদিন মাত্র অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি। আপনি তিন দিনের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন।

র। ভাল। দিনেকের তরেও অপেক্ষা কর।

১ম সৈ। তা'র পর দিনান্তে আপনার সাক্ষাৎ কোথায় পাব?

র। এইখানে—

১ম সৈ। কখন?

র। সন্ধ্যার পর—

১ম সৈ। যদি না পাই?

র। আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌ছ?

১ম সৈ। না। তবে স্মরণ রাখ্‌বেন, আপনি প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ হ'লে, আমাদের প্রতি উজীরের অন্যরূপ আদেশ আছে।

র। সে কি?

১ম সৈ। বল্‌তে নিষেধ। তবে এই মাত্র জানাতে পারি যে আপনার পক্ষে বড় শুভ নয়। আমরা এখন আপনার কথামত গমন কর্‌ছি। বোধ হয় কোন ব্যক্তি এদিকে আস্‌ছে। কাল সন্ধ্যার পরে দেখা হ'বে।

(সৈন্যগণের প্রস্থান।)

র। মনে একটু ধোঁকা লাগিয়ে দিয়ে গেল। ওদের ওপর আবার কি আদেশ? বোধ হয় অর্থ প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে বল্‌বে। তাই কি? না আর কিছু—

(রতন সিংহের প্রবেশ।)

রতন। এই যে! রঞ্জন তুমি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

র। একটু প্রয়োজনে এদিকে এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, ভালই বল্‌তে হ'বে। পাঠানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছি—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু মুস্কিলেও পড়েছি।

রতন। কি মুস্কিল রঞ্জন ?

র। যে প্রলোভনে পাঠানকে বশীভূত করে সহস্রাধিক মুদ্রা গ্রহণ করেছি, সে দ্রব্য লাভে বিফল মনোরথ হ'য়েছি ! দু'দিন চেষ্টা সত্বেও কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌লাম না। যে দুটী সহজ সন্ধানে ছিল, তার একটি নিরুদ্দেশ, আর একটি বোধ হয় প্রাণত্যাগ ক'রেছে। ভাবছি এখন উপায় কি ?

রতন। বুঝতে পেরেছি রঞ্জন। যখন একটা উপায় স্থির ক'র্‌তেই হ'বে, তখন এস বিবেচনা ক'রে দেখি। সিন্ধিয়া আমার প্রস্তাবে এক রকম সম্মত হ'য়েছে। আমাকে আর একবার তা'র কাছে যেতে হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ কিন্তু নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।)

না—একটু অপেক্ষা কর রঞ্জন। ঐ দেখ অনেক লোক কি জল্পনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফিরে আস্‌ছে। একবার প্রকৃত তথ্য জান্‌তে হ'বে—কোথায় গিছ্‌লো—কেন ফিরে আস্‌ছে।

(নেপথ্যে) ভাল ! এতদিন যখন সহ্য ক'র্‌তে পেরেছি—তখন আরও কিছুদিন স'য়ে দেখি। যদি কোনও প্রতীকার না হয়, তখন যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রে লওয়া যা'বে !

(কতকগুলি রাজপুত নাগরিকের প্রবেশ।)

রতন। মীবারের প্রজাগণ ! জান্‌তে পারি কি তোমরা দলবদ্ধ হ'য়ে কোথায় গমন করেছিলে ?

১ম। রাজপ্রাসাদে—

রতন। কেন ?

১ম। কেন ? আপনি যদি মীবারের প্রজা হ'ন, তবে বল্‌বার আবশ্যক হ'বে না—আর যদি তা' না হ'ন, তবে শুনে প্রয়োজন নাই।

রতন। বেশ ! বুঝ্‌তে পেরেছি। নিজেদের মর্ম্মবেদনা জানা'তে রাজপ্রাসাদে গিছ্‌লে। মহারাণা কি আদেশ দিলেন ?

১ম। প্রতীকার কর্‌বেন।

রতন। কতদিনে?

১ম। যতশীঘ্র রাজমন্ত্রী প্রত্যাগমন করেন।

রতন। কোন মন্ত্রী?

১ম। অমরচাঁদ।

রতন। মহারাণা না তাঁকে নিজে দেশত্যাগী কর্‌বার আদেশ দিয়াছিলেন।

১ম। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সে তাঁর ভ্রম হ'য়েছিল।

রতন। (চিন্তা)।

১ম। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

রতন। আর একটি মাত্র কথা।

১ম। কি?

রতন। বল্‌তে পারেন, রাজমন্ত্রীর সন্ধানে কা'রা ব্যাপৃত হ'য়েছে?

১ম। আমরাই তাঁকে অন্বেষণ করছি।

২য়। কিন্তু আপনি এ সব প্রশ্ন উত্থাপন কর্‌লেন কেন?

রতন। হতভাগ্য মীবার-প্রজা! তোমরা আজ রাণার মিথ্যা আশ্বাসবাণী শুনে হৃদয়কে প্রবোধ দান ক'রেছ। তোমরা জাননা মীবারের রাজমন্ত্রীকে ইহলোকে কেহ অনুসন্ধান ক'রে পাবে না!

সকলে। সে কি?—

১ম। রাজমন্ত্রী কি আত্মহত্যা করেছেন?—

রতন। (স্বগতঃ) এই সুযোগ—দিই, শান্ত প্রজার হৃদয়ে বিদ্রোহবিষ ঢেলে দিই (প্রকাশ্যে) না—মহারাণার আদেশে গোপনে তাঁর প্রাণ বধ করা হ'য়েছে।

২য়। এ কথা মীবারের কেহ জানে না?

রতন। না।

১ম। মিথ্যা কথা—

রতন। যদি চক্ষুকে অবিশ্বাস করতে না হয়, তবে এ কথা অলীক নয়। হতভাগ্য আমি। আমি নিজে সে শোচনীয় দৃশ্য দেখে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাচ্ছি!

সকলে। (অত্যন্ত অধীর ও ক্ষিপ্তবৎ হইয়া) চল, ফিরে চল, আবার রাজ-প্রাসাদে—জেনে আস্‌বো—এ কথা অলীক কি না—রাণার এ শুধু মিথ্যা স্তোক বাক্য কি না—চল, জেনে আস্‌বো এ কষ্টের একটা প্রতীকার কর্‌তেই হ'বে।

রতন। তোমরা কি চাও? যদি নষ্ট সুখ শান্তি ফিরে পেতে ইচ্ছা কর—যদি দারিদ্রের কশাঘাতে আর নিপীড়িত হ'বার বাসনা না থাকে—যদি পত্নীপুত্র নিয়ে এ সোণার নীবারে আবার শান্তিময় সংসার প্রতিষ্ঠা করবার অভিলাষী হ'য়ে থাক—তবে বল আমার সহায় হ'বে? আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তোমাদের সকল দুঃখ অপনোদন করবো।

২য়। বেশ! আমরা সম্মত আছি। আপনি আমাদের দুঃখ অপনোদন কর্‌তে যে টুকু শক্তি নিয়োজিত কর্‌বেন—আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হ'ব না।

রতন। তবে এস রাজপুতবীর। আপনাপন শক্তির কথা ভুলে যেওনা। এই নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল অসি স্পর্শ করে শপথ কর সকলে আমার সহায় হ'বে।

রাজপুত-গণ। (অসি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল)

অঞ্জনা। (ব্যস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া) ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না—

(সকলে আশ্চর্য্য হইয়া নিরস্ত হইল)

অসি স্পর্শ করে শপথ ক'রো না—রাজদ্রোহীর মিথ্যা বাক্যে ভুলো না রাজমন্ত্রী জীবিত আছেন।

রতন। (প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া—পরক্ষণেই ক্রোধ সহকারে) মিথ্যা কথা!—কে তুমি প্রবঞ্চক?—নিরীহ প্রজাদের ফের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান কর্‌ছ?

অঞ্জনা। (সকাতরে প্রজাদের মুখের দিকে চাহিয়া) না—না, মিথ্যা আশ্বাস নয়—আমি প্রবঞ্চক নহি—আমি মিথ্যা কথা বলিনি! মীবার-সন্তান! তোমরা জাননা, কি নরপিশাচ এই দুই ব্যক্তি—কি কপটতা-পূর্ণ নীচ হৃদয় এদের। শুন্‌লে বিশ্বাস হ'বে না—এরা এক উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা—এক রাক্ষসী পিপাসা নিয়ে নিশিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে! এরা রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ ক'রে—রাজপুত হ'য়ে, রাজপুত-রমণীর মর্য্যাদা হানি করেছে! নিরীহ রাজপুত-প্রজার শান্ত হৃদয়ে তীব্র বিষ ঢেলে দিয়ে চারিদিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জলিত করেছে! দেখ, মীবার-সন্তান! তোমরা চেয়ে দেখ—লীলাময়ী প্রকৃতি-পালিতা স্বর্ণপ্রসূ মীবারের চারিদিকে আজ কি হাহাকার! ভারতপূজ্য মীবার-কামিনীর আজ কি দুর্দ্দশা! আজ তা'রা অসহায়া হ'য়ে বিদেশী দস্যুর পাশব অত্যাচারে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ছে! আজ মীবারে এমন কেহ নাই, তাদের রক্ষা করে! কিন্তু ছিল—একদিন ছিল—যখন মীবার-সন্তান অবলার মান রক্ষা কর্‌তে—অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রেছে—যা'রা নিজের দেশ রক্ষা ক'র্‌তে হৃদয়রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রজ্জলিত বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত ক'রেছে! আজ তোমরা, তোমাদের সেই পিতৃপুরুষের অপূর্ব্ব শক্তি—হৃদয়ের সেই দৃঢ় বল হারিয়ে—এক নির্ম্মম মোহের ছলনায় রাজদ্রোহী হ'তে যাচ্ছ জান না রাজ-দ্রোহিতা কি মহাপাপ!—রাজ-দ্রোহীর কি দুরপনেয় কলঙ্ক—কি কঠিন তাহার প্রায়শ্চিত্ত!

[অঞ্জনার উক্তিকালে সকলের অজ্ঞাতসারে
রতন সিংহ ও রঞ্জনের প্রস্থান।]

জনৈক রাজপুত। (উত্তেজিত ভাবে) ঠিক বলেছ যুবক। যদি প্রতিকার

ক'র্‌তে হয় আমরা ক'র্‌ব—রাজদ্রোহী হ'ব কেন ? রাজা যদি উদাসীন হ'ন, প্রজার কর্ত্তব্য রাজ্য রক্ষা করা—বিদ্রোহী হওয়া নয়।

২য়। যথার্থ কথা। আজ নিজেদের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি। উঃ—কি মিথ্যা মোহে—কি কঠিন কার্য্য ক'র্‌তে অগ্রসর হয়েছিলাম ! ধন্য যুবক—ধন্য তুমি—সার্থক তোমার জন্ম—ধন্য তোমার জন্মভূমি ! আজ এমনভাবে তাই তুমি আমাদের ভুল বুঝিয়ে দিলে !—

৩য়। তবে এস, আবার রাজমন্ত্রীর অন্বেষণ ক'রে দেখি। আমারও যুবকের কথাই সত্য অনুমান হ'চ্ছে। নতুবা সে দু'ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে এথান থেকে চলে যাবে কেন ?

[সকলের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অঞ্জনার প্রতি চাহিয়া প্রস্থান।

অঞ্জনা। আজ হৃদয়ের গুরুভার যেন অনেকটা লাঘব হ'য়ে গেল। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারচিনা। যাই—ঐ অংশুমালী অস্তাচলপারে চলে পড়েছেন। আমার অনেক শত্রু। রতনসিং ও রঞ্জনের প্রত্যেক কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে।

[প্রস্থান।]

[রতন ও রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ]

রতন। রঞ্জন ! রঞ্জন ! এতদূর অগ্রসর হ'য়ে সমস্ত কি বিফলে যাবে ?

রঞ্জন কি ক'র্‌তে আদেশ করেন ?

রতন। একবার যে কার্য্যে নিয়োজিত হ'য়েছিলে রঞ্জন ! আবার সে চেষ্টা দেখ। না হ'লে সব কল্পনা-সব মৎলব ভেসে যায়। দেখ, অন্বেষণ কর, কোথায় সেই রাজমন্ত্রী। জগৎ থেকে তা'র অস্তিত্ব একেবারে লোপ ক'রে দাও—যেন মানবচক্ষু তা'কে আর ইহলোকে খুঁজে বার ক'র্‌তে না পারে।

রঞ্জন। একদিন অপেক্ষা ক'র্‌লে হয়না?

রতন। একদিন—কেন রঞ্জন? বুঝতে পেরেছি, তুমি পাঠান সৈনিকদের কথা ভাব্‌ছ। সে কৈফিয়ৎ আমি দেবো। তুমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'রো না—যাও—প্রাণ দিয়েও কার্য্য উদ্ধার ক'র্‌তে হ'বে।

রঞ্জন। উত্তম। জীবিত ফির্‌লে রাজমন্ত্রীর মস্তক নিয়ে প্রত্যাগমন কর্‌বো।

রতন। উঃ—নিশ্চিন্ত হ'তে পারচিনে। এত আশা—এত উদ্যম, সব যাবে; শেষে ঘৃণিতের মত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে মর্‌তে হ'বে। না—কখনও না। আমার দৃঢ় সংকল্প, শত্রুনিপাত। আগে রাজমন্ত্রী—তা'র পর, অরিসিংহ! জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যুঝ্‌বো—দেখ্‌বো কৃতকার্য্য হই কি না—এস, রঞ্জন—এস—সময় ব'য়ে যায়— (প্রস্থান।)

(অঞ্জনার পুনঃ প্রবেশ)

অ। এ কি শুন্‌লাম! কি শুন্‌লাম! কা'কে এ কথা বল্‌বো—এ বিদ্রোহী প্রজাদের কা'কে বিশ্বাস ক'রে এ কথা প্রকাশ ক'র্‌বো—কে প্রতীকার ক'র্‌বে! হয়ত এ ষড়যন্ত্র এখন ও কেহ টের পাই নি—হয় ত এখনও একজন মাত্র প্রজার হৃদয় ভিন্ন আর কা'রও অন্তঃকরণে এ বিষ প্রবিষ্ট হয় নি। কিন্তু কি ক'রে জান্‌তে পার্‌বো—কে রক্ষা ক'র্‌বে! শুনে অবধি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনে। কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ব! আমি ক্ষুদ্র প্রাণী—অবলা। আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত কর্‌লে যদি প্রতীকার হয়, তা' কর্‌তে পারি। কিন্তু রমণীর যে প্রতিপদে বিপদ সম্ভাবনা! তবে কি এ জন্মের মত আর মহারাণার দেখা পা'ব না; তবে কি অঞ্জনা কলঙ্কিনী র'য়ে যা'বে? না—তা' হ'বে না—তা' হ'তে দেব না। অঞ্জনা রাজপুত রমণী! দেখো বিধাতা! আমার সংকল্পে বাধা দিয়ে তুমি যেন বাদী হওনা!

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

সরোবর তীরে প্রমোদকুঞ্জ।

(মর্ম্মর প্রস্তরোপরি শক্তিমতী আসীনা পার্শ্বে রামপিয়ারী দণ্ডায়মানা)

সখীগণ। (গীত।)

মৃদুল অনিল বহে ধীরে।
তনু শিহরে, পরশি' সমীরে ॥
দিগন্ত ব্যাপিয়া, গাহিছে পাপিয়া,
—জ্যোছনা মাখিয়া—
আকুল বিকুলি প্রাণে,
বিটপির শিরে ॥
(কিবা) নীল গগণ কোলে,
হেসে পড়ে চাঁদ ঢলে,
—সরসী সলিলে—

ঐ লহরী মালা,　　অঙ্গে অমিয় ঢালা,

—কুলু কুলু, কুলু কুলু—

রঙ্গে ভঙ্গে কত ধাই'ছে তীরে ।

প্রমোদিনী কুমুদিনী,

বিলাসে মগনা ধনি,

(ধরি) শশধরে হৃদি'পরে সরসানীরে ॥

[নৃত্য করিতে করিতে অন্তরালে প্রস্থান ।

(অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে অরিসিংহের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে মর্ম্মর প্রস্তরে উপবেশন)

শ । মহারাণা যেন আজ বড় বেশী কি ভাব্‌ছেন !

অ । বাস্তবিক মহিষি ! এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম এখন যেন কিছু ভাবনা বেড়েছে ।

শ । কিসের ভাবনা এত মহারাণা ?

অ । রাজ্যের চিন্তা রাণি ! এতদিন রাজমন্ত্রীর হস্তে সমস্ত ধন, রত্ন, মান, মর্য্যাদা অর্পণ করে কি সুখেই দিন অতিবাহিত করছিলাম—বুঝতে পারিনি—বুঝতে চেষ্টাও করিনি, রাজ্যে কি ভয়ানক অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত —রাজ্য শাসন কি কঠিন কার্য্য ! কিন্তু এখন মন্ত্রীহীন রাজ্য নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছি ।

শ । কেন মহারাণা ! এক মন্ত্রী গেলে কি আর মন্ত্রী হয়না ?

অ । তেমনটী হয় না রাণি ! যেমনটি গিয়েছে আর তেমন হয় না ! বিশেষতঃ এখন বিদ্রোহী প্রজাদের ভিতর কা'কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে আমার এ স্বর্ণপ্রসূ মীবার রাজ্যের মন্ত্রীত্ব পদে বরণ করবো ? (স্বগতঃ) হা ভগবন ! কি দুর্ম্মতি দিয়েছিলে আমাকে ! কি কামোন্মত্ত হ'য়ে অলস বিলাসে এতদিন কালক্ষেপণ করেছি । যা'র ফলে আজ

আমি রাজপুত কুলসম্ভ্রম—আর্য্যবিজয়গৌরব—আত্মমান মর্য্যাদা—সব বিসর্জ্জন দিতে বসেছি!

পিয়ারী। বেশী ভাব্‌বেন না মহারাণা!

অ। কে? রামপিয়ারী! পিয়ারী হাম্বির কোথায়?

পি। বোধ হয় খেলা কর্‌ছে।

অ। একবার ডাক দেখি।

পি। যাই— [পিয়ারীর প্রস্থান।

অ। কতক প্রজাকুল কি বল্‌ছে জান মহিষি!

শ। কি মহারাণা?

অ। তা'রা বল্‌ছে, পিয়ারীর কথায় একেবারে ক্রোধান্ধ হ'য়ে মন্ত্রীকে রাজকার্য্য হ'তে পদচ্যুত করা যুক্তি সঙ্গত হয় নি। মন্ত্রীকেও কোনও কথা বলবার অবসর দিই নি। হয় ত বা আমি ভুল করেছি!

(পিয়ারীর পুনঃ প্রবেশ)

পি। কি ভুল মহারাণা?

অ। কিছু নয় পিয়ারী।

পি। না বলুন, আমি বুঝতে পেরেছি। মহারাণা আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌ছেন।

অ। তুমি দুঃখিতা হয়োনা পিয়ারী!

পি। না মহারাণা—দুঃখিতা হ'ব কেন? কিন্তু ভাবুন দেখি, সে দিন প্রমোদ উদ্যানে হতভাগিনীর পরিবর্ত্তে যদি মীবারের রাজ-মহিষী উপস্থিত থাক্‌তেন, তা হ'লে আপনি কি কর্‌তেন। মহারাণা, অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন তার জন্য অনুতাপ কেন? মন্দ অভিপ্রায় না থাক্‌লে, গোপনে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে কেন? জানি না মহারাণা, অকারণ এত ভাব্‌ছেন কেন?

অ। না, আর ভাববোনা! কৈ হামির কোথায়!

পি। চাঁদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে কর্‌তে উদ্যানের সেই বড় শ্বেত পাথরের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর ডেকে তুল্‌লাম না।

অ। কিন্তু ঐ দেখ পিয়ারী, তোমার পেছনে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে কে আস্‌ছে!

(হামিরের প্রবেশ।)

শ। এস বাবা! আজ এমন অসময়ে ঘুমিয়েছিলে কেন?

হা। খেলা কর্‌তে কর্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। কিন্তু একটী স্বপন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে মনে বড় ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়ি মহারাণাকে দেখ্‌তে আস্‌ছি।

শ। কেন মহারাণাকে কেন? কি স্বপন দেখেছ যাদু!

হা। বল্‌বো—হ্যাঁ মহারাণা! বল্‌বো?

অ। বল্‌বে, তার অনুমতি চাচ্ছ কেন হামির! কোনও কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ?

হা। হ্যাঁ। স্বপনে দেখছিলাম, যেন রাজ্যশুদ্ধ লোক নিয়ে মহারাণার সঙ্গে আমি মৃগয়া কর্‌তে গিয়েছি—বন্য পশু খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এক গভীর অরণ্যে গিয়ে পড়লাম। সে কি অন্ধকার! দ্বিপ্রহরে ও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ কর্‌তে পারে না। অরণ্যে যেতে যেতে আমার মনে হঠাৎ কেমন একটা ভয় হ'ল। মনে মনে ভাব্‌ছি মহারাণাকে ফিরে যেতে বলি, এমন সময়ে একটী বন্য মৃগ দেখে মহারাণা তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম। তার পর দেখলাম, মহারাণা সেই মৃগটীকে প্রায় পরাস্ত করে, বধার্থে যেমন বর্শা উত্তোলন করেছেন, অমনি কোথা থেকে আর একটা বর্শা এসে তাঁর হৃদয় বিদ্ধ কর্‌লে। তিনি আর্ত্তস্বরে পড়ে গেলেন।

ভয়ে আমি চম্‌কে উঠলাম—ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই তাড়াতাড়ি মহারাণাকে দেখ্‌তে আস্‌ছি!

শ। ও কিছু নয় হামির। অলীক স্বপনে বিশ্বাস কর্‌তে নেই। তুমি সদাসর্ব্বদা মৃগয়ার কথা ভাব কি না, তাই অমন দুঃস্বপন দেখে থাক্‌বে! তুমি পিয়ারীর সঙ্গে প্রাসাদে যাও।

[পিয়ারীর সহিত হামিরের প্রস্থান।

অ। (জনান্তিকে) কিন্তু মহিষি! বালকের কথায় হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী গুলি একসঙ্গে ঝাঁৎ করে বিষাদের সুর জাগিয়ে তুল্‌লে। আজ বহুদিন পরে আবার সেই গণকের কথা স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে। সংসার জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র বালকের স্বপ্ন বৃত্তান্তের সঙ্গে, গণক কথিত অদৃষ্টলিপির কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছ মহিষি! বোধ হয় সত্য সত্যই হামিরকে মীবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখ্‌তে অবসর পা'ব না।

শ। ছি! মহারাণা! একে বালকের কথা, তা'য় স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। আপনি অমন অন্যায় রকমে মন খারাপ কর্‌বেন না। চলুন অনেক রাত হ'য়েছে। প্রাসাদে ফিরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রতন সিংহের বাটী

(একটি সজ্জিত কক্ষ)

(রতনসিংহ)

র। রঞ্জনের অনুরোধ—পাঠান সৈনিকদের বুঝিয়ে বলা। না শুন্‌লে, কোনও কৌশলে তা'দের রঞ্জনের অন্বেষণ হ'তে নিবৃত্ত করা—আবশ্যক বিবেচনা কর্‌লে, অর্থ প্রত্যর্পণ করা। পাঠানকে এর মধ্যে জড়িয়ে আনা বড় শুভ হয় নি। কিন্তু এখন অনুপায়। দেখি কার্য্যেক্ষেত্রে কতদূর কি দাঁড়ায়। * * * * অমরচাঁদ গেল—গেল বই কি—রঞ্জন যখন শপথ করে গিয়েছে জীবিত ফির্‌লে রাজমন্ত্রীর মস্তক নিয়ে ফির্‌বে—তখন ও যাওয়ার মধ্যেই—তাই বলছিলাম, অমরচাঁদ গেল—ভেবেছিলাম প্রজাদের হস্তগত কর্‌বো—কতকটা ত করেও ছিলাম; কিন্তু কে সে যুবক—যে আমার সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলে! যে আমার সযত্নে রোপিত আশা তরুমূলে নির্ম্মম কুঠারাঘাত কর্‌লে! কে সে যুবক? প্রশান্ত সরল নয়নে কি তেজোদৃপ্ত মর্ম্মভেদী তীব্র চাহনি তা'র—কোমলতাময় করুণ কণ্ঠে কি বীরত্ব ব্যঞ্জক দৃঢ় স্বর তা'র—যে আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থলের গুপ্ত মন্ত্রণা বর্ণে বর্ণে সকলের সমক্ষে এমন ভাবে প্রকাশ করে দিলে। সে কে?—কে সে?—আগে তাই জান্‌তে হ'বে—আবশ্যক হ'লে তা'র উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে হ'বে—তা'রপর পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ব।

(জনৈক প্রণিধির প্রবেশ)

কি সংবাদ তোমার?

প্র। (অভিবাদনান্তে) সংবাদ বোধ হয় অশুভ. নয়। সিন্ধিয়া রাজ সম্ভবতঃ আপনার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এই তাঁর পত্র—দেখুন—

(পত্র প্রদান)

র। (আগ্রহের সহিত পত্রপাঠ—পাঠান্তে কিছু চিন্তিত হইয়া) মাধাজী স্বীকৃত হ'য়েছেন বটে—কিন্তু অতি কঠিন সর্ত্তে !

প্র। কি এমন সে কঠিন সর্ত্ত নরনাথ !

র। মাধাজী তাঁ'র সাহায্য বিনিময়ে এক ক্রোর পঁচিশলক্ষ মুদ্রা দাবী করেন। এত অর্থ সমগ্র মীবারের মণিরত্ন ভূসম্পত্তি বিক্রয় না কর্‌লে ত হয় না !

প্র। তা' হ'লে কি কর্‌বেন ?

র। তাই ভাব্‌ছি। সাহায্য ত অস্বীকার কর্‌তে পারিনা। এখন এতদূর অগ্রসর হ'য়ে আর পেছনে ফেরা যায় না। বিশেষতঃ এ সুযোগ ছাড়্‌লে আর এমন সুযোগ উপস্থিত হ'বে না। দিন যায়—দিন আসে। কিন্তু যে দিন একবার যায় সে দিন আর ফিরে আসে না। যে আশায় এত চেষ্টা এত উদ্যোগ করেছি—সে আশা ত্যাগ কর্‌তে পারি না—সে আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। সিদ্ধি লাভ কর্‌তেই হবে, তা যেমন করে হোক।

প্র। আমিও তাই বলি। যদি আশাই বিসর্জ্জন দিলাম, যদি অভীষ্টই সাধন কর্‌তে সক্ষম হ'লাম না, তবে বিড়ম্বনাময় জীবন ধারণ করি কেন ?

র। ঠিক বলেছ। জগতে সকল ভাল মন্দ কার্য্য কর্‌তে গেলেই তা'র প্রতি-পদে শত বাধা—সহস্র বিঘ্ন আছে—কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধ কর্‌তে হ'লে প্রচণ্ড বলে, প্রবল পরাক্রমে সে সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে ফেল্‌তে হ'বে। সে যে না পারে, সে ত জড়—উৎসাহ হীন। প্রাণধারণ অপেক্ষা তা'র মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

প্র। তা' হ'লে মাধাজীর প্রস্তাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করাই যুক্তি যুক্ত ?

র। অগত্যা—যখন উপস্থিত উপায়ান্তর নাই !

প্র। যে আদেশ। (অভিবাদনান্তে প্রণিধির প্রস্থান।

র। (স্বগতঃ) হৃদয় অস্থির যেন কি এক দারুণ
আশার তাড়নে সদা। তবু মাঝে মাঝে
আসে প্রাণে চঞ্চলতা। যেন মনে হয়,
অলক্ষ্যে বসিয়া বিধি করিছে নিয়ত
কঠোর বিদ্রূপ মোরে ! মহানিদ্রাশায়ী
যেন সব মহামনাঃ বীবার সন্তান
ব্যাকুল হৃদয়ে মোরে করিছে মিনতি
"জ্বালিওনা—জ্বালাওনা বিদ্রোহ অনল !"
কিন্তু মোর সাধ্য নহে করিতে দমন
রাজ্যলিপ্সা ভয়ঙ্করী বাসনা প্রবল—
একমাত্র উচ্চ আশা লক্ষ্য জীবনের !

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূ। প্রজাপাল ! কতিপয় রাজপুত সর্দ্দার আপনার দর্শন প্রার্থী।

র। যাও, আস্‌তে বল। (দূতের প্রস্থান।)

[সদ্রিপতি, শালুম্ব্রা-সর্দ্দার ও অন্যান্য রাজপুত সর্দ্দারগণের প্রবেশ ও সকলের রতনসিংহের সহিত পরস্পর অভিবাদনান্তে যথাস্থানে উপবেশন]

রতন। আপনাদের প্রতিশ্রুতি ও সহানুভূতি বলে কার্য্যক্ষেত্রে অনেকদূর এসে পড়েছি। সম্মুখে কামনাসিদ্ধির সমূহ লক্ষণ বর্ত্তমান। এখন যদি আপনাদের স্নেহ এবং সাহায্য হ'তে বঞ্চিত না হই, তা' হ'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পবিত্র রাজপুত কুলের গৌরব গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সফলকাম হ'ব।

শালুম্ব্রাসর্দ্দার। আমরা আপনা হ'তে তাই আশা করি। আমরা কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হ'ব না।

সদ্রিপতি। যে দিন মীবার-রাজ সিংহাসনে অরিসিংহের পরিবর্ত্তে আপনাকে অধিষ্ঠিত দেখ্‌বো, সেইদিন বুঝবো, আমাদের সকল শ্রম, সমস্ত প্রয়াস সফল হ'য়েছে!

রতন। সিন্ধিয়াও আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'য়েছেন।

এখন প্রথমে একবার—ধর্ম্মের খাতিরে, শুধু একবার, অরিসিংহকে মিবার-সিংহাসন পরিত্যাগ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌বো! যে মুহূর্ত্তে সে আমাদের অনুরোধ পালনে অস্বীকার প্রকাশ কর্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আমরা তা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌বো। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

জনৈক সর্দ্দার। অতি উত্তম যুক্তি। একবার অনুরোধ না করে বিদ্রোহ ঘোষনা কর্‌লে, লোকে আমাদের চরিত্রে কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার গভীর কলঙ্ক কালিমা অর্পণ কর্‌তে পারে!

রতন। তা' হ'লে আমার প্রস্তাবে আপনাদের সকলেরই সম্মতি আছে?

সদ্রি-পতি। আপনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না। আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে।

রতন। বেশ! আমি আজ হ'তেই নিশ্চিন্ত হৃদয়ে অভীষ্ট কার্য্য সাধনে ব্রতী হ'ব। আপনারা আমায় বিদায় দিন।

সকলে। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আপনি রণজয়ী হউন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

(নিভৃত পল্লীপথ)

[জলিম ও রঙ্গরার প্রবেশ]

জলিম। রঙ্গরা ! কি উপায় হবে !

রঙ্গরা। কি বল্‌বো বলুন।

জ। কোন সন্ধান পেলেনা ?

র। না।

জ। আমিও ত যতদূর সম্ভব অন্বেষণ কর্‌লাম, সাক্ষাৎ পেলাম না। ভয় হয়, সত্যই বা আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করে থাক্‌বেন।

র। না, সে ভয় নাই মীবারের রাজমন্ত্রী এতটা কাপুরুষ ন'ন। তিনি আত্মহত্যা কর্‌বেন না আমি ভাব্‌ছি কোন গুপ্ত শত্রুর কবলে পতিত হয়েছেন কিনা।

(অঞ্জনার প্রবেশ)

জ। রঙ্গরা বল্‌তে পার এ যুবকটি কে ?

র। যুবক তোমার পরিচয় কি ?

অ। মিবারের প্রজা ভিন্ন আর কি পরিচয় দিতে পারি বলুন। আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?

জ। কি কথা ?

অ। আপনারা মীবারের নির্ব্বাসিত রাজমন্ত্রীর কোন সংবাদ রাখেন কি ?

জ। না। আমরা তাঁকেই অন্বেষণ কর্‌ছি। কিন্তু তুমি এই প্রশ্ন উত্থাপন কর্‌লে কেন !

অ। (স্বগতঃ) কেন,—কি বল্‌বো ! সব কথা হয়তো বল্‌তে পারবোনা।

জ। যুবক নীরব হ'লে কেন ? তাঁর বিরুদ্ধে কি কোন ষড়যন্ত্র শুনেছ ?

অ। শুনেছি।

জ। কি বল্‌তে পার ?

অ। সব কথা বল্‌তে পারবোনা। তিনি যদি আজও জীবিত থাকেন, তবে তাঁর অমঙ্গল উপস্থিত এইমাত্র জানতে পেরেছি।

জ। তুমি কোথায় শুন্‌লে ?

অ। দুই ব্যক্তি গোপনে পরামর্শ করছিল আমি হঠাৎ শুনে ফেলেছি। তা'র একজন রাজমন্ত্রীর মস্তক নিয়ে ফির্‌বে বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছে।

জ। আর কিছু জাননা ?

অ। না।

জ। রঙ্গরা ! তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। রাজমন্ত্রী কোন শত্রুর কবলে পড়ে থাক্‌বেন। চল আর বিলম্ব করবোনা। যুবক তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

অ। যাবো ?—না—আমার অন্য কাজ আছে।

(ত্বরিত পদে প্রস্থান।)

জ। রঙ্গরা এস। (গমনোদ্যোগ) দেখ—দেখ—রঙ্গরা—কে একজন উন্মাদের মত দিশাহারা হ'য়ে এদিকে ছুটে আস্‌ছে। আমার বোধ হয় ও ব্যক্তির কোন বিপদ উপস্থিত হ'য়ে থাক্‌বে।

র। এ অরাজক রাজ্যে কিছুই ত আশ্চর্য্য নয়—সব হ'তে পারে।

(ঊর্দ্ধশ্বাসে জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ)

জ-বে। আপনারা কে ? দয়া করে আমায় রক্ষা করুন—কিছু ক্ষণের জন্য আশ্রয় দিন। আমি বড় বিপদ গ্রস্ত হয়েছি।

জ। কি তোমার বিপদ ?

জ-বে। (সভয়ে নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ—ঐ—দেখুন, এখানে পর্য্যন্ত এসেছে ;
—আমি দস্যুর হাতে পড়েছি—আমায় রক্ষা করুন—আমায় রক্ষা করুন।

জ। তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি অধীর হ'য়োনা।

[পাঠান সৈনিকগণের প্রবেশ]

১ম-সৈ। (আগত ব্যক্তির উদ্দেশে) রাজপুত! তুমি আমাদের দেখে অমন ক'রে পালা'লে কেন? আমরা ত তোমার কোনও অনিষ্ট করিনি। দস্যুতা আমাদের বৃত্তি নয়। আমরা তোমাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো ব'লে তোমার অনুসরণ করেছিলাম।

জ-বে। কই! তা'ত বলনি। তা'হ'লে একটা কথা কেন—আমি অমনি দশ কথা শুনিয়ে দিতাম।

২য়-সৈ। বলবার অবসর তুমি দিলে কৈ? আমাদের দেখে যে ভাবে পালিয়ে এলে, তা'তে আমরাই মনে মনে বড় লজ্জিত হ'য়েছি।

র। তোমরা কে? বোধ হ'চ্ছে তোমরা সেই পাঠান সৈনিক?

জ-বে। এঁ্যা—এরা পাঠান—এরা পাঠান—এরা রাজপুত নয়—এরা পাঠান—ও বাবা!

১ম-সৈ। আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন।

জ। তোমরা এমন নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছ কেন?

১ম-সৈ। আমরা গোলাম। প্রভুর আজ্ঞাপালন আমাদের ধর্ম্ম। তা'র উচ্চ, নীচ, ভেদাভেদ নির্ণয় করা আমাদের অধিকার নাই। আমরা যা'র নিমক খাই, প্রাণ দিয়েও তাঁর যে কোনও কার্য্য উদ্ধার করি।

জ। এখন তোমরা কি অন্বেষণ করছ?

১ম-সৈ। আমরা রঞ্জনকে অন্বেষণ করছি।

জ-বে। আহা-হা! রঞ্জনকে অন্বেষণ করছ? তাই বল! দেখ, সে এই দক্ষিণ দিকে গিয়েছে, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি উত্তর দিকে এগিয়ে যাও।

২য়-সৈ। বল্‌ছ, সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে—তবে আমাদের উত্তর দিকে যেতে বল্‌ছ কেন?

জ-বে। সোজা কথাটা বুঝতে পারলেনা! সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, তোমরা উত্তরে যাও, পথের মাঝখানে হঠাৎ দুজনে মুখোমুখি দেখা হ'বে। আর তা' না যাও—অর্থাৎ যদি তোমরাও দক্ষিণে যাও, তা'হ'লে দুজনেই ক্রমাগত ঘুর্‌বে—কেউ কারও দেখা পাবে না—অবশেষে যেমন এই পৃথিবী ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গোল হ'য়েছে—তোমরাও সেইরকম গোলে পড়বে!

২য়-সৈ। (উপহাসচ্ছলে) তোমায় ধন্যবাদ! বোধ হয় তোমার মস্তিষ্কেরও কিছু গোল ঘটেছে!

জ। তোমরা রঞ্জনকে অন্বেষণ কর্‌ছ কেন?

১ম-সৈ। সে আমাদের কাছে কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সে তা'র প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। সে বোধহয় পলাতক; কিন্তু আমরা পাতাল খুঁড়েও তা'কে বার কর্‌বো। আপনারা আমাদের কাজে বাধা দেবেন না—দিতে চেষ্টা কর্‌বেন না। আমরা বলে রাখি, আমরা কেবল রঞ্জনকে চাই—সে ছাড়া, আমরা মীবারের এক প্রাণীরও কেশ স্পর্শ কর্‌বোনা! এস ভাই সব, আমাদের সময় ব'য়ে যায়!

(পাঠান সৈনিকগণের প্রস্থান)

জ। চল, রঙ্গরা আমরাও রাজমন্ত্রীর অন্বেষণের ব্যবস্থা করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

অরণ্যপ্রান্ত—গিরিবর্ত্ম।

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অ। আর ত একলা যেতে সাহস হচ্ছেনা—যদি ফির্‌তে না পারি—যদি গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলি! কি কর্‌বো? কিন্তু সে এই দিকেই এসেছে—আমি বরাবর লক্ষ্য রেখেছি—বিলম্ব হ'লে আর ত তা'র অনুসরণ কর্‌তে পারবো না। তাইত কি করি!

(নিঃশব্দে দৃঢ়পদে রতনসিংহের প্রবেশ)

রতন। যুবক! স্থির হ'য়ে এইখানে দাঁড়াও—

(অঞ্জনাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল)

অঞ্জনা। (কিঞ্চিৎ সরিয়া) সাবধান! বিদ্রোহী নীচ! আমায় স্পর্শ করে, আমায় দেহ কলঙ্কিত করো না! ঐ খানে দাঁড়িয়ে তোমার কি বলবার আছে বল। (কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) আর একপদ অগ্রসর হ'লে, তোমার রাজ্যলিপ্সা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হ'বে।

রতন। কি! ধৃষ্ট যুবক! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার!—

(সরোষে অঞ্জনাকে অসির আঘাত করিতে উদ্যত হইল—
অঞ্জনাও বীর সাহসে আত্মরক্ষায় যত্নপর হইল)

অঞ্জনা। (স্বগতঃ) বল দাও মা! আমায় চিরদিনের মত কলঙ্কে ডুবিয়ে রেখোনা!—

(রঙ্গরার প্রবেশ)

র। এ কি! ভায়ে, ভায়ে, পরস্পরে পরস্পরের হৃদয় শোণিত পানে সমুদ্যত কেন?

(রঙ্গরা অতি তৎপরতার সহিত একহাতে রতনসিংহকে ধরিয়া অপর হাতে তাহার অসি আকর্ষণ করিল)

রতন। আমায় শত্রুনিপাতে বাধা প্রদান করলে কেন ? তুমি কে ?

রঙ্গরা। আমি একজন মীবারি। ভায়ে ভায়ে নৃশংস আচরণ আমি দেখ্‌তে পারি না, তাই আপনাকে নিবৃত্ত করেছি। আপনি এরূপ কার্য্যে উদ্যত হ'য়েছিলেন কেন ?

রতন। তোমার সে কথা শোনা নিষ্প্রয়োজন।

(রোষাবিষ্ট হইয়া প্রস্থান।)

রঙ্গরা। যুবক ! তুমি কি অভিপ্রায়ে এ দিকে এসেছিলে ?

অঞ্জনা। আমি রঞ্জনকে এ দিকে আস্‌তে দেখেছিলাম। তাই, গোপনে তা'র অনুসরণ করেছিলাম।

(নেপথ্যে)। কে ? কি বল্লে ? রঞ্জনের অনুসরণ করেছিলে !

(প্রথমে একজন ও তৎপরে পাঁচ ছয় জন পাঠান সৈনিকের প্রবেশ)

১ম-সৈ। তোমরা কে বল্‌ছিলে, রঞ্জনের অনুসরণ করেছিলে ?

অ। আমি।

১ম-সৈ। বল্‌তে পার, সে কোন দিকে গিয়েছে ?

অ। যদি না বলি —

১ম-সৈ। না বল, তুমি অব্যাহতি পাবে না। আমরা সাতজন পাঠান সৈনিক। আবশ্যক হ'লে, দয়া মায়া মমতা, হৃদয় থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে কার্য্যোদ্ধার করি। না, বল, যেমন করে পারি তোমার কাছ থেকে সে কথা বা'র কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হ'বনা।

অ। আমি দেখিয়ে দেবো রঞ্জন কোন দিকে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে—তোমরা আমার কোনও অহিত করবেনা।

১ম সৈ। বেশ! প্রতিজ্ঞা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। আমাদের হ'তে তোমার বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। আর যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে অপর কাহাকেও তোমার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে দেবনা।

অ। তবে এস। কিন্তু আর এক কথা। বল, রঞ্জনকে দেখ্‌তে পেলে তা'কে প্রাণে মার্‌বেনা— শুধু বন্দী করে নিয়ে যা'বে?

১ম সৈ। বেশ! তা'তেও সম্মত আছি। চল. কোন দিকে যা'বে।

অ। (জনান্তিকে রঙ্গরার প্রতি) এরা যাচ্চে রঞ্জনের সন্ধানে, আমি যাচ্ছি রাজমন্ত্রীর অন্বেষণে। যদি দেখা পাই, তাঁকে নীবারে ফিরিয়ে আন্‌বো।

রঙ্গরা। (জনান্তিকে) সাধু উদ্দেশ্য তোমার! ভবানী তোমার সহায় হ'ন।

[রঙ্গরার একদিকে ও অন্যান্য সকলের অপর দিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

(অরিসিংহ, জলিমসিংহ, ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ যথাস্থানে উপবিষ্ট।)

চারণগণ। গীত।

রাজা—দেবতা—ঈশ্বর!
দীন শরণ. অনাথপালন. প্রজা·হিত অন্তর॥
আজি, ভক্তি প্রণত চিতে,
এস দেশের রাজার হিতে,
স্বায় প্রাণমন জীবন ধন সব সমর্পিতে,
এস, দেশ বৈরী বিনাশে—হও অগ্রসর॥

অরি। দেশবৈরী কয়েকজন বিদ্রোহী প্রজার বিকট গ্রাস থেকে দেশ রক্ষা কর্‌তে আমাকে সমরে প্রবৃত্ত হ'তে হ'বে এর চেয়ে অধিক আপ্‌শোষ আর

আমার নাই ! যদি স্বার্থসংরক্ষণে অকৃতকার্য্য হই, তা' হ'লে রাজ্যধন, সম্ভ্রম গৌরব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ও আহুতি প্রদান করতে হ'বে। আমার আশা, ভরসা, বল, বিক্রম সব তোমরা। আমি তোমাদের মুখ চেয়ে—বিদ্রোহী দমনে অগ্রসর হ'ব। উঃ ! ভাবতে গেলে কখনও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়—কখনও অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ করে। হায় ! আমি কি দুরাচরণের বশবর্ত্তী হ'য়ে এত দিন অলস বিলাস মোহে দিন যাপন করেছি ! আমি স্বহস্তেনিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেছি ! আমি স্বহস্তে আমার নিজেরসৌভাগ্যপথে—তোমাদের সকলের সুখের পথে কণ্টক-তরু রোপণ করেছি ! কিন্তু আজ আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তোমরা আমায় ক্ষমা কর—আমার সহায় হও—যদি অনুমাত্রও রাজভক্তি, স্বদেশ প্রেম, তোমাদের হৃদয়ে স্থান পেয়ে থাকে তবে এস—বিদ্রোহীর কবল হ'তে দেশ রক্ষা করতে অগ্রসর হও।

জলিম। মহারাণা ! গতানুশোচনায় ফল নাই। আপনি যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, তখন মীবারে আবার জ্বলন্ত গৌরবের দিন ফিরে আসবে। মীবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দ্দারগণের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতায় এই বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠেছে আবার মীবারবাসীর আত্মত্যাগ ও এক প্রাণতায় সেই উদ্দীপিত বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হ'বে।

অরি। তাই যেন হয়। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়, তোমাদের শুভ কামনা যেন পূর্ণ হয়।

(কতকগুলি রাজপুতের প্রবেশ
ও মহারাণাকে অভিবাদন।)

১ম। মহারাণা ! আমরা ক্ষণিকের উত্তেজনায়—মুহূর্ত্তের মোহবশে এক পাপময়ী চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়ে, কঠিন কার্য্য করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম !

আমরা অবিরত নির্য্যাতন-লাঞ্ছনা সহ্য করে, মহারাণার অনুশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে, বাতুলের মত বিদ্রোহীর সঙ্গে এক স্বতন্ত্র শক্তির সমন্বয় সাধন করতে গিয়েছিলাম !

অরি। তা'র পর তোমাদের সে কার্য্যে বাধা দিলে কে ?

১ম। বাধা কেহ দেয় নাই, মহারাণা ! আমরা চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হ'য়েছিলাম, একজন তরুণ রাজপুত যুবক আমাদের চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছে !—আমরা বীর হ'য়ে বীরের মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে কাপুরুষোচিত আচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম, সে যুবক কি এক মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আবার আমাদের হৃদয় বীরত্বে ও মহত্বে অনুপ্রাণিত করেছে ! যখন একবার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, তখন আর ত বিদ্রোহীর কোন ও প্রলোভনই রাজ-আশ্রয় হ'তে আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার্‌বেনা !

অরি। কে সে স্বদেশপ্রেমিক পবিত্র-হৃদয় রাজভক্ত যুবক ? কোথায় তা'কে দেখেছ ?

জলিম। মহারাণা ! আমিও একদিন, একবারমাত্র তা'কে দেখেছিলাম। অদ্ভুত যুবক সে ! সর্ব্বাঙ্গে রমণীসুলভ-লালিত্য ও কোমলতা বিরাজমান।

অরি। (কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া) কি ? কি দেখেছ ? সর্ব্বাঙ্গে তা'র রমণীসুলভ লালিত্য ও কোমলতা বিরাজমান !

১ম-রা। হ্যাঁ, মহারাণা ! তাই। কিন্তু কণ্ঠে তা'র বীরোচিত দৃঢ়স্বর—হৃদয়ে তার অটল প্রতিজ্ঞা !

[অরিসিংহ সহসা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইলেন—সকলে তাহা লক্ষ করিল কিন্তু কেহ কিছু বলিল না]

(রঙ্গরার প্রবেশ)

রঙ্গরা। মহারাণা ! পঙ্গপালের মত বিদ্রোহী-সেনা শীপ্রা-তীর ছেয়ে ফেলেছে ! দুর্দ্দান্ত মাধাজীসিন্ধিয়া উদয়পুরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক গাঢ়তর

অবরোধ করে—অবস্থান কর্‌ছে। কেবল পশ্চিম দিক এখনও নির্ম্মুক্ত আছে।

অরি। মাধাজীসিন্ধিয়া! সে রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করেছে। সে যে আমার দুর্দ্দান্ত প্রবল শত্রু—সে বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগদান করেছে! ত'বে আমার আর আশা ভরসা কোথায়?

জলিমসিংহ। মহারাণা! অকারণ হতাশ হ'বেন না। এ সময়ে আপনি এমন হতাশ হ'লে প্রজাদের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বে! যখন চারিদিক থেকে অসংখ্য বিপদ মীবারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—যখন অনর্থরাশি ক্রমশঃ এত ঘনীভূত হ'য়েছে—তখন মহারাণা! আপনার আর এখানে থাকা নিরাপদ নহে। আপনি এই সঙ্কটকালে কিছুদিন একলিঙ্গ গড়ে গিয়া অবস্থান করুন। অন্ততঃ যতদিন রাজমন্ত্রী না ফিরে আসেন—ততদিন মহারাণা আপনাকে রক্ষা কর্‌বার আর উপায় দেখ্‌ছি না।

অরি। আর তোমরা?

জলিম। আমরা? মহারাণা! যতক্ষণ পারি—দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে—হৃদয়ে যতক্ষণ কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগরূক থাক্‌বে—বাহু যতক্ষণ ছিন্ন না হ'বে, ততক্ষণ, মহারাণা! রাজাকে রক্ষা কর্‌তে—দেশ রক্ষা কর্‌তে অসীম উৎসাহে রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ কর্‌বো।

কতিপয় রাজপুত। হাঁ, মহারাণা! আমরা ভয়, আশঙ্কা, উদ্বেগ বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রচণ্ডবেগে শত্রুসেনা মথিত ক'রে, ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দেবো, যদি না পারি—যদি আততায়ীর ভীষণ বল সহ্য কর্‌তে না পারি—তবে মহারাণা! মীবারের পবিত্র প্রান্তরে বীরের মত দেহ ত্যাগ কর্‌বো।

(এই সময়ে দূর হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার কামান ধ্বনি শ্রুত হইল)

জলিম। মহারাণা! শত্রুপক্ষ যুদ্ধঘোষণা করেছে—আর ভাববার সময় নাই—আর অপেক্ষা করলে চলবেনা। আমরা যাই—আপনি শীঘ্র একলিঙ্গ গড়ে যান।

[অতি ব্যস্ততার সহিত সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

শিপ্রা-তীর।

সিন্ধিয়ার শিবির।

মাধাজী ও মন্ত্রী।

মাধাজী। আমরা সময় থাকতে শিপ্রা-তীরে এসে পৌছুতে না পারলে আমাদের সমস্ত আড়ম্বর নিষ্ফল হ'য়ে যেত। অরিসিংহ যে শত্রুপক্ষের আক্রমণ দমন করতে কিছুমাত্রও উদ্যোগ করবার অবসর পাই নাই, একথা বিশ্বাস হয় না।

মন্ত্রী। আমাদের প্রথম হ'তেই বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে প্রত্যেক কার্য্য করতে হ'বে। আমরা যে রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করেছি, সে কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র। বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মীবার মহারাজের করতলগত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মাধাজী। রতনসিংহ এখন ও আমাদের প্রতিশ্রুত সমস্ত মুদ্রা প্রদান করেনি। যদি কার্য্যোদ্ধার হ'লে, সে প্রবঞ্চনা করে!

মন্ত্রী। সাধ্য কি তা'র মহারাজ! আমরা এখন সহজে সে অর্থ প্রার্থিত হ'বনা। তা'তে অনর্থ ঘটতে পারে। আমরা যেন না ভুলি, রতনসিংহের পক্ষ আমাদের মিত্রপক্ষ নহে—শত্রুপক্ষ। আমরা এখানে

দুইটি শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছি। আগে যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে —উভয় পক্ষের প্রচুর বলক্ষয় হ'ক—তখন সুবিধা বুঝে রতনসিংহকে তা'র প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবো। জানি, সে অঙ্গীকার পালন করা তা'র পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু যখন সে অক্ষমতা প্রকাশ কর্‌বে তখন, মহারাজ! তা'র বিরুদ্ধে অসি ধারণ কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হ'বনা।

মাধাজী। তা'র পর?

মন্ত্রী। তা'র পর—মহারাজ! যদি ভাগ্যলক্ষ্মী অনুকূল হ'ন তখন পূর্ণবিক্রমে মীবার আক্রমণের উদ্যোগ কর্‌বো।

মাধাজী। দেখি, কি সে কি হয়। ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলে চা'ন কি না।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদনান্তে মন্ত্রীর হস্তে একখানি নিদর্শন পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। (তদ্দৃষ্টে) মহারাজ! রতনসিংহ আগত—

মাধাজী। (সৈনিকের প্রতি) যাও, সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(সৈনিকের সহিত রতনসিংহের প্রবেশ)

রতনসিংহ। (মাধাজীর ইঙ্গিতক্রমে যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিয়া) আমরা সকলে বহুক্ষণ প্রস্তুত আছি। অরিসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'য়েছে। কিন্তু এখনও কোন প্রত্যুত্তর পাই নাই।

মাধাজী। তা' হ'লে বলুন, এখন হ'তে আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হ'বে। কি জানি, কখন বিপক্ষপক্ষ এসে আক্রমণ করে।

রতন। হাঁ—মহারাজ! আমি সেই কথাই আপনাকে বল্‌তে এসেছিলাম।

মাধাজী। বেশ! তবে চলুন,—এস মন্ত্রী,—আমরা একবার সৈন্য পরিদর্শন করে, তা'দের যুদ্ধ ঘোষণা সংবাদ দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—·※፨※—

(গিরি-উপত্যকা)

(অঞ্জনা ও তৎপশ্চাৎ

পাঠান সৈনিক গণের প্রবেশ)

১ম। রাজপুত যুবক! এই দুর্গম গিরিউপত্যকায় আমাদের কতক্ষণ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে? বল তাঁকে কোথায় দেখেছ!

অ। বেশী কোলাহল করোনা। আমি দেখেছি, ঠিক দেখেছি সে এদিকে নিশ্চয়ই এসেছে।

২য়। (১ম এর প্রতি) আজ ত ভাই খুঁজে বার করতেই হ'বে। তিন দিন অতিবাহিত হ'য়ে গেছে, আমাদের ফিরতে বিলম্ব হ'লে আমাদেরই গর্দ্দান কাটা যাবে। পাঠান-সম্রাট দয়ালু বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত উজিরের প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া মায়া নাই। বরাবর ত দেখে আসছ তাঁর যে কথা সেই কাজ।

৩য়। তবে চল আরও একটু খুঁজে দেখি। কি আশ্চর্য্য আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—কিন্তু রাজপুত যুবকের কি অদম্য উৎসাহ দেখ—যেন শরীরে ক্লান্তি নাই। [প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে রঞ্জনের প্রবেশ)

র। যা'কে জিজ্ঞাসা করলাম্ তা'রা সকলেই বল্লে রাজমন্ত্রী এদিকে এসেছে। এ দুর্গম অরণ্যে মনুষ্যাবাসের চিহ্ন মাত্রও দেখতে পাচ্ছিনা।

(ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ)

(নেপথ্যে) এদিকে এস, শীঘ্র এস, সন্ধান পেয়েছি।

(দৌড়িয়া পাঠান সৈনিগণের প্রবেশ ও রঞ্জনের পলায়নের চেষ্টা।)

১-সৈ। রঞ্জন, রঞ্জন পালিওনা—পালা'তে চেষ্টা করোনা—পারবে না। পাঠান সৈনিকের হাত হ'তে আজ অব্যাহতি পাবে না।

(রঞ্জনকে সকলের ধৃতকরণ।)

র। মেরোনা—মেরোনা—প্রাণে মেরোনা আমার এখনও প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। আর একদিন মাত্র সময় দাও।

১-সৈ। চুপ কর প্রবঞ্চক। তুমি প্রতিজ্ঞা পালনে অকৃতকার্য্য হ'য়েছ—কিন্তু আমাদেরও প্রতিশ্রুতি পালন আছে। স্থির হ'য়ে এইখানে দাড়াও।

(সকলের কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন)

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অ। মেরোনা, প্রাণে মেরোনা—তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভুলে যেওনা বন্দী করে নিয়ে যাও—ওর স্থান যাবজ্জীবন পাঠান কারাগার।

[অন্তরালে প্রস্থান।

র। কে? সেই যুবক! এখানেও অনুসরণ করেছে—

(সৈনিকগণের অসিউত্তোলন।)

মেরোনা—মেরোনা—রক্ষা কর—রক্ষা কর। কোথায় যুবক কোথায় তুমি—এই গহণ অরণ্যে কে কোথায় আছ, আজ এই বিধর্ম্মীদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।

(অরণ্যাভ্যন্তর হইতে ব্যস্ত ভাবে অমর চাঁদের প্রবেশ।)

অ। কা'র যেন আর্ত্তনাদ শুনলাম্। এই যে, এ কি রঞ্জন! স্থির হও সৈনিকগণ! মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হও। এই বনবাসী বৃদ্ধের একটা কথা রাখ।

(রঞ্জনকে পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান।)

রঞ্জন! এ গিরি উপত্যকায়, এই দুর্গম বনে, আজ তোমার কি উদ্দেশ্যে আগমন।

র। রাজমন্ত্রী! মিথ্যা কথা বল্‌বোনা, আমি শপথ করে এসেছি, আপনার ছিন্নমস্তক নিয়ে প্রত্যাগমন করবো।

অ। আমার ছিন্ন মস্তক—বেশ রঞ্জন! আমি এই শির পেতে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর। তা'তে তোমারও শপথ প্রতিপালন হ'বে—আমিও এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অপমান—এই ক্ষতবিক্ষত-দগ্ধ-হৃদয়-জ্বালা হ'তে পরিত্রাণ পা'ব।

র। কিন্তু সচীব!

অ। কিন্তু কি রঞ্জন!

র। এত লোকের সম্মুখে হয়ত প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হ'ব।

অ। সৈনিকগণ! তোমরা একটু অন্তরালে অবস্থান কর—তোমাদের ইষ্টদেবতার শপথ—তোমাদের ঈপ্সীত কার্য্যে আমি কোন বাধা দিব না।

১ম-সৈ। (জনান্তিকে) যখন একবার দেখা পেয়েছি তখন আর পালা'তে পারবেনা। পাঠান সৈনিক দ্বিতীয় কালান্তক যম। চল একটু অন্তরালে থাকি।

(সকলের তদ্রূপকরণ)

অ। এইবার রঞ্জন! তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।

র। সচীব?

অ। আবার কি রঞ্জন?

র। অমন ভাবে চেয়ে থাকলে, হয়ত মুহুর্ত্তের তরেও প্রাণ বিচলিত হ'তে পারে। কিন্তু তা' হ'লে ত আমার কার্য্যোদ্ধার হ'বেনা।

অ। তবে কি করতে বল?

র। আপনি ক্ষণেকের জন্য অন্য দিকে চেয়ে থাকুন।

অ। বেশ, রঞ্জন তবে এইবার --

র। (স্বগতঃ) হৃদয়ে কি এক পাশবী প্রবৃত্তির উদ্রেক হ'য়েছিল, যা চরিতার্থ করতে, নিষ্ঠুর—নৃশংস পিশাচের ন্যায়—নারকীয় অভিনয়ের সৃষ্টি করেছিলাম! কখনও প্রাণ কাঁপেনি—কখনও চক্ষু হ'তে বিন্দুমাত্র ও অশ্রু পড়েনি! জীবনে অনেক পাপ করেছি—বেঁচে থাক্‌লে হয়ত আরও কত কর্‌বো! মানুষ মরে। জান্‌তাম্ আমাকেও একদিন মর্‌তে হ'বে। কিন্তু কখনও ভাবিনি এত শীঘ্র আমার চরম কাল উপস্থিত হ'বে! প্রাণ যদি এখনই যা'বে তবে কেন মিছে যবনের হা'তে প্রাণ হারাই! (প্রকাশ্যে) রাজমন্ত্রী তবে অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

(স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া পতন)

অ। (পতন শব্দে চমকিয়া) এ কি কর্‌লে, রঞ্জন! তুমি রাজমন্ত্রীর মস্তক গ্রহণ করতে এসে আত্মঘাতী হ'লে! তোমার শপথ প্রতিপালন কর্‌লে না।

র। (অতি কষ্টে) করেছি—রাজমন্ত্রী। জীবিত ফির্‌লে সে প্রতিশ্রুতি—পালন--হ'ত না। রাজমন্ত্রী—আ --প —নি -- এ --খ— ন—নি—রা—প—দ

(মৃত্যু)

(পাঠান সৈনিকগণের প্রবেশ)

১ম। চল, আমরা ফিরে যাই। আমাদের কাজ হ'য়ে গিয়েছে।

[পাঠান সৈনিক গণের প্রস্থান।

অ। রঞ্জন! আশীর্ব্বাদ করি, পরলোকে শান্তি লাভ কর!

[প্রস্থান।

ক্রোড় দৃশ্য।

—০ঃঃ০—

[পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ। একটি জলপ্রপাত হইতে ঝর ঝর শব্দে পর্ব্বতের নিম্নদেশে জল পড়িতেছে। তথায় একটী গিরি নদীর তটের উপর দাঁড়াইয়া—অঞ্জনা সেই দিকে চাহিয়া আছে।]

অঞ্জনা। গীত।

এ কি গো মা লীলারঙ্গ !
দেখে যে পুলকে শিহরে অঙ্গ !
এই, নীরব প্রকৃতি, গিরি সানুদেশ,
বল মা হয়েছে কি ভাবে আবেশ,
আঁখি ঝর ঝর, ঝরে নিরন্তর,
এত, আকুল কাহার লভিতে সঙ্গ !

আর না ! আত্ম-গোপন করে আর থাক্‌বো না ! কেন থাক্‌ব ! আত্ম-গোপন ত আত্ম-প্রবঞ্চনা। সেও ত পাপ ! তবে, কেন তা' কর্‌তে যাই। মা ভবানী ! আমার নারীত্ব আবার আমায় ফিরিয়ে দাও। তুমি মহারূপা—মহাশক্তি তোমার অংশে যখন নারীর জন্ম—তখন আমি নারী হ'য়ে, মহাশক্তির অংশ হ'য়ে—কিসের ভয়ে আত্মগোপন করবো মা ! আমি বুঝতে পারিনি—আমার বড় ভুল হ'য়েছিল। আমার অপরাধ নিও না।

(অঞ্জনার অন্তরালে প্রস্থান)

[দৃশ্যান্তর।]

[গভীর অরণ্য। অরণ্য মধ্যদিয়া রমণীবেশে অঞ্জনা ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে।]

(কতিপয় ভীলের প্রবেশ)

১ম-ভী। (অঞ্জনাকে আসিতে দেখিয়া) দেখ্‌রে—দেখ্‌রে—দেখে যারে—

২য়। কইরে—কিরে—কোথারে—

১ম। দেখ্—দেখ্—কে আস্‌ছেরে। বনটি যেন আলো হ'য়ে উঠেছেরে।

২য়। তাইত রে—তাইত! বুঝি বনদেবীরে—

৩য়। এমনটি ত আর কোথাও দেখিনিরে—

(অঞ্জনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ভীলগণের সম্মুখে আসিল)

১ম। তুই কে রে? কোথা থেকে আস্‌ছিস্ রে—বল—বল—তুই কে রে?

অঞ্জনা। ভীল সন্তানগণ!—

২য়। কি—কি বল্লিরে—সন্তান বল্লি কেনে—তুই কি তা' হ'লে আমাদের মা না কি রে—

অঞ্জনা। হাঁ বাবা, আমি তোমাদের মা—

১ম। তাই হ'বেরে—তাই হ'বে—যা'র এমন সুন্দর রূপ—চাইলে চোখ আর ফেরেনা—দেখ্‌লে পরাণে ভক্তি আসে—সে কি মা না হ'য়ে থাক্‌তে পারে রে—

২য়। তাই হ'বিরে—তাই হবি—বল্ মা—তুই আমাদের রাণীমা হ'বি—

অঞ্জনা। বেশ, বাবা! আমি তাই হ'ব—আমি তোমাদের রাণীমা হ'ব।

১ম। (আনন্দে অধীর হইয়া একটি উল্লাসপূর্ণ সঙ্কেতধ্বনি করিল)

[অনেকগুলি ভীল পুরুষ ও ভীল রমণীর প্রবেশ]

আগত ভীলপুরুষগণের একজন। এ কি রে! কেন্‌রে—আমাদের ডাক্‌লি কেনরে?

১ম। দেখ্—দেখ্—আমরা রাণীমা পেয়েছি—(ভীল রমণীগণের উদ্দেশে) নিয়ে যারে, তোরা রাণীমাকে ঘর্‌কে নিয়ে যা—

(ভীল রমণীগণ সকলে অঞ্জনার নিকটে গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া গান করিল)

ওমা! মনে কি পড়েছে আজ!
এসেছ দেখিতে তাই, ধরি এ মোহিনী সাজ!

একি মা রূপের ঘটা একি মা বিজলী ছটা,
প্রভায় মলিন ইন্দু সৌদামিনী পায় লাজ !
এস মা, হও মা প্রীত, হৃদে হও অধিষ্ঠিত,
দাও মা ভকতি প্রেম, জুড়াক অন্তর মাঝ !

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

—০:::০—

রণস্থল ।

অরিসিংহের শিবির সম্মুখ ।

(জলিমসিংহ ও সশস্ত্র রাজপুতসৈন্য গণ ।)

জলিম । ঐ দেখ—চেয়ে দেখ—উদ্বেল সাগর সদৃশ—বিপুল বিদ্রোহী সেনা । আমরা যেন তা'র তুলনায় মহাসাগরে জল বুদ্বুদের মত ! কিন্তু আমাদের আশায় বুক বাঁধতে হ'বে—নিরাতঙ্ক হ'য়ে—রণোন্মত্ত হ'তে হবে । যতক্ষণ একজন পর্য্যন্ত জীবিত থাকবো—ততক্ষণ বিদ্রোহীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করবে । এস—আজ পিতৃ পুরুষের পুণ্যনাম স্মরণ করে— জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে—বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হই । (দূরে কামান ধ্বনি শ্রুত হইল) ঐ শোন—মুহূর্ত্ত মাত্র—আর এক মুহূর্ত্তে— কি এক প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হ'বে—কার অদৃষ্টে কি আছে, তা' কে বলতে পারে ! এস রাজপুতবীর—শত্রু যুদ্ধে আহ্বান করেছে—এস, প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে—তা'দের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি—

(উন্মত্তভাবে জলিমসিংহ ও তৎপশ্চাৎ রাজপুত সৈন্যগণের প্রস্থান)

[নেপথ্যে—কিছুক্ষণ অবিরত রণ বাদ্যের সহিত, কামান ধ্বনি— অস্ত্র ঝন ঝনা—আহতের আর্ত্তনাদ—ইত্যাদি শ্রুত হইল]

(নেপথ্যে) জলিমসিংহ । উঠ—উঠ—আর একবার—এইবার শেষবার—

[উপর্য্যুপরি কয়েকটি কামান ধ্বনি হইল]

ঐ—ঐ—শত্রু ফিরেছে—শত্রু পালিয়েছে—শীঘ্র এস—শীঘ্র এস—বল জয় ভবানী কি জয়—জয় রাণার জয়—!

(নেপথ্যে বহু কণ্ঠে সমস্বরে।) জয় ভবানী কি জয়—জয় রাণার জয়!

[দৃশ্যান্তর।]

রণস্থল।

সিন্ধিয়ার শিবির সম্মুখ।

(মাধাজী ও ত্র্যম্বকজী।)

মা। আশ্চর্য্যের কথা সেনাপতি! একদল মুষ্টিমেয় রাজপুত সেনা—আমার এমন বিপুল বাহিনী নিমিষের মধ্যে এমন ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে! আমার আশা ভরসা সব বিলুপ্ত করে দিলে!

ত্র্য। তবু মহারাজ! বল্‌তে পারিনে রতনসিংহের কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে!

(রতনসিংহের প্রবেশ)

র। মহারাজ! নিমিষের মধ্যে এমন সজ্জিত রণস্থল বীভৎস শ্মশানে পরিণত হ'ল—বসুন্ধরা নরশোণিতে প্লাবিত হ'ল—শুধু নিস্পন্দ, নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলাম—কিছু কর্‌তে পারলাম না—কিছু করবার অবসর পেলাম না।

মা। সেনাপতি! সৈন্যদের রণস্থল পরিত্যাগ করে উপস্থিত আত্মরক্ষা কর্‌তে বল।

ত্র্য। তা'র পর—মহারাজ তার পর—

মা। তার পর—শত্রুসেনা যখন দেখ্‌বে—আমাদের মিলিত সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করে গিয়েছে—তখন ক্ষণেকের জন্যও তা'রা নিবৃত্ত হবে, সেই সময়—অবসর বুঝে—বুঝেছ—

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। মহারাজ! বর্ষার প্রচণ্ড গিরিতরঙ্গিনীর মত শত্রুসেনা উন্মত্তের মত এ দিকে ধেয়ে আস্‌ছে। তা'দের সে প্রবল উন্মত্ততা দেখে আমাদের মিলিত সৈন্য অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

মা। সেনাপতি! চল আর বিলম্ব করবার অবসর নাই।

(সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

—০:::০—

রণ-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল।

(জলিমসিংহ ও রাজপুত সৈন্যগণ)

জ। শত্রু পালিয়েছে—কিন্তু এখনও আমাদের কাজ শেষ হয়নি। তোমরা সকলেই রণক্লান্ত হ'য়েছ—একটু বিশ্রাম কর—তা'রপর শত্রুশিবির লুণ্ঠন কর্‌তে অগ্রসর হ'ব।

(রাজপুত সৈন্যগণ আপনাপন অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া—
ক্ষণিকের বিশ্রামলাভে তৎপর হইল)

[(নেপথ্যে) সহসা তূর্য্যধ্বনি ও আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল—
সঙ্গে সঙ্গে জলিমসিংহের অনেক বিশ্রাম তৎপর রাজপুত সৈন্য
পলকের মধ্যে ভূতলশায়ী হইল ও অবশিষ্ট আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।]

এ কি! সব গেল! মুহুর্ত্তের ভুলে সব গেল! বিজয়লক্ষ্মী! সু-প্রসন্ন হয়ে—নিদয় হ'লে!

[কতিপয় সৈন্য সহিত ত্র্যম্বকজীর প্রবেশ]

ত্র্য। (জলিমসিংহকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

জ। উঃ—আমি এখনও বেঁচে আছি—দেহে এখনও প্রাণ আছে—প্রাণ থাকৃতে আমি শত্রুকরে বন্দী হ'লাম! হায়—দুর্ভাগ্য আমার!

ত্র্য! আপনি ক্ষোভ করবেন না। মহারাজ আপনার যুদ্ধ কৌশলে চমৎকৃত হয়েছেন। আপনি বন্দী হ'লেও, আপনাকে বন্দীর মত ব্যবহার করা হ'বেনা। আপনি সিন্ধিয়ারাজের শিবিরে অতিথির মত থাক্‌বেন। আপনি বীর—আমরা বীরের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানি।

[জলিমসিংহকে সঙ্গে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—(ঃ)—

[উদয়সাগরের (সরোবর) পশ্চিম তীর। অরণ্য পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব তীর দুর্গম গিরিমালা পরিবেষ্টিত। তাহারই একটি দুর্গম গিরির শিখর দেশে রাণা অরিসিংহের দুর্ভেদ্য দুর্গ " একলিঙ্গ গড় " পরিদৃশ্যমান]

(অমরচাঁদের সহিত একজন ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ।)

ভীল-সর্দ্দার। দেখ, তুই কি বল্লি? তুই মীবারের লোক?

অমর। হ্যাঁ, আমি মীবারের রাজমন্ত্রী।

ভী-স। তুই সত্যি বল্‌চিস?

অমর। হ্যাঁ, সর্দ্দার। আমি মিথ্যা বলিনি।

ভী-স। দেখ, তুই যে পথে গিছ্‌লি, সে পথে যেতে পারতিস্ নে। শত্রু এসে চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে। বড় ভারি লড়াই হ’য়ে গিয়েছে বুঝলি! বড় ভারি লড়াই হ’য়েছে।

অমর। তাই ত শুন্‌ছি। জানি না যুদ্ধের ফলে মীবারের কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে!

ভী-স। মীবারের কি হয়েছে জানিস্‌ না তুই? মীবারের লোক সব না খেতে পেয়ে মরার মত হ'য়েছে! তা'রা খাবার জন্যে এমনি ক্ষেপে উঠেছিল যে রাণা যদি একলিঙ্গ গড়ে না চলে যেত, তা' হ'লে সবাই তার অপমান কর্‌ত!

অমর। তোমরা এত কথা জান্‌লে কি করে সর্দ্দার!

ভী-স। (হাসিয়া) তুই কি বল্‌ছিস্‌ রে! আমরা লুকায়ে লুকায়ে যে সব খবর রাখি—আর মীবারের লোকদের খাবার দিয়ে আসি।

অমর। ধন্যবাদ তোমাদের! তোমরা অসভ্য জাতি হ'লেও, মহানুপ্রাণতায় আদর্শ নর!

ভী-স। ও সব আমাদের কিছু বলিস্‌নিরে—আমরা অত বুঝি সুঝি না। আমাদের রাণীমা যা বলে আমরা তাই করি। খাবার দেওয়া ত দূরের কথা, রাণীমা বল্‌লে মীবারের জন্যে আমরা পরাণ দিতে পারি। বুঝ্‌লি?

অমর। কে তোমাদের রাণীমা সর্দ্দার!

ভী-স। সে কি বলছিস্‌রে! তুই এই জঙ্গলে আছিস্‌, আর রাণীমাকে একটি বারও দেখিস্‌ নি।

অমর। না, সর্দ্দার। আমার সে সৌভাগ্য ঘটেনি।

ভী-স। দেখ্‌বিরে, দেখ্‌বি। আর একটু থাক। রাণীমা রোজ এই সময়, এইখানে—এই সাগর ধারে আসেরে! আর কি করে জানিস্‌? রোজ একদিকে, ঐ একলিঙ্গ গড়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে—মনে মনে যেন কি বলে—চোখ্‌ দিয়ে তা'র জল গড়িয়ে পড়ে—দেখে দেখে আমাদের মন কেমন করে! কিন্তু কিছু বুঝি সুঝি না!

অমর। জানিনা, কে সেই মহিয়সী রমণী—প্রাণে তাঁর কি ব্যাকুলতা !

ভী-স। (নেপথ্যে চাহিয়া) সরে যা—সরে যা—রাণীমা আস্‌ছে—তুই নতুন লোক, আগে রাণীমাকে তোর কথা বলি, তা'র পর আসিস্ বুঝলি !

অমর। সেই ভাল, সর্দ্দার !

[অন্তরালে একদিকে প্রস্থান।

(অপরদিক দিয়া অঞ্জনার প্রবেশ)

অ। কা'র সঙ্গে কথা কচ্ছিলে বাপ !

ভী-স। রাণী মা ! তুই বলেছিলি, মীবারের রাজমন্তিরকে খুঁজে এনেছি—

অ। রাজমন্ত্রী—কোথায় তিনি ?

ভী-স। (অমরচাঁদের উদ্দেশে) কোথারে তুই, চলে আয়—চলে—আয়—

(অমরচাঁদের প্রবেশ)

অমর। (অঞ্জনাকে দেখিয়া) এ কি ! আলুলায়িত কুন্তলা—অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী—রমণী ! এ কি প্রীতিদায়িনী—আনন্দময়ী মোহিনী মূর্ত্তি— ! এ কি অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী—সুরসুন্দরী !—সর্দ্দার ! না জানি পূর্ব্ব জন্মে তোমরা কত পুণ্য করেছিলে তাই এ জন্মে এমন জননী যত্ন পেয়েছ ! মা ! বল মা ! কে মা তুমি !

অঞ্জনা। রাজমন্ত্রী ! আমি মীবার-কামিনী। আমি আত্মরক্ষা করতে, আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে এই ভীলেদের আশ্রয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এরা অসভ্য হ'লেও এরা নারীর মর্য্যাদা জানে, এরা পশুমাংসাহারী হ'লেও এদের প্রাণে দয়া, মায়া, কোমলতা আছে। আজ মীবারের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত জান কি রাজমন্ত্রী !

অমর। শুনেছি মা ! কিন্তু কি করতে পারি তুমিই বল মা !

অঞ্জনা। এই অসভ্য ভীল এরা—কিন্তু এদের হৃদয়ে রাজভক্তি সর্ব্বদা জাগরূক আছে। এরা—আমার একটি কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। কিন্তু এরা কর্ণধার হীন—কি কর্‌বে—কোথায় যা'বে, তা' এরা জানে না। তুমি যাও রাজমন্ত্রী, এদের নিয়ে মীবারে ফিরে যাও—দেখ্‌বে এক এক ভীল বিক্রমে দশ মিবারীর সমান। এদের দ্বারা কি কাজ কর্‌তে হ'বে, তা'ত তোমায় বল্‌তে হ'বেনা।

অমর। সর্দ্দার! যদি তোমাদের মত এমন—সহায়—বল পাই—আর তোমাদের রাণীমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ পাই, তা'হলে নিমিষের মধ্যে মীবারের সমস্ত বিপদ মেঘ ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি সর্দ্দার!

ভী-স। তাই, পাবিরে মন্তির! তাই পাবি। আমাদের কেবল বলে দিস্ কি কর্‌তে হ'বে।

অমর। তবে চল, সর্দ্দার। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন বিপদের মেঘ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি।

অঞ্জনা। আমি ভবানীর কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, তোমরা জয়যুক্ত হও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃঃ—

অরণ্য।

ভীলগণের কুটির পশ্চাৎ।

ভীলরমণীগণ। গীত।

সোনার বরণ সূয্যি মামা উঠ্‌লো আকাশে।
উষার আলো, ছড়িয়ে প'ল, মধুর বাতাসে॥
কুলায় বসে করে কলরব, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়্‌লো পাখী সব,
কানন খানি আলো করে ফুল ফুটে হাসে।
দেখে অই মত্ত অলি ছুট্‌ছে কি আশে!

(সশস্ত্রে সজ্জিত ভীলগণের প্রবেশ)

১ম। (রমণীগণের প্রতি) দেখ্ তো'রা থাক্‌লি, রাণীমা থাক্‌লো। সর্দ্দার চলে গেছে, আমরা যাচ্ছি। ক'বে ফির্‌বো তা' জানি না—ফির্‌বো কি না, তা'ও জানি না—দেখিস্ সাবধান! তো'রা একজনও বেঁচে থাক্‌তে যেন রাণীমার কোনও অনিষ্ট না হয়।

জনৈক ভীলরমণী। তো'রা যা। কিছু ভাবিস্‌নে রে। রাণীমা বলেছে, তো'রা আবার সব ঘর্‌কে ফিরে আস্‌বি। তো'রা যা—আমরা রাণীমার কাছে যাই—

[ভীলরমণী গণের প্রস্থান।

১ম। চল্, আমরা দেরী কর্‌বনা, আমাদের খুব সাবধানে যেতে হ'বে রে।

ভীলগণ। গীত।

চল চল চল, সারি সারি সারি ;
বীরগর্ব্ব দর্প ভরে, ধরি সবে দৃঢ় করে
তরবারি।
উন্মুক্ত কৃপাণে
পশিব রণস্থলে, বধিব অরাতি দলে,
তীক্ষ্ণ বানে
হঠিবনা পিছুতে, ডরিবনা কিছুতে,
জিনিব অরি—জিনিব অরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(একলিঙ্গগড়ের অভ্যন্তর।)

অরিসিংহ ও অমরচাঁদ।

অরি। জীবনে লোকের কেমন এক একটা ভুল হ'য়ে যায়। আমি যে মহাভুল করেছিলাম তা'র ফলভোগ এখনও কর্‌ছি। সর্দ্দারগণের মনোবিবাদ—বিদ্রোহীর ষড়যন্ত্র—দস্যুর উৎপীড়ন, আর আমার তীব্র রূঢ় আচরণ ও অস্বাভাবিক উদাসীনতায় চারিদিকে অসন্তোষের নিবিড় ছায়া এতদূর ছেয়ে পড়েছে যে সমস্ত সর্দ্দারগণের কেহ রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করেছে—কেহ বা নিজেদের দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে নিতান্ত নিঃসম্পর্কের মত ব্যবহার করেছে। আমার আশা ভরসা—সব বিলুপ্ত প্রায়—এখন এ সঙ্কট কালে এই ঘোরতর অন্তর্বিবাদের সময়ে, রাজমন্ত্রী! তোমার উদ্যোগ ও অধ্যবসায় ছাড়া ত সকল দিক রক্ষা হয় না।

অমর। বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মহারাণা! কিন্তু কোনও দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ কর্‌তে আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

অরি। (অমর চাঁদের হাতে ধরিয়া) রাজমন্ত্রী! ক্ষমা কর। আমি নিজের অজ্ঞাতসারে একদিন রাজ্যময় যে অশান্তির বীজ বপন ক'রেছি—নিজের মূঢ়তায় যে অনর্থরাশির সৃষ্টি করেছি—তা'র জন্য এখন আমার যথেষ্ঠ অনুশোচনা হ'য়েছে। তুমি এ মহাশঙ্কট সময়ে এমন উদাসীনতা দেখালে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হ'বে। অমরচাঁদ! এ বিপদের সময় তুমি আমার সহায় হও! এসময় তোমার সাহায্য হ'তে আমায় বঞ্চিত করো না।

অমর। মহারাণা! যদি এই স্বত্ব আমাকে প্রদান করেন—যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ন—যে যতদিন এই দুরূহ কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত থাক্‌বে, ততদিন সে সব বিষয়ে আমার আজ্ঞাই পালিত হ'বে—তা' হ'লে আমি সমস্ত অনর্থই দূরিকরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'তে পারি। আমার হৃদয় কোনও শাসন মান্‌তে চাহে না—আমি অযাচিত কোনও মন্ত্রণা—অথবা অপ্রার্থিত পরামর্শ গ্রাহ্য করি না। আপনার কোষাগার শূন্য—সৈন্যগণ বিদ্রোহী, খাদ্যসামগ্রী সমস্ত ব্যয়িত—এ অবস্থায় যদি আমার উপর নির্ভর কর্‌তে ইচ্ছুক হ'ন, তা' হ'লে মহারাণা! শপথ করে বলুন, আমি যা কর্‌বো ন্যায় হ'ক—অন্যায় হ'ক—ভাল হ'ক—মন্দ হ'ক, কেহ তা'র বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে পার্‌বে না। আমি অবিশ্বাসী নহি—হৃদয় কখনও কোনও অবিশ্বাসের কার্য্য করেনি'—কখনও কর্‌বেও না। আপনি যদি নিঃসঙ্কোচে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ন, মানুষের যা' সাধ্যায়ত্ত, আমি তা' সাধন কর্‌বো।

অরি। তা'ই হ'বে রাজমন্ত্রী। আমি ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'বে। যা' চা'বে, তাই পাবে। এমন কি যদি রাজমহিষীর রত্নহার ও নথ প্রার্থনা কর, আমি অকুণ্ঠিত ভাবে তা'ও তোমাকে প্রদান কর্‌বো। শুধু মন্ত্রী! যেমন একদিন তোমার উপর, আমার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, গৌরব, অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আবার আমাকে সেইদিন ফিরিয়ে দাও।

অমর। তবে মহারাণা! আমাকে এখন বিদায় দিন। আর আপনি উদয়পুরে ফিরে যান। সেখানে অসংখ্য ভীল গুপ্তভাবে অবস্থান কর্‌ছে—তা'রা এক অলোকসুন্দরী মহিয়সী রমণীর অপূর্ব্ব তেজস্বীতায় অনুপ্রাণিত, তা'রা সর্ব্বদা আপনাকে বিদ্রোহীর বিকটগ্রাস হ'তে রক্ষা কর্‌বে। আমি, যেদিন বিদ্রোহী দমনে সফলকাম হ'ব সে'দিন এই

পবিত্র একলিঙ্গগড়ের শিখরদেশ হ'তে কামান ধ্বনিতে আপনাকে অভিবাদন কর্‌বো।

[অমরচাঁদের প্রস্থান।

অরি। থেকে থেকে হৃদয়েতে আসে চঞ্চলতা !
বুঝিতে নারিনু কেবা অলক্ষ্যে এমন
ললিত লাবণ্যময় অদ্ভুত যুবক—
উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীর পাষাণ হৃদয়ে
রাজধর্ম্ম করে উদ্দীপন ! কেন পুনঃ
অলোকসুন্দরী সেই অপূর্ব্ব রমণী
শুনি, যা'র মহিয়সী প্রভাবে, ভীলের
কঠিন হৃদয় দ্রব। কিন্তু যত ভাবি
যেন আসি উঁকি দেয় মরমের দ্বারে
সেই এক অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাণ :
কিবা এ রহস্য—কেবা করে সমাধান !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—(:*:)—

গিরি-সঙ্কট স্থান—সিন্ধিয়ার শিবির।

(মাধাজী ও মন্ত্রী)

মা। এমন ভাবে নগর অবরোধ করে, আমাদের আর কতদিন থাক্‌তে হ'বে মন্ত্রি !

ম। বেশী দিন নহে, মহারাজ ! আমি কেবল একটি সুযোগ অন্বেষণ কর্‌ছি। রতনসিংহের পক্ষ অরিসিংহের পদচ্যুতির জন্য বারম্বার উত্যক্ত

ও উত্তেজিত কর্‌ছে। কিন্তু আমি সংবাদ দিয়েছি, রতনসিংহ তা'র প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না কর্‌লে আমরা সহজে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ব না। আমি কেবল তা'র উত্তরের প্রতীক্ষা করছি।

মা। যদি সে না দেয়—কিম্বা যদি সে অক্ষমতা প্রকাশ করে, তা' হলে এই বিপুল অর্থব্যয় করে—এই এত সৈন্য অপচয় করে—কি ইষ্ট লাভ হ'বে মন্ত্রি!

ম। আপাততঃ কিছু নহে মহারাজ! কিন্তু এই যে একবার সূচাগ্রের মত মীবারে আমরা প্রবেশ কর্‌লাম—এর ভাবী ফলে মীবারের রাণা বলে আর কেহ থাক্‌বে না। তখন মীবারের অধিশ্বর বল্‌তে বুঝা'বে মাধাজী সিন্ধিয়া!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদনান্তে মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান ও প্রস্থান)।

মা। কা'র পত্র মন্ত্রি?

ম। রতনসিংহের মহারাজ। (মাধাজীকে পত্র প্রদান।)

মা। (পাঠান্তে) রতনসিংহ লিখেছে উদয়পুর অবরোধ মুক্ত হ'য়ে যতদিন সে মীবারের রাজাসনের অধিকার গ্রহণ না কর্‌তে পারে, ততদিন তা'র পক্ষে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করা অসম্ভব।

ম। এ যে প্রবঞ্চনার কথা মহারাজ!

মা। দেখ, তুমিই বিবেচনা করে দেখ।

ম। তা' হ'লে মহারাজ আর বিলম্ব করা নয়।

মা। কি কর্‌তে চাও।

ম। এই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী দলকে পতঙ্গের মত নিষ্পেষিত করে তা'দের অধিকারভুক্ত যা'কিছু ভূসম্পত্তি সব আমরা আত্মসাৎ কর্‌বো।

মা। তার পর?

মা। তা'র পর—অরিসিংহ এখন হীন বল। একবার বিদ্রোহী দমন করে মীবারে প্রবেশ করতে পারলে আমাদের পথ, আমরা তখন দেখে ঠিক করবো।

(ত্র্যম্বকজীর প্রবেশ)

মা। কি সংবাদ সেনাপতি ?

ত্র্য। মহারাজ! গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল অমরচাঁদ মীবারে প্রত্যাগমন করেছে। মীবারের প্রত্যেক প্রজা—প্রত্যেক নাগরিক—প্রত্যেক শ্রমজীবিকে কি এক নব মন্ত্র বলে প্রোৎসাহিত করে—মহারাজের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্য সংগঠন করেছে। শুধু তাই নহে, শুনলাম্ অগণিত ভীল রাণার পক্ষ অবলম্বন করে, পিপাসু রাক্ষসের মত অহরহঃ চতুর্দ্দিকে গুপ্তভাবে অবস্থান কর্‌ছে।

মা। শুন্‌লে মন্ত্রি! তাই বলে, মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙ্গে! এখন কি কর্ত্তব্য বল।

ম। মহারাজ! মানুষের সব কল্পনা—সমস্ত কৌশল যদি সর্ব্বদা ফলবতী হ'ত তা'হলে,জগতে এত দুঃখ, দারিদ্র, নৈরাশ, উদ্বেগ কিছুই থাক্‌ত না। যেরূপ আভাস পাচ্ছি—তা'তে অরিসিংহের সঙ্গে অচিরে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করি।

মা। তাই বেশ! আজই বেগবান অশ্বে বিশ্বস্ত দূত পাঠিয়ে দাও। রতনসিংহ এক ক্রোর পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা দানে স্বীকৃত হ'য়েছিল —আমি অরিসিংহের নিকট আরও বিশ লক্ষ মুদ্রা অধিক পেতে ইচ্ছা করি! এখানে নগর অবরোধ করে—অকারণ শক্তি ও সৈন্য অপচয় করা অপেক্ষা এরূপ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে প্রত্যাগমন করা আমিও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি।

ম। যে আদেশ মহারাজ! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—(ঃ*ঃ)—

কক্ষ।

(রতনসিংহ)

রতন। আশা কুহকিনি! ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণে
বল কত দিন সহিব ছলনা তব!
একে একে দিন আসে দিন চলে যায়
র'য়ে যায় অপূর্ণিত তবু হৃদয়ের,
নিগূঢ় বাসনা যত। বলবতী আশা,
অতুল সম্পদ সুখ—ঐশ্বর্য্য গৌরব—
অবিরোধী হ'য়ে বসি' গীবার আসনে
একচ্ছত্রী নৃপ প্রায়—ভুঞ্জিব নিয়ত,
তুচ্ছ তৃণ মত, সমূলে উচ্ছেদ করি,
ঈর্ষান্বিত প্রতিবাদী প্রতিপক্ষ দল।
কবে পরিপূর্ণ হ'বে বাসনা প্রবল—
মিটিবে হৃদয় তৃষা! * * *

(প্রণিধির প্রবেশ)

প্র। সিন্ধিয়া-রাজের শিবির থেকে এক দূত এই পত্র নিয়ে এসেছে। বলেছে উত্তর অনাবশ্যক। উত্তরের জন্য সে অপেক্ষাও করলে না।

(রতনসিংহের আগ্রহসহকারে পত্রপাঠ। পড়িতে পড়িতে সহসা রতনসিংহের মুখভাব বিবর্ণ হইয়া গেল—দেহ কাঁপিতে লাগিল—হাত শিথিল হইয়া যাওয়ায় পত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল।)

র। (আত্মসম্বরণ করিয়া) এ কি বিধাতার কঠোর বিদ্রূপ! এ কি আশার দারুণ ছলনা! এ কি নিয়তির তীব্র পরিহাস! সব গেল! মুহূর্ত্তের মধ্যে—নিমেষের মাঝে—চখের পলকে—আশা—ভরসা—সহায়—সম্বল—সব গেল! মাধাজী! আমি যে তোমার উপর নির্ভর করে আমার আশাসৌধ নির্ম্মাণ করেছিলাম—গড়্‌তে গড়্‌তে—মধ্যপথে তুমি কুলিশ প্রহারে তা' চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে! তুমি কি আশায়—কি প্রলোভনে আমায় পরিত্যাগ করে, আবার অরিসিংহেয় সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'লে! জানি না, তোমার মনে কি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে! জানিনা কি ষড়যন্ত্রের ফলে তুমি সহসা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছ! নির্দ্দয় চতুর—সিন্ধিয়ারাজ—তুমি এ কি চাতুর্য্য জালে আমাকে জড়িয়ে আমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌লে! সব গেল! উচ্চ আশা—রাজ্যলিপ্সা—প্রহেলিকার মত বিলীন হ'য়ে গেল! (চিন্তা)

(হার-রাজকুমার অজিতের প্রবেশ)

অজিত। এত নিবিষ্ট মনে কি চিন্তা কর্‌ছিলে রতন?

রতন। এই যে অজিত! এসেছ! তোমার কুশল সব?

অজিত। উপস্থিত সব কুশল।

রতন। কি চিন্তা কর্‌ছিলাম? কি বল্‌বো অজিত? ঐ দেখ পত্র পড়ে দেখ—মাধাজী আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে।

অজিত। (রতনের ইঙ্গিতে পত্র কুড়াইয়া পাঠ)। এই ত! এর জন্য এত চিন্তা-কাতর তুমি রতন?

রতন। অবাক কর্‌লে তুমি অজিত! এতে চিন্তা কাতর হ'বনা ত, আর চিন্তা কিসের আমার? সংসার সমুদ্রে চারিদিকে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে শুধু এক মাত্র আশার আলো জ্বেলে—প্রাণে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সম্মুখে অগ্রসর হ'চ্ছিলাম—সহসা মধ্য পথে আকাশে প্রবল মেঘ

দেখা দিল—উন্মাদ বাতাস চারিদিক হ'তে হো হো করে এসে আমার আশার আলো নিভিয়ে দিলে—আমি এখন আকুল সাগরে নিমজ্জমান হ'য়ে পথ খুঁজে পাচ্ছি না—এতে ভাবনা হ'বেনা ত, হ'বে কিসে অজিত ?

অজিত। মিথ্যা ভাবনা তোমার রতন ! আমরা তোমার এমন সহায় থাকতে তুমি এমন হতাশ্বাস হ'য়োনা ! তোমার ভাগ্যগগণে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুজ্ঝটিকা মেঘ কেটে যা'বে। আশা উদ্দীপিত হ'য়ে উঠ্‌বে। সাহসে আবার বুক বাঁধ রতন ! দমে যেয়োনা—সামান্য কারণে দমে যেয়োনা। বড় দুঃখের বিষয়, এ সময় রঞ্জন আত্মঘাতী হ'য়েছে !

রতন। কি—কি বল্লে অজিত ? রঞ্জন আত্মঘাতী হ'য়েছে ? কোথায় শুন্‌লে অজিত ?

অজিত। অমরচাঁদ মীবারে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে—তা'র মুখেই এ কথা রাষ্ট্র হ'য়েছে। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি ; কিন্তু রাজমন্ত্রীর মুখের কথা বলে বিশ্বাস কর্‌তে হ'য়েছে। অমরচাঁদ কুটনীতিজ্ঞ হলেও মিথ্যাবাদী নহে।

রতন। মাধাজী অরিসিংহের পক্ষ গ্রহণ করেছে—অমরচাঁদ মীবারে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে—রঞ্জন আত্মঘাতী হ'য়েছে ! আর আমি, রতনসিংহ প্রাণে একটা মিথ্যা আশা নিয়ে বেঁচে আছি ! আশ্চর্য্য ! এখনও প্রলয়ের ঝড় নেমে আসেনি !—এখনও আকাশ থেকে বজ্র ভেঙ্গে পড়েনি !—মহানিশা এসে এখনও বিশ্বসংসার গ্রাস করেনি !—রৌরবের কদর্য্যতা এসে এখনও ধরণী ছেয়ে ফেলেনি ! আশ্চর্য্য অজিত !

অজিত। (স্বঃ) এ কি উন্মাদ লক্ষণ ? না, আশা ভঙ্গের জন্য বোধ হয় মুহূর্ত্তের বিচলতা ! (প্রকাশ্যে) রতন ! তুমি নিজের আশার বাঁধ নিজের হা'তে এমন করে ভেঙ্গোনা। তুমি বিস্মৃত হ'য়েছ—সন্মুখে আহেরিয়া !

রতন। আমি যে বিদ্রোহী ব'লে প্রমাণিত হয়েছি অজিত! সে উৎসবে আমার ত প্রবেশাধিকার নাই।

অজিত। কিন্তু আমাদের আছে।

রতন। তুমি কি পার্বে? এই আজন্ম সুহৃদের জন্য এতটা কঠিন কাজ কর্তে স্বীকৃত হ'বে অজিত!

অজিত। আশ্চর্য্য ভেবো না রতন! আমি নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে এ কাজে প্রবৃত্ত হইনি। শুধু তোমাকে উদয়পুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্তে নহে—আমি রাণার প্রদত্ত অপমান এখনও ভুলে যাই নি।

রতন। আমি আর উদয়পুরের সিংহাসন চাই না অজিত! আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসা বৃত্তি জেগে উঠেছে—আমি চাই অরিসিংহের উচ্ছেদ!

অজিত। বেশ! তাই হ'বে রতন।

রতন। আর যদি তা' না পার, তা' হ'লে তোমার ভবানীর দিব্য, তুমি ফিরে এসে, যদি দেখ আমি তখনও জীবিত আছি, তবে আমার উচ্ছেদ সাধন কর্তে হ'বে!

[উত্তেজিত ভাবে রতনসিংহের প্রস্থান ও অজিতের তৎপশ্চাৎ গমন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—(ঃ*ঃ)—

একলিঙ্গ গড়ের অভ্যন্তর।

(অমরচাঁদ ও রঙ্গরা)

অমর। রঙ্গরা! মাধাজী যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'তে স্বীকৃত হ'য়েছে—তখন বোধ হয় মিবারের দুর্দ্দিনের মেঘ এক রকম কেটে গেল। বোধ হয় এর ভেতর সিন্ধিয়ার আর কোনও খল কপটতা নাই।

রঙ্গরা। তা'ত বোধ হয় না প্রভু!

অমর। আমি সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ করে, তার স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়েছি। আর বলে দিয়েছি, তা'র সমস্ত সৈন্য উদয়পুরের অবরোধ মুক্ত করে একেবারে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লে প'র তা'র প্রার্থিত অর্থ তা'কে অর্পণ করা হ'বে। তৎপূর্ব্বে নহে। তা'র এই সৈন্যাপসরণের সময় চারিদিকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য অনেক ভীলকে গুপ্তচরের মত পাঠিয়েছি!

রঙ্গরা। আপনার এমন সাবধানতা অবলম্বন করা খুব দূরদর্শিতার ফল বল্‌তে হ'বে। আপনি যদি অকারণে নির্ব্বাসিত না হ'তেন, তা'হলে মীবারে কি এত অনর্থপাত হ'তে পার্‌ত?

অমর। তা' বলা যায়না রঙ্গরা! সবই মঙ্গলময় একলিঙ্গনাথের ইচ্ছা। তাঁর কর্ম্ম, তিনিই করান! আমরা উপলক্ষ মাত্র।

রঙ্গরা। কিন্তু সব সময় হৃদয় এ কথা মান্‌তে চাহেনা কেন প্রভু!

অমর। বিশ্বাস চাই, রঙ্গরা! ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। আমাদের সে বিশ্বাস বড় তরল—বড় সহজে সে বিশ্বাস হৃদয় হ'তে অপসারিত হ'য়ে যায়! বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র এই সংসার—আমরা শুধু নিজের কর্ম্মফলে সুখ দুঃখের সৃষ্টি করি বইত নয়! মঙ্গলময়ের মঙ্গলানুষ্ঠান সব সময়ে বুঝতে পারিনা, তাই তাঁর উপর দোষারোপ করে থাকি। আমরা সুখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হই—ভগবানকে ভুলে থাকি—আবার দুঃখে অধীর—অভিভূত হ'য়ে কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় যখন হৃদয়ে আত্মচৈতন্য ফিরে আসে, তখন কেবল ভগবানের উদ্দেশে বলি 'এ কি করলে প্রভু!' তা' হ'লে চল্‌বেনা রঙ্গরা! সুখ দুঃখ সবই মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ বলে সমান ভাবে নতশিরে গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। আর ভগবানে অটল বিশ্বাস রেখে, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাও রঙ্গরা, দেখ্‌বে কি অসীম দয়া তাঁর—কি অপার স্নেহ!

র। সত্য বলেছেন প্রভু। সব সময়ে আমাদের আত্মজ্ঞান বোধ থাকে না।

(ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ)

ভী-স। মন্তির! এইবার বল, আমরা সব চলে যাই।

অ। সে কি সর্দ্দার! এত শীঘ্র যাবে।

ভী-স। আর কেন থাকবো রে। মীবার থেকে তোদের সব শত্রু চলে গিয়েছে দেখে তবে আমরা ফিরে এসেছি।

অ। সে কি! এত শীঘ্র সব চলে গিয়েছে সর্দ্দার?

ভী-স। সব গিয়েছে। আর একটি প্রাণীও শত্রু মিবারে নেই।

অ। কৈ! আমার দূত ত এখনও ফিরে আসে নি।

ভী-স। সে আমার সঙ্গে আস্‌তে পার্‌বে কেন রে? আমরা বন জঙ্গল ভেঙ্গে পথ করে আসি, তা'রা কি পারে? বল, মন্তির বল, আমরা চলে যাই। এতদিন একটা কাজ দিছ্‌লি—কাজ কর্‌ছিলাম, কিছু মনে হয়নি; আজ কাজ শেষ হ'য়েছে, রাণীমার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে। আমাদের যেতে বল মন্তির!

অ। তা' হলে যাও সর্দ্দার। যখন মায়ের জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা এসেছে, তখন আর তোমাদের থাক্‌তে বল্‌তে পারি না। তোমাদের রাণীমাকে বলো তাঁর অমোঘ আশীর্ব্বাদ বলেই আমরা বিপদ হ'তে মুক্ত হ'য়েছি।

ভী-স। তাই বল্‌বো মন্তির।

(ভীল সর্দ্দারের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

অ। কি সর্দ্দার? ফিরে এলে যে?

ভী-স। একটা কথা মনে হ'ল, তাই বল্‌তে এইচি। আমাদের একটা কথা রাখ্‌বি মন্তির!

অ। কেন রাখবোনা। কি কথা সর্দ্দার?

ভী-স। ত্থাখ, সাম্‌নে তোদের 'মাহুরৎ কা শিকার'—তোদের রাণাকে বলিস্ যেন এবার আমাদের জঙ্গলে শিকার কর্‌তে যায়। তা' হ'লে

আমাদের খুব আমোদ হ'বে মন্ত্রির বুঝ্লি? আর রাণীমাও নিশ্চয় খুসী হ'বে।

অ। এ ত সামান্য কথা। বেশ, এবার তোমাদের অধিষ্ঠিত অরণ্যেই 'আহেরিয়া' হ'বে।

ভী-স। তা' হ'লে ভুলিস্ না মন্ত্রির—　　(ভীলসর্দ্দারের প্রস্থান)

অ। দেখ রঙ্গরা—এরা অসভ্য ভীল—সর্ব্বদা নৃশংস কঠিন কার্য্য করলেও এদের হৃদয় বড় সরল—বড় কোমল!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদনান্তে অমরচাঁদের হস্তে পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

অ। রঙ্গরা! মাধাজী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে ফিরিয়ে দিয়েছে। মীবারের পক্ষে আজ বড় শুভদিন। চল রঙ্গরা, আমার প্রতিশ্রুতি পালন করে আসি। আমি মহারাণাকে বলেছিলাম, মীবার শত্রুশূন্য হ'লে, এই পবিত্র একলিঙ্গ গড়ের শিখর দেশ হ'তে কামান ধ্বনিতে তাঁকে অভিবাদন কর্‌বো।

(রঙ্গরা ও অমরচাঁদের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

বৃক্ষতল।

(হরিদ্বর্ণের এক একটি অঙ্গরাখা পরিয়া গাহিতে গাহিতে রাজপুত সর্দ্দারগণ ও অন্যান্য শিকারিগণের প্রবেশ)

গীত।

বিশ্বে আসিয়া ছেয়েছিল যেন ঘোর আঁধার রাতি।
প্রলয়-মেঘে রেখেছিল ঢেকে দীপ্ত-তপন-ভাতি॥

হ'য়েছিল ম্লান শশী-তারা-কর, মলিন মুখের হাসি,
ঘিরেছিল এসে বিকট গ্রাসে যতেক বিপদ রাশি,
নিভে গিয়েছিল চিরকাল মত উজল আশার বাতি !!
আবার মীবার-আকাশে ঊষা উদিল কনক বরণী,
উঠিল জ্বলিয়া আশার আলো হরষে হাসিল ধরণী,
ভাতিল বদন গরিমায় পুনঃ হৃদয় উঠিল মাতি ॥

(শিকারীর বেশে রাণা অরিসিংহের প্রবেশ ও সকলের রাজনীতি অনুযায়ী অভিবাদন)

অরি। (স্বগতঃ) বেশ ! চমৎকার দৃশ্য ! দু'দিন পূর্ব্বে এই মীবারের পথে ঘাটে অবিরাম উচ্ছ্বাসে শোণিত-পায়ী পিশাচ রক্তস্নাত বসনে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত ছিল,—আর আজ এদের সেই স্থানে মনোহর হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় বিভোর দেখ্‌ছি ! বেশ ! চমৎকার দৃশ্য ! লীলাময়ের এ চমৎকার লীলা বুঝে ওঠা মানবের অসাধ্য !

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত। মহারাণা ! আজ এমন আনন্দের দিনে, হৃদয়ের সমস্ত বিদ্বেষ ভাব বিসর্জ্জন দিয়ে, আপনার সঙ্গে আবার চির সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করি। আমরা পরস্পরে ঈর্ষা-অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে হিন্দু স্বাধীনতার লীলানিকেতন মিবার-ভূমিকে হীনবল করেছিলাম—রাজপুত জাতির সম্মান ও গৌরব গরিমার কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। পিতৃ পিতামহ কুলের আবাসনিলয় 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মীবার-ভূমিকে স্বেচ্ছায় শত্রুর করে অর্পণ কর্‌তে গিয়েছিলাম। আমাদের আজ চৈতন্য ফিরে এসেছে। আসুন আজ দীর্ঘকালের শত্রুতা ভুলে আবার সকলে এক প্রাণ হই।

অরি। অজিত ! আজ তোমার মুখে এই মর্ম্মস্পর্শি কথা শুনে বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। এস, আবার সকলে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ভুলে গিয়ে—অভিন্ন

ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ হই। এস অজিত, আমাদের আহেরিয়া উৎসবে যোগদান করবে এস।

অজিত। (স্বগতঃ) বস্—আর কিছু চাইনা। অরিসিংহ এত শীঘ্র আমার কথায় ভুলে যাবে তা আমি আশা করিনি। আর কিছুই চাই না—যা' চেয়েছিলাম, তা' পেয়েছি—এখন আমার পথ আমি দেখে নেব। আমার গূঢ় অভিসন্ধি বিশ্বের এক প্রাণীও টের পাবেনা।

অরি। শোন বীরগণ! আজ তোমাদের সকলের সমবেত যত্ন ও চেষ্টায়, তোমাদের সকলের শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে মীবারের সমস্ত বিপদ মেঘ অন্তর্হিত হ'য়েছে! ভগবানকে ধন্যবাদ! আজ মীবারের পক্ষে বড় শুভদিন! এই শুভদিনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষচক্র আবর্ত্তনে আবার আমাদের সম্মুখে আহেরিয়া উৎসব উপস্থিত। এবার এই মহান্ বাসন্তিক মৃগয়া ব্যাপার উদয়সাগরের পশ্চিম তীরস্থ বিজন বনে অনুষ্ঠিত কর্‌বার জন্য আমরা আমাদের চির হিতৈষী ভীলগণ কর্ত্তৃক আহূত হ'য়েছি। এস বীরগণ! আমরা আজ অতীতের সব দোষ, সমস্ত ত্রুটি ভুলে গিয়ে চিরন্তন প্রথানুযায়ী মৃগয়া ব্যাপারে লিপ্ত হইগে।

(অরিসিংহ ও অজিতের প্রস্থান।)

জনৈক সর্দ্দার। এ ভাবটা আমার বড় ভাল বলে বোধ হ'চ্ছেনা। চিরকাল গেল শত্রুতা করে—বহুদিন মুখ দেখা দেখি বন্ধ—হঠাৎ আজ একেবারে গলায় গলায় ভাব—এ ত বড় ভাল চিহ্ন বলে বোধ হ'চ্ছে না। না—লক্ষ্য রাখতে হ'বে। এস, ভাই তোমরা—

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

অরণ্যের একপার্শ্ব।

অঞ্জনা।

অ। আর একটু পরেই হয়ত মহারাণা—এই অরণ্যে শিকার করতে আস্‌বেন। আর একটু পরেই হয়ত রাজপুতবীরগণ পলায়মান মৃগের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বল্লম হস্তে প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হ'বে। বন, উপবন, শিলাস্তূপ, গিরিতরঙ্গিনী কিছুই তা'দের সেই তীব্র গতি প্রতিরোধ করতে পারবে না। জীবনের প্রতি মমতা শূন্য হ'য়ে—আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহহীন হ'য়ে—উন্মুক্ত অসি, উদ্যত ভল্ল হস্তে উন্মত্তের মত সকলে হতভাগ্য মৃগের উষ্ণ শোণিতে আপনাপন কৃপাণের বিকট তৃষা প্রশমিত করতে, তা'দের অনুসরণ করবে। কা'র মনে কি আছে কেমন করে জানবো। শুনেছি মীবারের দগ্ধশ্মশান শান্তি বারি স্পর্শে—আবার শান্ত ভাব ধারণ করেছে; কিন্তু তবু ও আমিত বিদ্রোহীর ষড়যন্ত্রের কথা একদিনের তরেও ভুলতে পারি নি। তা'রা যে এখনও সেই আহেরিয়া লক্ষ্য করে নেই, তা' ত বলতে পারিনে। তবে কেমন করে রাণাকে রক্ষা করবো। ভাবতে গেলে অকুল ভাবনায় পড়ে যাই। তবে ভাবো না। রক্ষা যখন করতেই হ'বে, তখন তা'রই উপায় দেখিগে। মা ভবানি! সহায় হয়ো মা, বিপদ সহ্য করতে হৃদয়ে বল দিও—

(ভীল-সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভী-স। রাণী মা!—

অ। কি বাপ!

ভী-স। মহারাণা এসে পড়্লো বলে—তুই তা' হ'লে ঘরে ফিরে যা'—

অ। না বাপ্ -আমি আর ঘরে ফিরে যাবো না। আমি ঘরে ফিরে গেলে তোমরা রাণাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

ভী-স। তুই কি বলচিস্ রাণী মা ?

অ। (স্বগতঃ) তাই ত হৃদয়ের চঞ্চলতা বশে কি বলে ফেলেছি ! এরা ত তা'র কিছুই জানে না।

ভী-স। তুই কি ভাব্‌চিস খুলে বল রাণীমা--ছেলের কাছে কিছু লুকোস্ নি'।

অ। বাপ ! সর্দ্দার ! মীবারের বিপ্লব বহ্নি নির্ব্বাপিত হ'য়েছে, কিন্তু রাণা এখনও বিপন্মুক্ত হ'ন নি। তোমাদের অরণ্যে এসে তোমাদের রাজ অতিথির যা'তে আততায়ীর হা'তে কোনও অনিষ্ট না হয় তাই লক্ষ্য রাখ্‌তে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে বেড়া'ব।

ভী-স। তুই পাগল হইচিস্ রাণী মা ! তুই মেয়ে মানুষ, আমাদের সঙ্গে ছুট্‌তে পার্‌বি কেন ?

অ। সর্দ্দার ! আমি তোমাদের গর্ভে ধরিনি বটে কিন্তু তবু তোমাদের মা। আমার সন্তান তোমরা, তোমরা যদি আত্মভোলা হ'য়ে পশু বধ কর্‌তে ছুটে বেড়াতে পারো, আমি তা' হ'লে দেশের রাজাকে রক্ষা করতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে পার্‌বো না ?

ভী-স। তা' যদি বলিস্ রাণী মা ! তা' হ'লে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই—কিন্তু আমি তা' হ'লে তো'র সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো—তুই মেয়ে মানুষ, তোরও ত বিপদ ঘট্‌তে পারে···

অ। বিপদের জন্য নহে বাপ ! কিন্তু আমার সাহায্য কর্‌তে তুমি আমার সঙ্গে থেকো !

ভী-স। বেশ ! তাই হ'বে　　　　(নেপথ্যে শিঙ্গাধ্বনি)

ঐ শোন রাণী মা—মহারাণা তা'র দলবল নিয়ে এসে পড়েছে—আর আমরা অন্যদিকে চলে যাই—

[উভয়ের প্রস্থান !

[দৃশ্যান্তর।]

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

(রাণা অরিসিংহ, অজিত ও রাজপুতসর্দ্দারগণ
প্রভৃতি ব্যস্ত ভাবে অরণ্যের চারিদিকে
চাহিয়া দেখিতেছেন।)

নেপথ্যে। মহারাণা!—মহারাণা! শিকার দেখা দিয়েছে—এইদিকে—এইদিকে—

অজিত। মহারাণা—শীঘ্র আসুন

(ক্ষিপ্র গতিতে অজিত ও অরিসিংহের প্রস্থান ও রাজ-
পুত সর্দ্দারগণের তাঁহাদের অনুগমন)

(কতিপয় শিকারীর প্রবেশ)

১ম। কই, কোথা—কোনদিকে গেলরে—

২য়। চল—চল—আগে চল — [ক্ষিপ্র গতিতে প্রস্থান।

(দুইদিক হইতে দুইজন রাজপুতসর্দ্দারের প্রবেশ)

১ম। (২য়এর প্রতি) এই যে—রাণা কোথায়—রাণাকে দেখেছ ?

২য়। আমিও তাঁকেই অন্বেষণ কর্‌ছি—বরাবর লক্ষ্য রেখেছিলাম—কিছুক্ষণ থেকে সে লক্ষ্য হারিয়েছি—আর খুঁজে পাচ্ছি না।

১ম। তবে চল—বিলম্ব করোনা—অজিতের আচরণ দেখে আমার মনে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে! [উভয়ের প্রস্থান।

[ক্ষিপ্র গতিতে কয়েকজন শিকারীর প্রবেশ ও প্রস্থান।]

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অ। সর্দ্দার—সর্দ্দার—চলে আয় বাপ্‌ দেরী করিস্‌ না—তা’ হ’লে লক্ষ্য হারা’বি—

(ভীল-সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভী-স। তুই যে আমায় হার মানালি রাণীমা!—আমি যে তো’র সঙ্গেও ছুট্‌তে পার্‌ছি না। তুই ত সামান্যা রমণী নহিস রাণীমা!

অ। সর্দ্দার! আমরা ক্রমশঃ বিজন অরণ্যে এসে পড়েছি—এখন থেকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য না রাখ্‌লে—সব চেষ্টা বিফল হ’বে—চলে আয় বাপ্‌—চলে আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

[দৃশ্যান্তর]

গভীর বিজন অরণ্য।

(অরিসিংহ ও অজিতের প্রবেশ)

অরি। আশ্চর্য্য অজিত!

অজিত। বাস্তবিকই আশ্চর্য্য মহারাণা।

অরি। একটা বরাহের পশ্চাতে পশ্চাতে এতক্ষণ ছুটেও তা’কে বধ কর্‌তে পারলাম না—ঐ—ঐ—অজিত—এস—আবার দেখা দিয়েছে—

[অতি ক্ষিপ্র গতিতে অরিসিংহের প্রস্থান।

অজিত। এইবার সুযোগ উপস্থিত! আর বিলম্ব করা নয়। বিজন অরণ্যে এসে পড়েছি—চতুর্দ্দিকে কেহ কোথাও নাই—এমন সুযোগ আর আস্‌বে না! এস—নেমে এস—ঘোরা নিশির গাঢ় অন্ধকার এসে চারিদিক ছেয়ে ফেল!—হৃদয় দৃঢ় হও—হস্ত অবশ হ’য়ো না—আজ শত্রুর শোণিত পানে বিকট তৃষা প্রশমিত কর্‌তে আমার সহায় হও—

[এক অস্বাভাবিক উন্মত্ততায় ভল্ল হস্তে করিয়া অজিতের প্রস্থান।]

(উন্মত্তের ন্যায় অসি হস্তে অরিসিংহের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং উদ্যত ভল্ল হস্তে অজিতের তৎপশ্চাৎ ধাবন)।

(উন্মাদিনীর ন্যায় অঞ্জনা ও তৎপশ্চাৎ ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ)

অ। বাপ! সর্দ্দার! ঐ দেখ—ঐ দেখ—মহারাণা একাকী ছুটছেন সঙ্গে কেউ নেই—শুধু একটা লোক উদ্যত ভল্ল হাতে করে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছে—

ভী-স। কই—কই—কোনদিকে রাণী মা!—

অ। ঐ—ঐ—ছুটে যা—বাপ—ছুটে যা—নইলে রাখ্‌তে পারবি নে। ছুটে যা বাপ—আমি আর পারছিনে—আমার মাথা ঘুরছে—গা কাঁপছে—পা অবশ হ'য়ে পড়েছে—ছুটে যা বাপ—ছুটে যা—

ভী-স। তাইত—তাইত। তুই এখানে থাক রাণীমা—আমি এখনি ফিরে আসছি—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

অ। এ কি করলে মা ভবানি! আমি যে চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—যেন বোধ হ'চ্ছে বিকট অন্ধকার এসে চারিদিকে জমাট বেঁধেছে! তনয়ার সঙ্গে এ কি রহস্য মা তোমার!—

(অত্যন্ত ক্লিষ্ট ভাবে একটি বৃক্ষকাণ্ড হেলান দিয়া উপবেশন)

জনৈক রাজপুত (নেপথ্যে)। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—আর বুঝি রক্ষা করতে পারলাম না—সর্ব্বনাশ হ'ল!

ভীলসর্দ্দার (নেপথ্যে)। রাণীমা—চেয়ে থাকিস্—ঐ দিকে গিয়েছে। আর বুঝি রাখ্‌তে পারলাম না!—বর্শা ছুড়েছে—

অঞ্জনা। (সচকিতে চারিদিকে নিরীক্ষণ)

(ছুটিতে ছুটিতে লক্ষ্যমৃগের উদ্দেশে রাণা অরিসিংহের প্রবেশ—
কিন্তু প্রবেশ করিবা মাত্র একটি তীক্ষ্ণ ভল্ল
আসিয়া তাঁহার গাত্রে বিদ্ধ হইল)

অরি। অজিত—অজিত—এ কি কর্‌লি দুরাচার আমি যে বন্ধুভাবে তো'কে আলিঙ্গন দান করেছিলাম !— (সংজ্ঞাহীনের মত ভূতলে পতন)

অঞ্জনা। মা ! ভবানি ! ইচ্ছাময়ী ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে মা ; এতদিন কায়মনে তোমার পূজা করে আজ চোখের সাম্‌নে এমন করে প্রাণপতির বিয়োগ দেখ্‌তে হ'ল মা ! সতীশিরোমণি ! তবে বল দাও মা ! এ বিপদে হৃদয়ে আর একটু বল দাও !—শক্তিময়ি ! আজ প্রাণের শেষ শক্তিটুকু কেড়ে নিও না !

(অঞ্জনা ধীরে ধীরে উঠিয়া অরিসিংহের পতিত দেহ কোলে
করিয়া কাঁদিতে লাগিল)

অরি। কে তুমি ? বল তুমি কে ? আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ! এমন কোমল কুসুম-স্পর্শ কার ! যে স্পর্শে আজ হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ মর্ম্মদ্বার খুলে গিয়ে—অতীতের সেই মধুময় স্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে ! না—তা' কেমন করে হ'বে ? এ যে গভীর বিজন অরণ্য—আততায়ীর তীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে আমি মুমূর্ষু প্রায়—এখানে সে কেমন করে আস্‌বে ? না—তবু মন মান্‌ছে না। বল তুমি কে ? বল তুমি আমার সেই উপেক্ষিতা—অনাদৃতা—হৃদয়েশ্বরী অঞ্জনা ত নহ ! তা যদি হও, বল—আমার আসন্ন মৃত্যু শিয়রে—তবু শুনে একটু শান্তিতে মর্‌তে পার্‌বো !

অঞ্জনা। প্রাণনাথ—হৃদয়েশ্বর - আমি যে এতদিন সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে অহর্নিশি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি—কিন্তু এত করেও ত তোমাকে রাখ্‌তে পারলাম না প্রাণেশ্বর ?

অরি। আঃ!—আজ আমি মরণেও বিমল সুখ অনুভব কর্‌ছি! দাও, অঞ্জনা! আজ একবার শেষ আলিঙ্গন দাও—তা' হ'লে বুঝ্‌বো—আমায় ক্ষমা করেছ!

(অরিসিংহ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অঞ্জনার কণ্ঠ ধারণ করিলেন, অঞ্জনা নত হইয়া অরিসিংহের বক্ষদেশে মাথা রাখিল। পরক্ষণেই অরিসিংহের হস্ত শিথিল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল।)

(দৌড়াইয়া একজন রাজপুত সর্দ্দার ও ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভী-স। রাণী মা—রাণী মা—এ কি!—

অঞ্জনা। (কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ তুলিয়া) সব গেল! সব শেষ!—মা ভবানি! ইষ্ট দেবি! আজ পতির শেষ কাজ কর্‌তে সহায় হও মা! সতী শিরোমণি! আমি যে মৃত পতির সৎকার না করে তোমার কোলে যেতে পারছিনে মা! দেখাও মা! সতী শক্তির জ্বলন্ত প্রভাব আবার দেখাও মা!—

(অঞ্জনার বাক্য শেষ হইতে না হইতে নিকটস্থ বৃক্ষের একটি প্রকাণ্ড শাখা সহসা ভগ্ন হইয়া অঞ্জনার সম্মুখে ভূপাতিত হইল—অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—অঞ্জনা অরিসিংহের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া অম্লান বদনে সেই জ্বলন্ত অনলে তনুত্যাগ করিলেন।)

রাজপুত সর্দ্দার। এ কি অলৌকিক অদ্ভুত দৃশ্য! এ দৃশ্য কেবল ভারতেই সম্ভব!

(যবনিকা পতন)

ভারতবর্ষ। * পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার বাবুর লিপি-কৌশল-গুণে পুস্তকখানি বড়ই সুপাঠ্য হইয়াছে; তাঁহার চেষ্টা, অর্থব্যয় ও যত্নে পুস্তকখানি সুদৃশ্যও হইয়াছে। ফটোগ্রাফ গুলি অতি সুন্দর। এই কাহিনী পাঠ করিয়া সকলেই শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন।

প্রবাসী। * গল্পগুলি কৌতুহলোদ্দীপক। অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন। * গ্রন্থকার দেখিতে জানেন এবং যাহা দেখেন, তাহা অন্যকে বলিবার আর্টও জানেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। * 'গিরি-কাহিনী'র ভাষা সরল ও সুন্দর এবং বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

আহোম-সতী

[দুইখানি হাফ্‌টোন ফটো সংবলিত।]

বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর-দ্বয় কর্ত্তৃক "প্রাইজ বুক" রূপে মনোনীত।

মূল্য ॥০

ইহা আহোম রাজ্যের একটি অপূর্ব্ব তেজস্বিনী রমণীর পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষার্থে জীবনদানের অলৌকিক কাহিনী। শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী এক সঙ্গে সকরুণ সুরের মূর্চ্ছনা তুলিয়া সমগ্র হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে! অশ্রুবেগ সংবরণ করা যায় না।

প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য পাঠ্য।

ভারতবর্ষ। * এই সতীর কাহিনী পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

বামাবোধিনী। * অতি শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সহিত লিখিত হইয়াছে।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। * এই পুস্তকের ভাষা কিঞ্চিৎ অলঙ্কৃত অথচ সরল; ইহার ভাব গুলি প্রাঞ্জল অথচ গভীর।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু।*

'আহোম-সতীর' বিবরণটি পড়িয়া চোখে জল আসিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী।

* প্রাপ্তিমাত্রেই এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। তোমার বর্ণনা যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহাই তাহার প্রমাণ। চিত্তাকর্ষক না হইলে তাদৃশ মনঃসংযোগ সহকারে পড়িতে পারিতাম না।

"লীলাবসান" প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* তোমার রচনা-নৈপুণ্য অসাধারণ ও চিন্তা শক্তি গভীর।

--ঃ০ঃ—

বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক।

নীলাম্বর।

(উপন্যাস)

[দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র সংবলিত।]

মূল্য ৵০

ইহা আসামের কমতা রাজ্যের অশেষ কীর্ত্তিশালী শেষ নৃপতি

"নীলাম্বরে'র রাজত্বকালীন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে—'ইতিহাস হইতে চরিত্রাংশকে প্রিয়কুমার বাবু এমন পরিস্ফুট ও মনোজ্ঞরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাতে সত্যের অঙ্গহানিও হয় নাই অথচ উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।'

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

শৈশব-স্মৃতি।

(কবিতা-পুস্তক)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ॥৹

বসুমতী। * কবিতাগুলি ভালই হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। * তুমি কবিতা লিখিতে সু-পটু দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। তোমার ভাব ও ভাষা প্রকৃতই কবিজনোচিত।

এতদ্ভিন্ন হিতবাদী, সময়, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রে প্রশংসিত।

—:০:—

মীবার-নলিনী

(কাব্য।)

মহাত্মা টড্-প্রণীত রাজস্থানের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত—বালক বালিকাদিগের অতি সুপাঠ্য পুস্তক। পাঁচখানি অতি

মনোরম হাফটোন চিত্রে শোভিত। সিল্কের কাপড়ে মনোজ্ঞ বাঁধাই।

মূল্য ॥০

'কবিতা-হার,' 'অপূর্ব্ব-বাসর'. 'সুর-সঙ্গীত' প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* বইখানি আমার বেশ ভাল লেগেছে। বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য হ'বার উপযুক্ত হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গোস্বামী, আই, এস্, ও।

* * খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়াও পদ্যের মাধুর্য্যে বিস্মিত হইলাম।

অরিসিংহ।

(পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক।)

মূল্য ১৲

সত্যদেব।

স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ড অবলম্বনে সত্য-নারায়ণের
কথা অতি সুললিত ভাবে লিখিত।
বহু মনোরম চিত্র শোভিত।
(যন্ত্রস্থ)

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রণীত

(১)

"সুর-সঙ্গীত।"

(কাব্য)

ঢাকা টেকষ্ট বুক কমিটির অনুমোদিত রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য এবং তত্রস্থ সমুদয় বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পুস্তক।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

মূল্য ১৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(২)

"অপূর্ব্ব-বাসর

(উপন্যাস)

বিশিষ্ট পত্রিকা ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত

মূল্য ৸৹ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ষ্টুডেন্ট্‌স্ লাইব্রেরী

৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ও

পাটুয়াটুলি ঢাকা।